এইচ এস সি পৌরনীতি ও সুশাসন

অধ্যায়-৮: জনমত ও রাজনৈতিক সংস্কৃতি

প্রশ্ন ▶ ১ জনাব ফরহাদ চৌধুরী পৌরসভা নির্বাচনে একজন প্রার্থী। নির্বাচনের আচরণ বিধি মেনে তিনি নির্বাচনি প্রচার প্রচারণার কাজ শুরু করেন। তিনি ভোটারদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে ভোট প্রার্থনা করছেন। বিভিন্ন জায়গায় পথসভা, মিটিং, মিছিল এর আয়োজন, লিফলেট, ব্যানার, পোস্টার বিতরণ করছেন। তিনি জনগণকে তার প্রতি বিশ্বাস রাখারও আহ্বান জানান। *[ঢাকা, দিনাজপুর, সিলেট, যশোর বোর্ড-২০১৮ | প্রশ্ন নং ৭]*

ক. জনমত কী? ১

খ. রাজনৈতিক সংস্কৃতি বলতে কী বোঝায়? ২

গ. উদ্দীপকে জনাব চৌধুরীর কাজে কোন বিষয়টির প্রকাশ পেয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকের বিষয়টির সাথে গণতন্ত্রের সম্পর্ক বিশ্লেষণ কর। ৪

১নং প্রশ্নের উত্তর

ক সংখ্যাগরিষ্ঠের যুক্তিসিদ্ধ ও সুচিন্তিত মতামতই জনমত, যা সরকার ও জনগণকে প্রভাবিত করতে পারে।

খ রাজনৈতিক সংস্কৃতি বলতে কোনো দেশের বিদ্যমান রাজনৈতিক ব্যবস্থার প্রতি জনগণের মনোভাব, মূল্যবোধ, বিশ্বাস, অনুভূতি ও দৃষ্টিভঙ্গির সমষ্টিকে বোঝায়।

আমেরিকান রাষ্ট্রবিজ্ঞানী গ্যাব্রিয়েল অ্যালমন্ড তার 'The Civic Culture' গ্রন্থে রাজনৈতিক সংস্কৃতি শব্দটি প্রথম ব্যবহার করেন। তার মতে, 'রাজনৈতিক সংস্কৃতি হলো রাজনৈতিক ব্যবস্থার সদস্যদের রাজনীতি সম্পর্কে মনোভাব এবং দৃষ্টিভঙ্গির রূপ ও প্রতিকৃতি।' অর্থাৎ কোনো দেশের রাজনৈতিক ব্যবস্থাকে সে দেশের জনগণ কীভাবে গ্রহণ করছে সেটার ধরনই হলো রাজনৈতিক সংস্কৃতি। রাজনৈতিক সংস্কৃতির মাধ্যমে একটি সমাজের রাজনৈতিক ব্যবস্থার প্রতিচ্ছবি ফুটে ওঠে।

গ উদ্দীপকে জনাব ফরহাদ চৌধুরীর কাজে জনমত গঠনের বিষয়টি প্রকাশ পেয়েছে।

কোনো সময়ের ব্যাপক আলোচিত বিষয়টির পক্ষে বা বিপক্ষে গোটা জনগণ বা তার বৃহত্তর অংশ যে মত পোষণ করে তাই হলো জনমত। জনমত আধুনিক গণতন্ত্রের অন্যতম চালিকা শক্তি। এটি গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার প্রাণস্বরূপ। দেশের সামাজিক, রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক প্রভৃতি জাতীয় সমস্যা সমাধান বা বিভিন্ন কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে জনমত গঠন করা হয়। এ ক্ষেত্রে আমাদের দেশের রাজনৈতিক দলগুলো গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। তাদের জনমত গঠনের প্রধান উদ্দেশ্য হলো জনগণের সমর্থন নিয়ে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হওয়া। স্থানীয় বা জাতীয় পর্যায়ের নির্বাচনে বিভিন্ন সংগঠন বা রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিরা নিজেদের পক্ষে জনমত গঠনে সক্রিয় থাকে। যে দল বা প্রতিষ্ঠান নিজেদের পক্ষে বেশি জনমত গড়ে তুলতে পারে তাদেরই নির্বাচনে জয়ী হবার সম্ভাবনা বেশি থাকে।

উদ্দীপকে দেখা যায়, জনাব ফরহাদ চৌধুরী পৌরসভা নির্বাচনে একজন প্রার্থী। তিনি নির্বাচনি বিধি মেনে প্রচারণা চালাচ্ছেন। বাড়ি বাড়ি গিয়ে ভোটারদের ভোট প্রার্থনা করছেন। বিভিন্ন জায়গায় পথসভা, মিটিং-মিছিল, পোস্টার-ব্যানারের মাধ্যমে প্রচারণা চালিয়ে নিজের পক্ষে জনমত গঠনের চেষ্টা করছেন। সেই সাথে তিনি তার নির্বাচনি প্রতিশ্রুতির ওপর জনগণকে আস্থা ও বিশ্বাস রাখতে বলছেন। তার এ কাজের মূল উদ্দেশ্য হলো নিজের প্রতি জনগণের আস্থা তৈরির মাধ্যমে পৌর নির্বাচনে জয়ী হওয়া। উদ্দীপকের পৌরসভা নির্বাচনের মতো আমাদের দেশেও নির্বাচন আসন্ন হলে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল বা সংগঠনের নেতৃবৃন্দের মধ্যে এরকম কর্মকাণ্ড লক্ষ্য করা যায়। নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী প্রতিনিধিরা সভা-সমাবেশ এবং মিছিল-মিটিং করাসহ বিভিন্ন প্রচার মাধ্যম ব্যবহার করে নিজেদের পক্ষে জনমত গঠনের চেষ্টা করেন। আলোচনা শেষে বলা যায়, ফরহাদ চৌধুরীর কাজের মাধ্যমে জনমত গঠনের বিষয়টি প্রকাশ পেয়েছে।

ঘ উদ্দীপকের বিষয়টির সাথে অর্থাৎ জনমতের সাথে গণতন্ত্রের নিবিড় সম্পর্ক রয়েছে।

আধুনিক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে জনমত নাগরিকের অধিকার সুরক্ষা এবং সুশাসন প্রতিষ্ঠার মূলমন্ত্র। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার সাফল্য জনমতের ওপর নির্ভরশীল। জনমতই গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের মূল চালিকাশক্তি। সরকার জনমতের চাপে জনস্বার্থ বিরোধী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা থেকে বিরত থাকে। আবার গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় সরকারের স্থায়িত্ব ও গতিশীলতা নির্ভর করে জনমতের ওপর। গণতান্ত্রিক সরকারব্যবস্থায় জনমতের ভিত্তিতে সরকার জনস্বার্থে আইন প্রণয়ন করে। জনমত দুর্নীতি রোধে সহায়ক ভূমিকা পালন করে। দুর্নীতিপ্রবণ সরকার জনমতের রোষানলে পতিত হয়। এ ভয়ে গণতান্ত্রিক সরকার দুর্নীতিমুক্ত সরকারব্যবস্থা গড়ে তুলতে সচেষ্ট থাকে। রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা গণতন্ত্রের সফলতার অপরিহার্য শর্ত। গণতন্ত্রকে কার্যকর ও শক্তিশালী করণে জনমতের ভূমিকা অনস্বীকার্য।

গণতন্ত্রের সুষ্ঠু বিকাশ সাধন করতে হলে জনমতের বিকাশ সাধন পূর্বশর্ত। জনমতের বিকাশ ছাড়া গণতন্ত্র কল্পনা করা যায় না। এককথায় গণতন্ত্র জনমত নামক শাসনযন্ত্রের মাধ্যমে বেঁচে থাকে। জনগণের মতামতের মাধ্যমেই সরকার পরিবর্তন হয়ে থাকে। নির্বাচনের প্রাক্কালে জনমত যে রাজনৈতিক দলের পক্ষে থাকে সে দল নির্বাচনে জয়লাভ করে সরকার গঠন করে। সরকার জনমতকে উপেক্ষা করে দেশ পরিচালনা করতে পারে না। গণতান্ত্রিক সরকারের যেকোনো গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত বা কার্যাবলিতে জনমতের প্রভাব অপরিহার্য।

ওপরের আলোচনা শেষে বলা যায়, গণতন্ত্র ও জনমত ওতপ্রোতভাবে জড়িত। গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার সফলতায় জনমত অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। আবার গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা ছাড়া জনমতের প্রতিফলন দেখা যায় না।

প্রশ্ন ▶ ২ গত বৎসর সুনামগঞ্জ জেলার তাহিরপুর উপজেলার বিভিন্ন হাওরে উৎপাদিত ফসল রক্ষা বাঁধ ভেঙে সব ফসলি জমি পানির নিচে চলে যায়। ফলে সব কৃষক উৎপাদিত ফসল না পেয়ে দিশেহারা হয়ে পড়ে। স্থানীয় জনগণ এই অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনার জন্য বাঁধ নির্মাণে নিযুক্ত ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানকে দায়ী করে এবং সুষ্ঠু তদন্তের দাবিতে মানববন্ধন কর্মসূচি পালন করে। ফলে স্থানীয় ও জাতীয় বিভিন্ন গণমাধ্যম বিষয়টি তুলে ধরে। পরে সরকার তদন্ত কমিটি গঠন করে এবং তাদের সুপারিশের ভিত্তিতে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করে।

[রা. বো., কু. বো., চ. বো., ব. বো. ১৮ | প্রশ্ন নং ৮]

ক. SMS-এর পূর্ণরূপ কী? ১

খ. সামাজিক ন্যায়বিচার বলতে কী বোঝায়? ২

গ. উদ্দীপকে তোমার পাঠ্যবইয়ের কোন বিষয়ের ইঙ্গিত পাওয়া যায়? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় সরকারের উল্লিখিত পদক্ষেপ সুশাসন প্রতিষ্ঠায় সহায়ক— বক্তব্যটি বিশ্লেষণ কর। ৪

২নং প্রশ্নের উত্তর

ক SMS-এর পূর্ণরূপ হলো— Short Message Service।

Teachingbd24.com

খ সামাজিক ন্যায়বিচার হলো সমাজের সব মানুষকে তার প্রাপ্য অধিকার ন্যায়সঙ্গতভাবে প্রদান করা।

আইনের চোখে সবাই সমান। সমাজে বসবাসকারী সবার সুবিচার পাওয়ার অধিকার রয়েছে। জাতি, ধর্ম, বর্ণ, নারী-পুরুষ, ধনী-গরিব নির্বিশেষে সবার কাজ, আচরণ ও ন্যায়-অন্যায় বিচারের মানদণ্ড হতে হবে এক ও অভিন্ন। সামাজিক ন্যায়বিচারের মাধ্যমে মানুষ সুবিচার লাভ করে। গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় সামাজিক ন্যায়বিচার ব্যক্তিস্বাধীনতার অন্যতম রক্ষাকবচ ও রাষ্ট্রের ভিত্তি, যা সুশাসন প্রতিষ্ঠার পথ সুগম করে।

গ সৃজনশীল ১নং এর 'গ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

ঘ গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় সরকারের উল্লিখিত পদক্ষেপ সুশাসন প্রতিষ্ঠায় সহায়ক— বক্তব্যটি যথার্থ।

জনমত সৎ ও জনকল্যাণকামী হয়ে থাকে। অনেক ক্ষেত্রেই জনমতের মাধ্যমে প্রভাবিত হয়ে সরকার জনকল্যাণে ব্যবস্থা নেয়। তাই দেখা যাচ্ছে, সুশাসনের সঙ্গে জনমতের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় সুশাসন প্রতিষ্ঠার অন্যতম কার্যকর উপাদান হলো জনমত। বস্তুত জনমতকে আধুনিক গণতান্ত্রিক শাসনের প্রাণ বলা হয়। জনমতের ওপরই প্রতিনিধিত্বমূলক গণতন্ত্রের সাফল্য নির্ভর করে। জনমত গণতান্ত্রিক সরকারকে সঠিক পথে পরিচালিত করে। সরকার জনকল্যাণ সাধনের জন্য যে কর্মসূচি প্রণয়ন ও পদক্ষেপ গ্রহণ করে থাকে, তা সাধারণত জনমতের দিকে লক্ষ রেখেই করা হয়। জনগণের মতামত সরকারকে দক্ষ ও গতিশীল হতে সাহায্য করে। জনমতের চাপে সরকার যুগোপযোগী, গণমুখী কর্মসূচি গ্রহণ করতে বাধ্য হয়। সরকার জনমতের চাপেই দুর্নীতি দূর করতে সচেষ্ট থাকে। সর্বোপরি আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করতে বাধ্য হয়। এভাবে জনমতের চাপে সুশাসন প্রতিষ্ঠিত হয়।

উদ্দীপকে দেখা যায়, সরকার সুনামগঞ্জ জেলার তাহিরপুরের বাঁধ ভাঙা ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের দাবিকে গুরুত্ব দিয়ে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। অর্থাৎ, সরকার জনমতকে গুরুত্ব দিয়েছে, যা সুশাসন প্রতিষ্ঠার জন্য গুরুত্বপূর্ণ। সুশাসন ও এর সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত বিষয়গুলোকে সংহত রূপ দিতে যে বিষয়টি সবচেয়ে বেশি ভূমিকা রাখে তা হলো জনমত।

তাই বলা যায়, গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় সরকারের উল্লিখিত পদক্ষেপ অর্থাৎ, জনমতের প্রতি গুরুত্বারোপ সুশাসন প্রতিষ্ঠায় সহায়ক। দেশে জনমত সংগঠনের মাধ্যমগুলো জোরদার হলে সুষ্ঠু জনমত গঠিত হবে, যা সুশাসন নিশ্চিত করবে।

প্রশ্ন ▶ ৩ জনাব রাইসুল একটি রাজনৈতিক দলের নেতা ও সরকার দলীয় সাংসদ। জনগণের ভোটে নির্বাচিত হওয়ায় তিনি জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষা ও চাহিদার প্রতি দৃষ্টি রেখে স্থানীয় সমস্যা সমাধানে দল-মত নির্বিশেষে সবাইকে সাথে নিয়ে কাজ করেন। তার এলাকার সকলেই তার কার্যক্রম সমর্থন করে এবং সরকারি ও বিরোধী দল শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান করে। ফলে এলাকার আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি সন্তোষজনক। *[চা. বো. '১৭। প্রশ্ন নং ৫]*

ক. জাতির সংজ্ঞা দাও। ১

খ. 'জাতীয়তা একটি মানসিক ধারণা'— ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত জনাব রাইসুল ইসলামের সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় তোমার পাঠ্যবইয়ের কোন বিষয়টির ইঙ্গিত রয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. 'রাইসুল সাহেবের এলাকার রাজনৈতিক সংস্কৃতি দেশের উন্নয়নে সহায়ক'— বিশ্লেষণ করো। ৪

৩নং প্রশ্নের উত্তর

ক জাতি হচ্ছে রাজনৈতিক চেতনায় ঐক্যবদ্ধ, সুসংগঠিত ও জাতীয় চেতনায় উদ্বুদ্ধ জনসমষ্টি, যারা স্বাধীনতা অর্জন করেছে বা স্বাধীনতাকামী।

খ জাতীয়তা হলো একটি মানসিক ধারণা, যা অন্য জনসমাজ থেকে কোনো একটি জনসমাজকে পৃথক করে ও নিজেদের মধ্যে ঐক্যবোধ তৈরি করে।

জাতীয়তা এক ধরনের মানসিক অনুভূতি। কোনো নির্দিষ্ট জনসমষ্টি যখন কিছু আলাদা বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে নিজেদেরকে ঐক্যবোধের চেতনায় উদ্বুদ্ধ করে তখন তাদের ঐ চেতনাকে জাতীয়তা বলে। এটি একটি ভাবগত বিষয়, মানসিক অবস্থা, জীবনযাত্রা, চিন্তা এবং অনুভূতির প্রক্রিয়া।

গ সৃজনশীল ১নং এর 'গ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

ঘ রাইসুল সাহেবের এলাকার মতো শান্তিপূর্ণ, সহাবস্থানমূলক রাজনৈতিক সংস্কৃতির চর্চা দেশের সার্বিক উন্নয়নের জন্য সহায়ক— উক্তিটি যথার্থ।

সংস্কৃতি হলো মানুষের সার্বিক জীবনপ্রণালি। অন্যদিকে, রাজনৈতিক সংস্কৃতি হলো সংস্কৃতির সেই অংশ, যা রাজনৈতিক ব্যবস্থা সম্পর্কে জনগণের বিশ্বাস, অনুভূতি ও মূল্যবোধের সাথে সম্পর্কযুক্ত। রাজনীতির সাথে জনগণের সম্পৃক্ততা, রাজনৈতিক দলের পারস্পরিক সহাবস্থান, সরকার ও জনগণের মধ্যে যোগসূত্র প্রভৃতি বিষয় রাজনৈতিক সংস্কৃতির ইতিবাচক দিককে নির্দেশ করে। আর এ ধরনের সংস্কৃতি চর্চা যে কোনো দেশের উন্নয়নের গতিকে সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যায়, যেমনটি রাইসুল ইসলামের এলাকায় লক্ষ করা যায়।

রাইসুল সাহেবের এলাকায় রাজনৈতিক সংস্কৃতির সুস্থ চর্চা হচ্ছে। জনপ্রতিনিধি হিসেবে তিনি জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষাকে বাস্তবায়নের প্রচেষ্টা চালাচ্ছেন। অন্যদিকে, জনগণ তার সার্বিক কাজে সমর্থন দিয়ে সহযোগিতা করছে। আবার তিনি সরকার দলীয় সদস্য হিসেবে বিরোধী দলের সাথে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের নীতি গ্রহণ করেছেন। এসব পদক্ষেপে তার এলাকায় শান্তি ও সমৃদ্ধি বিরাজ করছে। তার মতো দেশের রাজনীতিবিদরা যদি জনগণের সাথে সম্পৃক্ততা বৃদ্ধি করেন এবং তাদের মতামতের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন তবে জনকল্যাণমুখী শাসনব্যবস্থা গড়ে তোলা সম্ভব। আবার রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা বজায় রাখার জন্য সরকার ও বিরোধী দলগুলোর পারস্পরিক সহাবস্থান অত্যাবশ্যক। দেশের উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করার জন্য স্থিতিশীল রাজনৈতিক পরিবেশ গড়ে তোলা একান্ত আবশ্যক। এজন্য সরকার ও বিরোধী দলের সুসম্পর্ক, সরকারি কর্মসূচিতে বিরোধী দলের মতামত গ্রহণ, জাতীয় ইস্যুতে ঐকমত্য গড়ে তোলা এবং শান্তিপূর্ণভাবে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা উচিত।

উপর্যুক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায়, রাইসুল ইসলাম সাহেবের এলাকার ন্যায় সুশৃঙ্খল রাজনৈতিক সংস্কৃতি যেকোনো দেশের রাজনৈতিক ক্ষেত্রে চর্চা করা হলে তা দেশের সার্বিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত করবে।

প্রশ্ন ▶ ৪ 'ক' একটি গণতান্ত্রিক দেশ। এদেশের জনগণ স্বাধীনভাবে তাদের মতামত প্রকাশ করতে পারে। এখানে সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহ স্বাধীন এবং গণমাধ্যমের স্বাধীনতা বিদ্যমান। 'খ' তার প্রতিবেশী একটি দেশ। সে দেশটিতে 'ক' রাষ্ট্রের মতো জনগণের মত প্রকাশ, প্রতিষ্ঠানের ও প্রচার মাধ্যমের স্বাধীনতা নেই বললেই চলে। এ নিয়ে রয়েছে জনগণের মধ্যে অসন্তোষ। *[রা. বো. '১৭। প্রশ্ন নং ৭]*

ক. কোন শতাব্দীতে রাজনৈতিক সংস্কৃতির ধারণাটি গুরুত্ব পায়? ১

খ. নির্বাচকমণ্ডলী বলতে কী বোঝায়? ২

গ. 'ক' রাষ্ট্রে জনমত ও রাজনৈতিক সংস্কৃতির কোন বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান? বর্ণনা করো। ৩

ঘ. 'খ' রাষ্ট্রে বিদ্যমান দিকগুলো কীসের অন্তরায়? রাষ্ট্রীয় জীবনে এগুলোর গুরুত্ব মূল্যায়ন করো। ৪

Teachingbd24.com

৪নং প্রশ্নের উত্তর

ক বিংশ শতাব্দীতে রাজনৈতিক সংস্কৃতির ধারণাটি গুরুত্ব পায়।

খ নির্বাচন ব্যবস্থায় নির্বাচকের সমষ্টিকে নির্বাচকমণ্ডলী বলা হয়।
নির্বাচন হলো দেশ পরিচালনার জন্য বিভিন্ন দলের প্রার্থীদের মধ্য থেকে নাগরিকদের প্রতিনিধি বাছাই প্রক্রিয়া বা ব্যবস্থা। যারা প্রতিনিধি নির্বাচনের ক্ষমতা অর্থাৎ ভোটদানের অধিকার ভোগ করেন তাদেরকে ভোটার বা নির্বাচক বলে। আর সকল ভোটারকে একত্রিতভাবে নির্বাচকমণ্ডলী বলা হয়।

গ 'ক' রাষ্ট্রে জনমত ও রাজনৈতিক সংস্কৃতির স্বাধীন জনমত বৈশিষ্ট্যটি বিদ্যমান।
সাধারণ অর্থে জনমত বলতে সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের মতামতকে বোঝায়। তবে পৌরনীতি ও সুশাসনে সংখ্যাগরিষ্ঠের মতামত কিংবা জনসাধারণের সকল গোষ্ঠী বা শ্রেণির মতামত জনমত হিসেবে বিবেচিত হয় না। পৌরনীতি ও সুশাসনে জনগণের প্রভাবশালী, ন্যায়সংগত, যুক্তিযুক্ত, কল্যাণকর এবং সৎ উদ্দেশ্য প্রণোদিত মতামতকে জনমত বলে অভিহিত করা হয়। আর স্বাধীন জনমত হচ্ছে গণতন্ত্রের মূলভিত্তি।
উদ্দীপকের 'ক' রাষ্ট্রের জনগণ স্বাধীনভাবে তাদের মতামত প্রকাশ করতে পারে। এখানে সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহ স্বাধীন। এছাড়া গণমাধ্যমের স্বাধীনতাও বিদ্যমান। আধুনিক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থায় জনমত শব্দটি সর্বাধিক প্রচলিত শব্দ। জনমত রাষ্ট্র পরিচালনার অত্যন্ত শক্তিশালী উপাদান। জনমতকে উপেক্ষা করে শাসন কার্য পরিচালনা করা অত্যন্ত কঠিন বিষয়। জনমত গঠনের জন্য প্রতিটি শাসনব্যবস্থায় কিছু মাধ্যম বা বাহন রয়েছে। মাধ্যমগুলোর মধ্যে অন্যতম একটি মাধ্যম হলো সংবাদপত্র। একটি সংবাদপত্র জনমতকে যতটা শক্তিশালী করতে পারে, ততটা শক্তিশালী আর কোনো মাধ্যম করতে পারে না। তাই জনমত গঠনে সংবাদপত্রের স্বাধীনতা থাকা অতীব জরুরি। তাছাড়া জনগণের স্বাধীনভাবে মতপ্রকাশের অধিকার ও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের স্বাধীনতাও জনমত গঠনে সহায়তা করে থাকে। আর সংবাদপত্র, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও জনগণের স্বাধীনভাবে মত প্রকাশের অধিকার জনমত ও রাজনৈতিক সংস্কৃতির স্বাধীন জনমত বৈশিষ্ট্যেরই বহিঃপ্রকাশ; যা উদ্দীপকের 'ক' রাষ্ট্রে বিদ্যমান রয়েছে।

ঘ 'খ' রাষ্ট্রে বিদ্যমান দিকগুলো সুশাসন প্রতিষ্ঠার অন্তরায়।
উদ্দীপকে লক্ষ করা যায়, 'খ' রাষ্ট্রের জনগণের, প্রতিষ্ঠানের ও প্রচার মাধ্যমের কোনো স্বাধীনতা নেই। অর্থাৎ সেখানে জনমত প্রকাশের কোনো স্বাধীনতা নেই, যা সুশাসন প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে বাধা সৃষ্টি করে। রাষ্ট্রীয় জীবনে জনমত প্রকাশের স্বাধীনতা প্রদানের গুরুত্ব অপরিসীম। কেননা জনমত প্রকাশের স্বাধীনতা না থাকলে সে রাষ্ট্রে সুশাসন প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব নয়।
আধুনিক প্রতিনিধিত্বমূলক গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থায় জনমত ও সুশাসনের গুরুত্ব অপরিসীম। ক্ষমতাসীন দল ও বিরোধী দল জনমতকে ভয় করে চলে। জনমত গণতান্ত্রিক সরকারকে সঠিক পথে পরিচালিত করে। জনমতের চাপে সরকার যুগোপযোগী ও প্রগতিশীল কর্মসূচি গ্রহণ করতে বাধ্য হয়। সুশাসনের জন্য সরকার এবং প্রশাসনের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠা করতে হয়। সুষ্ঠু জনমত গড়ে তুলতে হলেও প্রশাসনিক স্বচ্ছতা জরুরি। কারণ জনমতের চাপে সরকার দুর্নীতি দূর করতে সচেষ্ট হয়। জনমতের চাপে সরকার প্রশাসনকে দক্ষ ও গতিশীল করে তোলার ক্ষেত্রেও তৎপর হয়ে ওঠে। তাছাড়া জনগণের গঠনমূলক সমালোচনার ভয়ে সরকার রাষ্ট্রে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করতে বাধ্য হয়। আর এভাবেই রাষ্ট্রে গঠনমূলক জনমতের মাধ্যমে সুশাসন প্রতিষ্ঠিত হয়।
উপর্যুক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায়, সুশাসন প্রতিষ্ঠায় জনমত অগ্রণী ভূমিকা পালন করে থাকে। কিন্তু 'খ' রাষ্ট্র এ গণতান্ত্রিক আচরণ চর্চার অভাব রয়েছে।

প্রশ্ন ▶ ৫ জনাব 'ক' একটি সংগঠনের সদস্য। যার কর্মকাণ্ড সারা দেশে বিস্তৃত। উক্ত সংগঠন ভোটাধিকার প্রতিষ্ঠা, মানবাধিকার প্রতিষ্ঠা, জাতীয় সমস্যা প্রভৃতি বিভিন্ন মাধ্যমে তুলে ধরার পাশাপাশি সমাধানের জন্য কর্মসূচি প্রণয়ন করে। অন্যদিকে, 'ক' এর বন্ধু অন্য একটি সংগঠনের সদস্য। সংগঠনটি মুনাফা লাভের জন্য বিভিন্ন মাধ্যমকে ব্যবহারে সচেষ্ট থাকে। *[চ. বো. ১৭। প্রশ্ন নং ১০]*

ক. জনমত কী? ১
খ. জনমত গঠনে সংবাদপত্রের ভূমিকা লিখ। ২
গ. উদ্দীপকে বর্ণিত 'ক'-এর সংগঠনটি প্রধানত কোন কোন মাধ্যমকে ব্যবহার করে কর্মসূচি প্রণয়ন করে? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকে বর্ণিত সংগঠন দুটির মধ্যে কার কার্যক্রম জনমত গঠনে ভূমিকা পালন করে? বিশ্লেষণ করো। ৪

৫নং প্রশ্নের উত্তর

ক সংখ্যাগরিষ্ঠের যুক্তিসিদ্ধ ও সুচিন্তিত মতামতই জনমত, যা সরকার ও জনগণকে প্রভাবিত করতে পারে।

খ জনমত গঠনে সংবাদপত্রের ভূমিকা ব্যাপক।
সংবাদপত্রকে বলা হয় সমাজের দর্পণ। সংবাদপত্র পাঠের মাধ্যমে জনগণ দেশ-বিদেশের যাবতীয় সংবাদ জানতে পারে। সংবাদপত্রের মাধ্যমে জনগণ তাদের বিভিন্ন দাবি-দাওয়া, অভাব-অভিযোগ সম্পর্কে সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করে থাকে। সরকার ও বিরোধী দলের অভিমত সংবাদপত্র পাঠের মাধ্যমে জনগণ জানতে পারে। এছাড়াও সংবাদপত্রের গঠনমূলক আলোচনা, সমালোচনা, সম্পাদকীয় এবং ব্যঙ্গচিত্র জনমত গঠনে শক্তিশালী বাহন হিসেবে কাজ করে।

গ উদ্দীপকে বর্ণিত 'ক'-এর সংগঠনটি মূলত রাজনৈতিক দল।
রাজনৈতিক দল সংবাদপত্র, প্রচার পুস্তিকা, প্রচারপত্র, সভা-সমিতি প্রভৃতি মাধ্যমকে ব্যবহার করে নিজ নিজ দলীয় কর্মসূচি প্রণয়ন করে।
উদ্দীপকের 'ক'-এর সংগঠনের কর্মকাণ্ড সারা দেশে বিস্তৃত। উক্ত সংগঠন ভোটাধিকার প্রতিষ্ঠা, মানবাধিকার প্রতিষ্ঠা, জাতীয় সমস্যা বিভিন্ন মাধ্যমে তুলে ধরার পাশাপাশি সমাধানের জন্য কর্মসূচি প্রণয়ন করে। 'ক'-এর সংগঠনের এসব কার্যক্রম রাজনৈতিক দলের কার্যক্রমের অনুরূপ।
রাজনৈতিক দল সংবাদপত্র, প্রচার পুস্তিকা, প্রচারপত্র, সভা-সমিতি প্রভৃতির মাধ্যমে নিজ নিজ দলীয় নীতি ও কর্মসূচি প্রচার করে জনসমর্থন লাভের চেষ্টা করে। এক্ষেত্রে সরকারি দল এসব মাধ্যমে নিজের সফলতাকে প্রকাশ ও প্রচার করে জনমত গঠনের চেষ্টা করে। অন্যদিকে, বিরোধী দলগুলো সরকারের বিভিন্ন ত্রুটি-বিচ্যুতি এসব মাধ্যমে জনগণের সামনে তুলে ধরার প্রচেষ্টা চালায়। উল্লিখিত মাধ্যমে প্রচারিত রাজনৈতিক দলের কর্মসূচি জনগণকে রাজনৈতিক দিক থেকে সচেতন করে তোলে।

ঘ উদ্দীপকে বর্ণিত সংগঠন দুটির মধ্যে 'ক'-এর সংগঠন অর্থাৎ রাজনৈতিক দলের কার্যক্রম জনমত গঠনে ভূমিকা পালন করে।
উদ্দীপকের 'ক'-এর সংগঠনের কর্মকাণ্ড সারা দেশে বিস্তৃত। উক্ত সংগঠন ভোটাধিকার প্রতিষ্ঠা, মানবাধিকার প্রতিষ্ঠা, জাতীয় সমস্যা বিভিন্ন মাধ্যমে তুলে ধরার পাশাপাশি সমাধানের জন্য কর্মসূচি প্রণয়ন করে, যা রাজনৈতিক দলের অনুরূপ। অন্যদিকে, 'ক'-এর বন্ধু যে সংগঠনের সদস্য, সে সংগঠনটি মুনাফা লাভের জন্য বিভিন্ন মাধ্যমকে ব্যবহারে সচেষ্ট থাকে, যা চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীর সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। এ দুটি সংগঠনের মধ্যে 'ক'-এর সংগঠনটির অর্থাৎ রাজনৈতিক দলের কার্যক্রম জনমত গঠনে বিশেষ ভূমিকা পালন করে।
উদ্দীপকের 'ক' সংগঠনটি একটি রাজনৈতিক দল। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে রাজনৈতিক দলই জনমত গঠন ও প্রচারের শ্রেষ্ঠতম বাহন হিসেবে স্বীকৃত। বস্তুত রাজনৈতিক দল। জনমত গঠনের শিক্ষাক্ষেত্রস্বরূপ। রাজনৈতিক দল রাষ্ট্রীয় বহুবিধ সমস্যা ও সমাধানের পন্থা জনসম্মুখে

teachingbd24.com

তুলে ধরে এবং এ সকল ব্যাপারে জনমত গড়ে তোলে। রাষ্ট্রীয় সমস্যা সম্পর্কে বিভিন্ন দলের ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণের ভিত্তিতে জনগণ নিজ নিজ মত গঠন করে এবং নির্বাচনের সময় তা ব্যক্ত করে। এভাবে রাজনৈতিক দলগুলো জনগণকে রাজনৈতিক শিক্ষা প্রদান করে জনমত গঠনে সহায়তা করে। তাছাড়াও রাজনৈতিক দল বিভিন্ন সভা-সমিতি এবং সংবাদপত্রের মাধ্যমে বক্তৃতা-বিবৃতি প্রদান করে এবং দলীয় পুস্তক-পত্রিকার মাধ্যমে প্রচারকার্য পরিচালনা করে জনমত গঠন করে। শুধু তাই নয়, রাজনৈতিক দল রাষ্ট্রীয় সমস্যা সমাধানে কর্মসূচি বেতার, টেলিভিশন ও চলচ্চিত্রের মাধ্যমে প্রচার করে শক্তিশালী জনমত গঠন করতে পারে। রাজনৈতিক দল পোস্টার ও দেয়াল লিখন এবং জনসংযোগ ও মতবিনিময় সভার মাধ্যমেও জনমত গঠনে বিশেষ ভূমিকা রাখতে পারে।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে, উদ্দীপকের 'ক'-এর রাজনৈতিক সংগঠনটির কার্যক্রম জনমত গঠনে বিশেষ ভূমিকা পালন করে। অপরদিকে, 'ক'-এর বন্ধুর সংগঠনটি শুধুমাত্র মুনাফা লাভের জন্য বিভিন্ন মাধ্যমকে বিজ্ঞাপন হিসেবে ব্যবহারে সচেষ্ট থাকে। তাই বলা যায়, উদ্দীপকে বর্ণিত সংগঠন দুটির মধ্যে 'ক'-এর সংগঠনের কার্যক্রম জনমত গঠনে ভূমিকা পালন করে।

প্রশ্ন ▶ ৬ চীনা নাগরিক লিউ পড়াশুনার জন্য আমেরিকায় অবস্থান করছে। সে দেখতে পায় সরকারের কোনো সিদ্ধান্ত বা কাজে কতটুকু নাগরিক ইচ্ছার প্রতিফলন ঘটেছে তা যাচাই করার জন্য সেখানে অনেকগুলো মাধ্যম রয়েছে। *[বি. বো. '১৭। প্রশ্ন নং ৯]*

ক. গণতন্ত্রের প্রাথমিক শর্ত কী? ১

খ. রাজনৈতিক সংস্কৃতি বলতে কী বোঝ? ২

গ. নাগরিক ইচ্ছার প্রতিফলন যাচাই করার জন্য যা বিদ্যমান তাকে কী বলে? এর মাধ্যমসমূহ বর্ণনা করো। ৩

ঘ. উক্ত মাধ্যমগুলো প্রতিষ্ঠিত হলে বাংলাদেশে কী প্রতিষ্ঠিত হবে? এর প্রভাব বিশ্লেষণ করো। ৪

৬নং প্রশ্নের উত্তর

ক গণতন্ত্রের প্রাথমিক শর্ত হলো 'জনমত'।

খ রাজনৈতিক সংস্কৃতি হচ্ছে রাজনৈতিক ব্যবস্থার দর্পণ। সাধারণত কোনো দেশে চলে আসা রাজনৈতিক ব্যবস্থার প্রতি জনসাধারণের মনোভাব, বিশ্বাস, মূল্যবোধ, অনুভূতি ও দৃষ্টিভঙ্গির সমষ্টিকে রাজনৈতিক সংস্কৃতি বলে। কোনো দেশের রাজনৈতিক মূল্যবোধের প্রতীক হলো রাজনৈতিক সংস্কৃতি। প্রকৃত প্রস্তাবে রাজনৈতিক সংস্কৃতি হলো কোনো দেশে বিদ্যমান রাজনৈতিক ব্যবস্থা সম্পর্কে দেশবাসীর ভাবগত ধারণা, মানসিক অনুভূতি ও বিশেষ মনোবৃত্তি।

গ নাগরিক ইচ্ছার প্রতিফলন যাচাই করার জন্য যা বিদ্যমান তাকে জনমত বলে।

সাধারণ অর্থে জনমত বলতে সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের মতামতকে বোঝায়। এদিক থেকে সমাজের বেশিরভাগ জনগণের মতামতকে জনমত বলে অভিহিত করা যায়। তবে পৌরনীতি ও সুশাসনে সংখ্যাগরিষ্ঠের মতামতকে কিংবা জনসাধারণের সকল গোষ্ঠী বা শ্রেণির মতামত জনমত হিসেবে বিবেচিত হয় না। পৌরনীতি ও সুশাসনে জনগণের প্রভাবশালী, ন্যায়সঙ্গত, যুক্তিযুক্ত, কল্যাণকর এবং সৎ উদ্দেশ্য প্রণোদিত মতামতকে কেবল জনমত বলে অভিহিত করা হয়। জনমত হলো নাগরিকের ইচ্ছার প্রতিফলন। উদ্দীপকেও নাগরিক ইচ্ছার প্রতিফলন যাচাই করার কথা বলা হয়েছে। অর্থাৎ উদ্দীপকে জনমতের কথা বিবৃত হয়েছে।

জনমত গঠনের বিভিন্ন মাধ্যম রয়েছে। এগুলোর মধ্যে অন্যতম হলো সংবাদপত্র। সংবাদপত্র পাঠের মাধ্যমে জনগণ দেশ-বিদেশের যাবতীয় সংবাদ জানতে পারে, যা জনমত গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। বিভিন্ন রাজনৈতিক সংগঠন ও পেশাজীবী সংগঠনগুলো পত্র-পত্রিকা, প্রচার পত্র ও প্রচার মাধ্যমে জনমত সংগঠনে সচেষ্ট থাকে। এছাড়া বিভিন্ন রাজনৈতিক দল, পেশাজীবী সংগঠন ও বিশেষজ্ঞ এবং বুদ্ধিজীবীগণ সভা-সমিতির মাধ্যমে নিজেদের বক্তব্য প্রকাশ ও প্রচার করেন, যা জনমত গঠনে ভূমিকা রাখে। বাস্তবধর্মী ও চেতনামূলক ছায়াছবি, সংবাদ পর্যালোচনা, সমীক্ষা, টক শো প্রভৃতি প্রচার করে রেডিও-টেলিভিশন সুষ্ঠু জনমত সংগঠনে ভূমিকা রাখে। এছাড়াও রাজনৈতিক দল, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, আইনসভা, পরিবার, ধর্মীয় সংঘ, পেশাভিত্তিক সংঘ তাদের কার্যক্রমের মাধ্যমে জনমত সংগঠনে ভূমিকা রাখে।

ঘ সৃজনশীল ২নং এর 'ঘ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

প্রশ্ন ▶ ৭ মি. মানিক ইদিলপুর গ্রামে 'অগ্নিশিখা' নামে একটি সংগঠন প্রতিষ্ঠা করেন। গ্রামের অধিকাংশ স্বল্পশিক্ষিত লোক সন্ধ্যায় এখানে একত্রিত হয়। তিনি তাদেরকে পত্র-পত্রিকা পড়তে, বিভিন্ন সভা-সমাবেশে যেতে, টেলিভিশন দেখতে উপদেশ দেন। যাতে তারা আগামী নির্বাচনে যোগ্য প্রার্থীকে ভোট দিয়ে নির্বাচিত করতে পারে। কিন্তু তারা স্বল্পশিক্ষিত হওয়ায় রেডিও শোনে ও টেলিভিশন দেখে সময় কাটায়। *[ঢাকা বোর্ড-২০১৬। প্রশ্ন নং ৭]*

ক. রাজনৈতিক সংস্কৃতি কী? ১

খ. রাজনৈতিক সংস্কৃতির সাথে গণতন্ত্রের সম্পর্ক লিখ। ২

গ. উদ্দীপকে বর্ণিত মাধ্যমগুলো যোগ্য প্রার্থী নির্বাচনে কী ধরনের ভূমিকা পালন করবে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে বর্ণিত মাধ্যমগুলো ছাড়াও জনমত গঠনের আরও মাধ্যম রয়েছে— বিশ্লেষণ করো। ৪

৭নং প্রশ্নের উত্তর

ক রাজনৈতিক সংস্কৃতি হলো সেসব মনোভাব, বিশ্বাস, অনুভূতি ও মূল্যবোধ যা মানুষের রাজনৈতিক আচরণ ও মূল্যবোধকে নিয়ন্ত্রণ করে।

খ রাজনৈতিক সংস্কৃতির সাথে গণতন্ত্রের সম্পর্ক ওতপ্রোতভাবে জড়িত।

রাজনৈতিক সংস্কৃতি গণতন্ত্রকে অর্থবহ করে তোলে। রাজনৈতিক সংস্কৃতি দ্বারা উদ্দীপ্ত জনগোষ্ঠী রাজনৈতিকভাবে সংস্কৃতিবান থাকে বলেই রাজনৈতিক ব্যবস্থায় সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী কর্তৃপক্ষ জনমতকে উপেক্ষা করতে পারে না। কোনো রাজনৈতিক ব্যবস্থায় বিরাজমান উন্নত রাজনৈতিক সংস্কৃতির উপর গণতন্ত্রের সফলতা অনেকাংশে নির্ভরশীল। অন্যদিকে, গণতন্ত্রের আদর্শে উজ্জীবিত জনগোষ্ঠী রাজনৈতিক সংস্কৃতি বিকাশের অপরিহার্য শর্ত হিসেবেও প্রভাব রাখে। ফলে রাজনৈতিক সংস্কৃতি ও গণতন্ত্র পারস্পরিক সম্পর্কযুক্ত এবং একটির অগ্রগতি অন্যটির অগ্রগতিকে প্রভাবিত করে।

গ উদ্দীপকে পত্র-পত্রিকা, সভা-সমাবেশ, রেডিও-টেলিভিশন প্রভৃতি মাধ্যমের কথা বলা হয়েছে। জনমত গঠনের এ মাধ্যমগুলো যোগ্য প্রার্থী নির্বাচনে বিশেষ ভূমিকা পালন করবে।

জনপ্রতিনিধি নির্বাচনের মাধ্যম হলো নির্বাচন। সাধারণ জনগণ তাদের প্রতিনিধি নির্বাচণের ক্ষেত্রে কাকে অধিক যোগ্য মনে করে তা সকলে সঠিকভাবে না বুঝতে পারলেও বিভিন্ন প্রচার মাধ্যম এক্ষেত্রে সাধারণ জনগণকে যোগ্যপ্রার্থী নির্বাচনে সহায়ক ভূমিকা পালন করে। এক্ষেত্রে পত্র-পত্রিকা যোগ্য প্রার্থী নির্বাচনের একটি গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম। কেননা পত্র-পত্রিকা শুধুমাত্র সংবাদই পরিবেশন করে না, সাথে সাথে মত প্রকাশ করে, মন্তব্য প্রকাশ করে বিশিষ্টজনের মতামত তুলে ধরে। ফলে ভোটাররা খুব সহজেই যোগ্য প্রার্থী নির্বাচন করতে সক্ষম হয়। সভা-সমাবেশও যোগ্য প্রার্থী নির্বাচনে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে। নির্বাচনের পূর্বে প্রার্থীরা ভোট প্রার্থনা করে বিভিন্ন জায়গায় সভা-সমাবেশ করে। এসব সভা-সমাবেশে প্রার্থীরা বিভিন্ন প্রতিশ্রুতি দেওয়ার মাধ্যমে নিজের পক্ষে জনমত গঠন করে। ফলে যোগ্য প্রার্থী বাছাই করা ভোটারদের জন্য সহজ হয়ে যায়।

Teachingbd24.com

রেডিও-টেলিভিশন যোগ্য প্রার্থী নির্বাচনের আরেকটি শক্তিশালী মাধ্যম। নির্বাচনের তারিখ ঘোষণার পর থেকেই রেডিও-টেলিভিশন প্রার্থীদের প্রতীক, তাদের দেয়া প্রতিশ্রুতি, তাদের ইতিবাচক-নেতিবাচক খবর প্রভৃতি দিকগুলো প্রতিনিয়ত প্রচার করে থাকে। ফলে অধিকসংখ্যক প্রার্থীদের মধ্য থেকে যোগ্য প্রার্থী নির্বাচন করা সহজ হয়।

সুতরাং বলা যায়, জনমত গঠনের উপরোক্ত মাধ্যমগুলো যোগ্য প্রার্থী নির্বাচনে বিশেষ ভূমিকা পালন করে।

ঘ আলোচ্য উদ্দীপকে জনমত গঠনের কতিপয় মাধ্যম তথা পত্র-পত্রিকা, সভা-সমাবেশ, রেডিও-টেলিভিশন প্রভৃতির কথা বলা হয়েছে। উদ্দীপকে বর্ণিত এই মাধ্যমগুলো ছাড়াও জনমত গঠনের আরো কতকগুলো মাধ্যম রয়েছে।

জনমত গঠনে রাজনৈতিক দল একটি গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম। বিভিন্ন রাজনৈতিক দল বা সংগঠনের মাধ্যমে জনমত প্রকাশিত হয়। রাষ্ট্রীয় বা জাতীয় বিভিন্ন ইস্যু এবং সমস্যা নিয়ে রাজনৈতিক দলগুলো দলবদ্ধ হয়ে প্রচারকার্য পরিচালনা করে। আইন পরিষদ জনমত গঠনের আরেকটি উল্লেখযোগ্য মাধ্যম হিসেবে বিবেচিত। আইন পরিষদে জনপ্রতিনিধিগণ যে আলোচনা করেন এবং সব শ্রেণির স্বার্থ সম্পর্কিত যে সিদ্ধান্ত নেন তা সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। সেসব আলোচনা থেকে জনগণ নিজেদের মত গঠন করতে পারে।

শিক্ষা প্রতিষ্ঠান জনমত গঠনের অন্যতম বাহন। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীরা সুষ্ঠু পরিবেশে বিভিন্ন বিষয় সম্বন্ধে নিরপেক্ষভাবে ভাবতে শিখে। শিক্ষার্থীরা স্কুল-কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় থেকে যে শিক্ষা লাভ করে তা পরবর্তীকালে তাদের প্রভাবিত করে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানেই তারা সমাজ ও রাষ্ট্র সম্পর্কিত বিভিন্ন বিষয়ে সঠিক ও নির্ভুল জ্ঞান অর্জন এবং জীবনের নানাবিধ সমস্যা সম্পর্কে স্বাধীন ও নিরপেক্ষভাবে চিন্তা করার সুযোগ লাভ করে। তাই বলা যায়, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান জনমত গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। শিশু যখন শৈশব, কৈশোর পেরিয়ে যৌবনে পা রাখে তখন আস্তে আস্তে তার বন্ধুবান্ধবের সংখ্যা বাড়তে থাকে। বন্ধু-বান্ধবের আলোচনার মাধ্যমেও জনমত তৈরি হয়। এছাড়াও পরিবার বইপত্র, ধর্মীয় সংঘ, পেশাভিত্তিক সংঘ জনমত তৈরিতে ভূমিকা রাখে।

উল্লিখিত আলোচনা থেকে প্রতীয়মান হয়, উদ্দীপকে বর্ণিত মাধ্যমগুলো ছাড়াও জনমত গঠনের আরও মাধ্যম রয়েছে।

প্রশ্ন ▶ ৮ দিনাজপুরের বড় পুকুরিয়া কয়লাখনির কয়লা দেশের স্বার্থে উত্তোলন করা প্রয়োজন। কিন্তু ওই এলাকার জনগণ তাদের ঘর-বাড়ির ভবিষ্যৎ নিয়ে আতঙ্কগ্রস্ত। এমতাবস্থায় স্থানীয় সকল স্তরের জনগণ কয়লা উত্তোলন না করার জন্য সরকারের প্রতি আহ্বান জানায়। সরকার জনগণের আহ্বানে সাড়া দিয়ে কয়লা উত্তোলন স্থগিত রাখে।

[দিনাজপুর বোর্ড-২০১৬ | প্রশ্ন নং ৭]

ক. রাজনৈতিক সংস্কৃতি কাকে বলে? ১

খ. শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কীভাবে জনমত গঠনে ভূমিকা রাখে? ২

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত জনগণের মধ্যে কীসের প্রতিফলন ঘটেছে? পাঠ্যবইয়ের আলোকে ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. তুমি কি মনে কর, উদ্দীপকে উল্লিখিত ঘটনায় সরকারের পদক্ষেপ সঠিক ছিল? মতামত দাও। ৪

৮নং প্রশ্নের উত্তর

ক রাজনৈতিক সংস্কৃতি বলতে সেসব মনোভাব, বিশ্বাস, অনুভূতি ও মূল্যবোধকে বোঝায় যা মানুষের রাজনৈতিক আচরণ ও মূল্যবোধকে নিয়ন্ত্রণ করে।

খ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান জনমত গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নির্দিষ্ট পাঠক্রম, পাঠদান পদ্ধতি, শিক্ষকদের শিক্ষাদান এবং সহপাঠীদের সাথে মেলামেশার ফলে নতুন নতুন দৃষ্টিভঙ্গির সাথে শিক্ষার্থীরা পরিচিত হয়। ফলে তাদের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি পায়। আবার বাংলাদেশসহ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে রাজনৈতিক দলের অঙ্গসংগঠন হিসেবে ছাত্রসংগঠন রয়েছে। এসব সংগঠনের বিভিন্ন কর্মসূচি জনমত গঠনে বিশেষভাবে ভূমিকা রাখে। এভাবে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান জনমত গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

গ সৃজনশীল ১নং এর 'গ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

ঘ উদ্দীপকে উল্লিখিত ঘটনায় সরকারের পদক্ষেপ সঠিক ছিল বলে আমি মনে করি।

জনমত হলো কোনো জাতীয় সমস্যার ওপর সংখ্যাগরিষ্ঠ বা সংখ্যালঘিষ্ঠ জনগণের সেসব যুক্তিগ্রাহ্য সুচিন্তিত মতামত, যা দেশ ও জনগণের জন্য কল্যাণকর এবং সমাজ ও সরকারকে প্রভাবিত করে। সরকারের উত্থান-পতন জনমতের ওপর নির্ভরশীল। জনমতের মাধ্যমেই জনগণের সার্বভৌমত্ব প্রকাশ পায়। বস্তুত সরকারের বিকাশ ও প্রসারের ক্ষেত্রে জনমত অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। জনমত সরকারকে সঠিক পথে পরিচালিত করে। সরকার জনকল্যাণ সাধনের জন্য যে কর্মসূচি প্রণয়ন ও কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করে থাকে তা সাধারণত জনমতের দিকে লক্ষ রেখেই করা হয়ে থাকে। জনমত সরকারকে গতিশীল হতে সাহায্য করে। জনমতের চাপে সরকার রক্ষণশীল মনোভাব পরিত্যাগ করে যুগোপযোগী ও প্রগতিশীল কর্মসূচি গ্রহণ করতে বাধ্য হয়। জনমত যতক্ষণ পর্যন্ত কোনো সরকারের অনুকূলে থাকে, ততক্ষণ পর্যন্ত সে সরকার দক্ষতা ও ক্ষিপ্রতার সাথে যেকোনো কর্মসূচি বাস্তবায়ন করতে পারে।

আধুনিক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে জনমতের ওপর ভিত্তি করে সরকার গঠিত হয়। আর জনগণের রায় নিয়ে যে সরকার গঠিত হয় সে সরকার জনমতের চাপে জনকল্যাণমুখী কর্মসূচি প্রদান, পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করার চেষ্টা করে। কারণ সরকারের নীতি বা সিদ্ধান্ত জনমতের বিপক্ষে গেলে সরকার পরিবর্তন হওয়ার ঝুঁকি থাকে। আর এজন্যই সরকার জনস্বার্থ-বিরোধী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা থেকে বিরত থাকে।

উদ্দীপকে দেখা যায়, সরকার জনমতকে প্রাধান্য দিয়ে প্রতিনিধিত্বমূলক গণতন্ত্রের পথ সুগম করার প্রয়াস চালিয়েছে। প্রতিনিধিত্বমূলক গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় সরকারের সিদ্ধান্ত যে সঠিক ছিল এতে সেটাই প্রমাণিত হয়।

উপর্যুক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায়, জনমত গণতন্ত্রের ধারক ও বাহক। জনমতকে উপেক্ষা করে সরকার টিকে থাকতে পারে না। তাই কয়লা না তুলে জনমতকে প্রাধান্য দেওয়ার সরকারি সিদ্ধান্ত যথার্থ ছিল বলে আমি মনে করি।

প্রশ্ন ▶ ৯ স্ত্রী, দুই পুত্র ও মা-বাবা নিয়ে সুকান্ত রায়ের পরিবার। তিনি পরিবারের সদস্যদের মতামতের ভিত্তিতে যাবতীয় কাজ করে থাকেন। তাদের সাথে দেশ-বিদেশের সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক বিষয় নিয়ে প্রায়ই আলোচনা করেন। রাজনৈতিক শিক্ষাবিস্তারে তার কর্মকাণ্ড গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। *[কুমিল্লা বোর্ড-২০১৬ | প্রশ্ন নং ৭]*

ক. রাজনৈতিক দল কী? ১

খ. নিজেদের স্বার্থ রক্ষায় গঠিত সংগঠন সম্পর্কে লেখ। ২

গ. সুকান্ত রায়ের কর্মকাণ্ডে তোমার পাঠ্যবইয়ের কোন বিষয়ের মিল খুঁজে পাও? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে বর্ণিত সুকান্ত রায়ের সর্বশেষ কর্মকাণ্ড গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় কতটুকু কার্যকরী? বিশ্লেষণ করো। ৪

৯নং প্রশ্নের উত্তর

ক রাজনৈতিক দল হচ্ছে কোনো নীতির সমর্থনে সংগঠিত সংঘ বিশেষ, যারা সাংবিধানিক পন্থায় সরকার গঠন ও পরিচালনায় আগ্রহী।

খ নিজেদের স্বার্থ রক্ষায় গঠিত সংগঠন হলো চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠী। চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠী সমাজের নির্দিষ্ট শ্রেণির দাবি উত্থাপন এবং তা আদায় করার চেষ্টা করে। এরা সমাজ ও রাষ্ট্রের সঠিক স্বার্থের কথা আমলে না নিয়ে কেবল নির্দিষ্ট শ্রেণির দাবি তুলে সরকারি সিদ্ধান্তকে প্রভাবিত করার চেষ্টা করে। চাপ সৃষ্টির মাধ্যমে দাবি আদায়ের চেষ্টা করে বলে এই গোষ্ঠীকে চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠী বলা হয়। শিক্ষক সমিতি, বণিক সংঘ, শ্রমিক ইউনিয়ন, ব্যাংক, কর্মচারী ফেডারেশন প্রভৃতি চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীর উদাহরণ।

Teachingbd24.com

গ সুকান্ত রায়ের কর্মকাণ্ডে আমার পাঠ্যবইয়ের জনমতের মিল খুঁজে পাই।

জনমত বলতে বলিষ্ঠ, যুক্তিভিত্তিক প্রভাবশালী মতকে বোঝায়, যা সকলের কল্যাণের নিয়ামক হিসেবে সমাজ ও সরকারকে প্রভাবিত করে। এটি বাস্তবায়নের ফলে গোটা সমাজ ও রাষ্ট্র উপকৃত হয়। তাছাড়া আধুনিক গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা জনমতের ওপর নির্ভরশীল হওয়ায় এর গঠনের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া হয়। জনমতের কতকগুলো সুনির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান। যেমন— সংখ্যাগরিষ্ঠের মত, জনকল্যাণকর এবং সৎ উদ্দেশ্যে প্রণোদিত মতামত, যুক্তিভিত্তিক ও সুচিন্তিত, জাতীয় প্রশ্নে একমত, সুনির্দিষ্ট বিষয় সম্পর্কিত, রাজনৈতিক শিক্ষা বিস্তারে মতামত প্রভৃতি।

উদ্দীপকে দেখা যায়, সুকান্ত রায় পরিবারের সদস্যদের মতামতের ভিত্তিতে যাবতীয় কাজ করেন। যা পাঠ্যবইয়ের জনমতের বৈশিষ্ট্য সংখ্যাগরিষ্ঠের মত, যুক্তিভিত্তিক ও রাজনৈতিক শিক্ষাবিস্তারে মতামত প্রভৃতি বিষয়ের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। সুতরাং বলা যায়, সুকান্ত রায়ের কর্মকাণ্ডে জনমতেরই বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে।

ঘ উদ্দীপকে বর্ণিত সুকান্ত রায়ের সর্বশেষ কর্মকাণ্ডটি হলো পরিবারের সদস্যদের সাথে দেশ-বিদেশের সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক বিষয় নিয়ে আলোচনা। তার এ কর্মকাণ্ডটি জনমত গঠনে বিশেষ ভূমিকা রাখে।

আধুনিক গণতন্ত্র হলো প্রতিনিধিত্বমূলক শাসনব্যবস্থা। প্রতিনিধিত্বমূলক গণতন্ত্রের প্রাণ হলো জনমত। সুষ্ঠু ও সচেতন জনমতের ওপর প্রতিনিধিত্বমূলক গণতন্ত্রের সাফল্য নির্ভর করে।

প্রতিনিধিত্বমূলক গণতন্ত্রে জনমত সংগঠনের অন্যতম একটি মাধ্যম হলো পরিবার। পরিবারে পিতামাতা, বয়োজ্যেষ্ঠদের মতামত ও ধ্যান-ধারণা শিশু-কিশোরদের মনকে প্রভাবিত করে। এ প্রভাব ভবিষ্যৎ রাজনৈতিক মতামত গঠনের ক্ষেত্রে কার্যকরী। তাছাড়া পরিবারের সদস্যদের মধ্যে দেশ-বিদেশের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনার ফলেও জনমত গড়ে ওঠে।

উদ্দীপকে উল্লিখিত সুকান্ত রায়ের ক্ষেত্রেও দেখা যায়, তিনি পরিবারের সদস্যদের সাথে সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক বিষয় নিয়ে আলোচনা করেন। এর মাধ্যমে পরিবারের সদস্যদের রাজনৈতিক সংস্কৃতি চর্চার পাশাপাশি পারস্পরিক শ্রদ্ধা ও সৌহার্দ্যবোধ সৃষ্টি হয়।

পরিশেষে বলা যায় জনমত আধুনিক গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার প্রাণ। একে উপেক্ষা করে গণতন্ত্রকে সুপ্রতিষ্ঠিত করা সম্ভব নয়।

প্রশ্ন ▶ ১০ 'ক' রাষ্ট্রের সরকার নানা দমন-পীড়ন নীতির সাথে জড়িত। ঐ রাষ্ট্রের অপর একটি রাজনৈতিক দল সরকারের অপকর্মের বিষয়গুলো বিভিন্নভাবে জনসম্মুখে তুলে ধরতে এবং এর বিপক্ষে জনসমর্থন সংগঠনে সচেষ্ট হয়। এতে করে দেশটির পরবর্তী নির্বাচনে সরকার দলের প্রার্থীদের ব্যাপক ভরাডুবি হয় এবং বিরোধী দল নির্বাচিত হয়ে সরকার গঠন করে। নবগঠিত সরকার আইনসভায় জনগণের মতামতের ভিত্তিতেই বিভিন্ন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে থাকে। *[চট্টগ্রাম বোর্ড-২০১৬ | প্রশ্ন নং ৬]*

ক. জনমত গঠনের একটি আধুনিক মাধ্যমের নাম লেখ। ১

খ. জনমত গঠনের প্রথম ও প্রাথমিক মাধ্যম কোনটি? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. 'ক' রাষ্ট্রের সরকার কোন ধরনের ভূমিকা পালন করলে নির্বাচনে ভরাডুবি হতো না? বিশ্লেষণ করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে নির্বাচনে বিরোধী দলের জয়লাভে কীসের প্রতিফলন ঘটেছে? বর্ণনা করো। ৪

১০নং প্রশ্নের উত্তর

ক জনমত গঠনের একটি আধুনিক মাধ্যমের নাম হচ্ছে ফেসবুক।

খ জনমত গঠনের প্রথম ও প্রাথমিক মাধ্যম হচ্ছে পরিবার।

পরিবারের সদস্যদের আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে সদস্যরা দেশ ও বিদেশের সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক বিষয় সম্পর্কে জানতে পারে। এমনকি শিশুরা পিতামাতার রাজনৈতিক আনুগত্যকে অনুসরণ করে। বিভিন্ন ধরনের আলোচনা ও পর্যালোচনার মাধ্যমেই পরিবারের সদস্যদের বিভিন্ন মতামত ও দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে ওঠে। অ্যালান বলের মতে, 'সাধারণত পরবর্তী জীবনে ছেলে-মেয়েদের রাজনৈতিক চিন্তাভাবনা মাতা-পিতার রাজনৈতিক মতামত দ্বারা প্রভাবিত হয়।' এজন্যই জনমত গঠনের প্রথম ও প্রাথমিক মাধ্যম হিসেবে পরিবারকে অভিহিত করা হয়।

গ 'ক' রাষ্ট্রের সরকার জনমতকে গুরুত্ব দিয়ে গণতান্ত্রিক ভূমিকা পালন করলে নির্বাচনে ভরাডুবি হতো না।

গণতন্ত্র বলতে এমন এক সরকারব্যবস্থাকে বোঝায় যেখানে জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকলে যোগ্যতা অনুযায়ী রাষ্ট্রীয় কাজে অংশগ্রহণ, মতামত প্রদান, সরকার গঠন ও তা পরিচালনা করতে পারে। আর এ গণতান্ত্রিক মনোভাবাপন্ন সরকার সকল নাগরিকের স্বার্থরক্ষা করে, জনমতের প্রতি শ্রদ্ধাশীল থাকে এবং নাগরিকের অধিকার ও আইনের শাসনের স্বীকৃতি দেয়।

উদ্দীপকের 'ক' রাষ্ট্রের সরকার নানা দমন-পীড়নের সাথে জড়িয়ে পড়ে। ফলে ঐ রাষ্ট্রের অপর একটি রাজনৈতিক দল সরকারের এরূপ অপকর্মের বিষয়গুলো জনসম্মুখে তুলে ধরে এর বিরুদ্ধে জনমত গড়ে তোলে। ফলশ্রুতিতে দেশটির পরবর্তী নির্বাচনে সরকার দলের প্রার্থীদের ব্যাপক ভরাডুবি হয়। এ প্রেক্ষাপটে বলা যায় 'ক' রাষ্ট্রের সরকার যদি দমন-পীড়ন নীতি গ্রহণ না করে জনমতের প্রতি শ্রদ্ধাশীল থেকে গণতান্ত্রিক ভূমিকা পালন করত, তাহলে নির্বাচনে তাদের ভরাডুবি হতো না।

ঘ উদ্দীপকে নির্বাচনে বিরোধী দলের জয়লাভে জনমতের প্রতিফলন ঘটেছে।

গোটা জনগণ বা তার বৃহত্তর অংশ গুরুত্বপূর্ণ ইস্যুতে যে ধারণা পোষণ করে তাই হচ্ছে জনমত। জনমত হবে কল্যাণধর্মী, বলিষ্ঠ, যুক্তিভিত্তিক ও সুস্পষ্ট। আধুনিক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে জনমতের গুরুত্ব অপরিসীম। জনমত সরকারের দমন নীতি প্রতিরোধ করে।

উদ্দীপকে দেখা যাচ্ছে, 'ক' রাষ্ট্রের সরকার নানা দমন-পীড়ন নীতি গ্রহণ করলে ঐ রাষ্ট্রের অপর একটি রাজনৈতিক দল সরকারের অপকর্মের বিষয়গুলো বিভিন্নভাবে জনসমক্ষে তুলে ধরে। দলটি এই ইস্যুতে জনমত গঠন করে। ফলে দেশটির পরবর্তী নির্বাচনে সরকার দলের প্রার্থীদের ব্যাপক ভরাডুবি হয় এবং বিরোধী দল নির্বাচিত হয়ে সরকার গঠন করে, যা জনমতের প্রভাবের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় শাসকবর্গকে জনমতের প্রতি সদাসতর্ক দৃষ্টি রাখতে হয়। জনমতের সাথে সংগতি রেখেই এ ব্যবস্থায় সরকারি নীতি নির্ধারণ ও শাসনকার্য পরিচালনা করতে হয়। জনমতকে উপেক্ষা করে জনগণের আস্থা হারালে পরবর্তী নির্বাচনে পরাজয় এড়ানো অসম্ভব হয়ে পড়ে, উদ্দীপকে যার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত বিদ্যমান।

সুতরাং উল্লিখিত আলোচনার ভিত্তিতে বলা যায়, উদ্দীপকের নির্বাচনে বিরোধী দলের জয়লাভে জনমতের প্রতিফলন ঘটেছে।

প্রশ্ন ▶ ১১ 'ক' রাষ্ট্রে বিচারকার্যে শাসন বিভাগের হস্তক্ষেপের ফলে জনগণ ন্যায়বিচার থেকে বঞ্চিত ছিল। তিনমাস আগে ডেইলি টাইমস পত্রিকায় এ সংক্রান্ত একটি তথ্যবহুল প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়। এরপর দেশের টেলিভিশন চ্যানেলগুলোও এ নিয়ে ধারাবাহিক প্রতিবেদন প্রচার করে। রাজনৈতিক দলগুলোও এ নিয়ে নানারকম কর্মসূচি দেয়। এক পর্যায়ে সর্বস্তরের জনগণ বিচার বিভাগের স্বাধীনতার দাবিতে রাস্তায় নেমে আসে। গণদাবির মুখে সরকার বিচার বিভাগকে শাসনবিভাগ হতে পৃথক করার জন্য আইন প্রণয়ন করে। রাষ্ট্রটিতে জনগণ এখন ন্যায়বিচার পাচ্ছে। *[সিলেট বোর্ড-২০১৬ | প্রশ্ন নং ৫]*

ক. Voice of the people is the voice of God— উক্তিটি কার? ১

খ. রাজনৈতিক সংস্কৃতি বলতে কী বোঝায়? ২

গ. উদ্দীপকে জনমতের কোন কোন বাহনগুলো প্রতিফলিত হয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে বর্ণিত বিভাগের স্বাধীনতা কীভাবে রক্ষা করা যায়? বিশ্লেষণ করো। ৪

Teachmyapk.com

১১নং প্রশ্নের উত্তর

ক উক্তিটি ফরাসি দার্শনিক জ্যাঁ জ্যাঁক রুশোর (Jean-Jacques Rousseau)।

খ সৃজনশীল ১ নং 'খ' এর উত্তর দ্রষ্টব্য।

গ উদ্দীপকে জনমতের বাহনগুলোর মধ্যে সংবাদপত্র, টেলিভিশন ও রাজনৈতিক দলের প্রতিফলন হয়েছে।

জনমত বলতে কল্যাণধর্মী, বলিষ্ঠ, যুক্তিভিত্তিক ও সুস্পষ্ট মতামতকে বোঝায় যা সরকার ও জনগণকে প্রভাবিত করে। বর্তমান প্রতিনিধিত্বমূলক গণতন্ত্রের প্রাণ হলো জনমত। প্রতিনিধিত্বমূলক গণতন্ত্রে জনমত সংগঠনে বেশ কিছু মাধ্যম বাহন হিসেবে কাজ করে। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো- সংবাদপত্র, সভা-সমিতি, রেডিও, টেলিভিশন, ইন্টারনেট, সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম, রাজনৈতিক দল, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, আইনসভা, পরিবার, চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠী ইত্যাদি।

উদ্দীপকে দেখা যায় 'ক' রাষ্ট্রে বিচার বিভাগের স্বাধীনতার দাবিতে নাগরিকগণ আন্দোলন করে। তাদের এ আন্দোলন সংগঠনে ডেইলি টাইমস পত্রিকা তথ্যবহুল প্রতিবেদন প্রকাশ করে, বিভিন্ন টেলিভিশন চ্যানেল ধারাবাহিক প্রতিবেদন প্রকাশ করে এবং রাজনৈতিক দলগুলো কর্মসূচি প্রণয়ন করে ভূমিকা পালন করে। অর্থাৎ এ মাধ্যমগুলো জনমত গঠনে ভূমিকা পালন করে, যার প্রেক্ষিতে সরকার বিচার বিভাগের স্বাধীনতা প্রদানের জন্য আইন প্রণয়ন করে। সুতরাং বলা যায়, উদ্দীপকে জনমতের বাহন হিসেবে সংবাদপত্র, টেলিভিশন ও রাজনৈতিক দলের প্রতিফলন ঘটেছে।

ঘ উদ্দীপকে বিচার বিভাগের কথা বলা হয়েছে। আধুনিক কল্যাণধর্মী রাষ্ট্রে বিচার বিভাগের স্বাধীনতা রক্ষা করা একটি অতীব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। কতিপয় পদক্ষেপ গ্রহণের মাধ্যমে বিচার বিভাগের স্বাধীনতা রক্ষা পায়।

বিচার বিভাগের স্বাধীনতা রক্ষার অন্যতম একটি উপায় হলো যথাযথ নিয়োগ পদ্ধতি। বিচার বিভাগের স্বাধীনতা বিচারকদের নিয়োগ পদ্ধতির ওপর অনেকটা নির্ভরশীল। সাধারণত তিনটি পদ্ধতিতে বিচারক নিয়োগ করা হয়ে থাকে। যথা— (ক) জনগণের দ্বারা প্রত্যক্ষ নির্বাচন (খ) আইনসভা কর্তৃক মনোনয়ন এবং (গ) শাসন বিভাগ কর্তৃক নিয়োগ। বিচার বিভাগের স্বাধীনতা সৎ ও যোগ্য বিচারকদের ওপর নির্ভরশীল। এজন্য বিচারক নিয়োগ করার সময় তাদের সততা, যোগ্যতা, দক্ষতা, ন্যায়পরায়ণতা, সাহস প্রভৃতি গুণগত যোগ্যতা পরীক্ষা করতে হবে। বিচারকদের চাকরির নিরাপত্তা স্বাধীন বিচার বিভাগ প্রতিষ্ঠার জন্য অপরিহার্য। বিচারকদের উপযুক্ত কারণ ছাড়া চাকরিচ্যুত করা যাবে না। সেই সাথে বিচারকদের উপযুক্ত বেতন-ভাতাদি প্রদান করতে হবে। স্বল্প বেতন ও অপর্যাপ্ত সুবিধা বিচারকদের দুর্নীতিগ্রস্ত করে তুলতে পারে। বিচার বিভাগের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য বিচারকদের পদোন্নতির সুযোগ থাকতে হবে।

যথাসময়ে পদোন্নতির সুবিধা থাকলে বিচারকগণ তাদের কর্মে বিশেষ মনোযোগী থাকবেন। পদোন্নতির ক্ষেত্রে জ্যেষ্ঠতাকে অগ্রাধিকার দিতে হবে। বিচার বিভাগের স্বাধীনতা নিশ্চিত করতে হলে শাসন বিভাগ থেকে এর পৃথকীকরণ নিশ্চিত করতে হবে। বিচার বিভাগকে আইন ও শাসন বিভাগের হস্তক্ষেপ মুক্ত রাখতে হবে। এছাড়া বিচার বিভাগের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য বিচারকগণ রাজনীতির প্রভাবমুক্ত থাকবেন। কোনো রাজনৈতিক মতাদর্শের প্রতি তাদের দুর্বলতা থাকলে বিচার কাজে নিরপেক্ষতা বজায় থাকবে না। ফলে ন্যায়বিচার ক্ষুণ্ন হবে।

পরিশেষে বলা যায়, উপর্যুক্ত ব্যবস্থাদি গ্রহণের পাশাপাশি রাষ্ট্রের নির্বাহী বিভাগের আন্তরিকতা থাকলে বিচার বিভাগের স্বাধীনতা রক্ষা করা সম্ভব।

প্রশ্ন ▶ ১২ সুমন দশম শ্রেণির ছাত্র। অবাধে পলিথিন ব্যাগ ব্যবহার তাকে পীড়া দেয়। সে জানে চটের ব্যাগ ব্যবহার আইন দ্বারা বাধ্যতামূলক। সে বিষয়টি সহপাঠী, বাবা-মা, পাড়া-মহল্লার সবার সাথে আলাপ করে। স্কুল ছুটির পর সে ও তার সহপাঠীরা মিলে স্কুলের সামনে মানববন্ধন করে। সর্বস্তরের মানুষ এতে যোগ দেয়। কর্তৃপক্ষ পলিথিন ব্যাগ ব্যবহার বন্ধে ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করে। এসব শুনে শিক্ষক মন্তব্য করলেন, 'গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে এ প্রক্রিয়াটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ।' *[যশোর বোর্ড-২০১৬ | প্রশ্ন নং ৮; স্কুলসহায়ক, সিলেট | প্রশ্ন নং ৬]*

ক. জনমত কী? ১

খ. রাজনৈতিক সংস্কৃতি বলতে কী বোঝায়? ২

গ. উদ্দীপকের সুমন-এর কার্যক্রম তোমার পাঠ্যবিষয়ের আলোকে ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকের শিক্ষক-এর মন্তব্যটির যথার্থতা বিশ্লেষণ করো। ৪

১২নং প্রশ্নের উত্তর

ক সংখ্যাগরিষ্ঠের যুক্তিসিদ্ধ ও সুচিন্তিত মতামতই জনমত, যা সরকার ও জনগণকে প্রভাবিত করতে পারে।

খ সৃজনশীল ১ এর 'খ' নং প্রশ্নোত্তর দেখো।

গ সৃজনশীল ১ এর 'গ' নং প্রশ্নোত্তর দেখো।

ঘ উদ্দীপকে শিক্ষক মন্তব্য করেছেন, গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে এ প্রক্রিয়াটি তথা জনমত বিষয়টি খুবই গুরুত্বপূর্ণ— তার এ মন্তব্যটি যথার্থ।

আধুনিক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে জনমতের গুরুত্ব অপরিসীম। এটি নাগরিকের অধিকার সুরক্ষা এবং সুশাসনের মূলমন্ত্র। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার সাফল্য জনমতের ওপর নির্ভরশীল।

গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে জনপ্রতিনিধি নির্বাচন ও সরকার গঠনের ক্ষেত্রে জনমত মুখ্য ভূমিকা পালন করে। ক্ষমতাসীন দল ও বিরোধী দল জনমতকে ভয় করে চলে। জনমত গণতান্ত্রিক সরকারকে সঠিক পথে পরিচালিত করে। সরকার জনকল্যাণ সাধনের জন্য যে কর্মসূচি প্রণয়ন ও কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করে থাকে তা সাধারণত জনমতের দিকে লক্ষ রেখেই করা হয়ে থাকে। জনমত সরকারকে গতিশীল হতে সাহায্য করে থাকে। জনমতের চাপে সরকার রক্ষণশীল মনোভাব পরিত্যাগ করে যুগোপযোগী ও প্রগতিশীল কর্মসূচি গ্রহণ করতে বাধ্য হয়। জনমত যতক্ষণ পর্যন্ত কোনো গণতান্ত্রিক সরকারের অনুকূলে থাকে ততক্ষণ পর্যন্ত সে সরকার দক্ষতা ও ক্ষিপ্রতার সাথে যেকোনো কর্মসূচি বাস্তবায়ন করতে পারে। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে আইন প্রণীত ও পরিবর্তিত হয় জনমতের চাপে বা প্রভাবে। গণতন্ত্রে জনগণ সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী। জনসাধারণের কল্যাণধর্মী ইচ্ছা জনমতের মাধ্যমে প্রকাশিত হয়। অর্থাৎ জনগণের মধ্যে সার্বভৌম ক্ষমতা নিহিত। জনমতের দ্বারা সরকার গঠিত হয়, জনমতের ভিত্তিতেই ক্ষমতায় টিকে থাকে। জনমত গণতন্ত্রের অতন্দ্র প্রহরী। সুষ্ঠু জনমত নাগরিক অধিকার ও স্বার্থকে বিঘ্নিত হতে দেয় না। উপরিউক্ত আলোচনা থেকে সুস্পষ্ট প্রতীয়মান হয়, গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে জনমত প্রক্রিয়াটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কেননা গণতান্ত্রিক সরকার জনমতের ওপরই ক্ষমতায় টিকে থাকে।

প্রশ্ন ▶ ১৩ চন্দন বর্মন একজন সাংবাদিক। তিনি সংবাদ সংগ্রহের জন্য বের হয়ে দেখলেন একটি বিশাল র‍্যালি তার নিজের সামনে দিয়ে যাচ্ছে। তিনি দেখেন একটি ব্যানারে লেখা আছে "এসো সংঘাতকে 'না' বলি, বাসযোগ্য দেশ গড়ি।" চন্দন বর্মন সংবাদটি সুষ্ঠু জনমত গঠনের জন্য পত্রিকায় প্রকাশ করেন। *[ঢাকা রেসিডেনসিয়াল মডেল কলেজ | প্রশ্ন নং ৮]*

ক. জনমতের একটি মাধ্যমের নাম লেখ। ১

খ. জনমত গঠনের পরিবারের ভূমিকা ব্যাখ্যা কর। ২

গ. উদ্দীপকে জনমত সংগঠনের যে মাধ্যমের ইঙ্গিত রয়েছে তা ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকের জনমতের মাধ্যমটি ছাড়া আর কী কী মাধ্যম জনমত গঠনে ভূমিকা পালন করে—আলোচনা করো। ৪

Teachingbd24.com

১৩ নং প্রশ্নের উত্তর

ক জনমতের একটি মাধ্যমের নাম হল সাহিত্য ও বইপত্র।

খ জনমত গঠনে পরিবারের ভূমিকা অপরিসীম।

মানুষ পরিবারে জন্মগ্রহণ করে, পরিবারেই তার জন্ম এবং প্রসার ও বিকাশ ঘটে। তাই পরিবার হলো সামাজিকীকরণের প্রথম ধাপ। পরিবার থেকে মানুষ প্রথম শিক্ষা লাভ করে থাকে। মানুষ তার পরিবারের মধ্যেই দেশের সার্বিক পরিস্থিতি, বিভিন্ন ঘটনাপ্রবাহ ও সমস্যা নিয়ে আলাপ-আলোচনা করে। পরিবারের মধ্যে দেশের বিভিন্ন রাজনৈতিক বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়, যা জনমত গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

গ উদ্দীপকে জনমত সংগঠনের যে মাধ্যমের ইঙ্গিত রয়েছে সেটি হলো সংবাদপত্র।

সংবাদপত্রকে বলা হয় সমাজের দর্পণ। এটি জনমত গঠনের একটি গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম। সংবাদপত্র শুধু সংবাদ পরিবেশন করে তা নয়, এটি জাতীয় সমস্যাদির ওপর মতামত ব্যক্ত করে জনগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এদেশের বিভিন্ন সমস্যা সম্পর্কে শিক্ষাবিদ ও জ্ঞানী ব্যক্তিদের অভিমত জনসমক্ষে তুলে ধরে জনগণকে রাষ্ট্রীয় সমস্যা সম্পর্কে সচেতন করে তোলে। সংবাদপত্র পাঠের মাধ্যমে জনগণ দেশ-বিদেশের যাবতীয় সংবাদ জানতে পারে। সংবাদপত্রের মাধ্যমে জনগণ তাদের বিভিন্ন দাবি-দাওয়া, অভাব-অভিযোগ সম্পর্কে সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করে থাকে। সরকার ও বিরোধী দলের অভিমত সংবাদপত্র পাঠের মাধ্যমে জনগণ জানতে পারে। এছাড়াও সংবাদপত্রের গঠনমূলক আলোচনা, সমালোচনা, সম্পাদকীয় এবং ব্যঙ্গচিত্র জনমত গঠনের শক্তিশালী বাহন হিসেবে কাজ করে।

উদ্দীপকে দেখা যায়, সাংবাদিক চন্দন বর্মন সংবাদ সংগ্রহের জন্য বের হয়ে দেখলেন একটি বিশাল র‍্যালি তার নিজের সামনে দিয়ে যাচ্ছে। তাদের সামনে একটি ব্যানারে লেখা "এসো সংঘাতকে 'না' বলি, বাসযোগ্য দেশ গড়ি।" তিনি সংবাদটি সুস্থ জনমত গঠনের জন্য পত্রিকায় প্রকাশ করেন। যা জনমত গঠনের অন্যতম বাহন সংবাদপত্রের প্রতি ইঙ্গিত করেছে।

ঘ উদ্দীপকের জনমতের মাধ্যমটি ছাড়া অর্থাৎ সংবাদপত্র ছাড়া জনমত গঠনে আর যেসব মাধ্যম ভূমিকা পালন করে সেগুলো নিচে আলোচনা করা হলো—

জনমত গঠনের প্রাথমিক ও প্রধান মাধ্যম হলো পরিবার। পরিবারের সদস্যরা আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে দেশ ও বিদেশের সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক বিষয় আলোচনা করলে শিশুর মধ্যে রাজনৈতিক মতামত ও দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে ওঠে। আবার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পড়ানো জাতীয় বিষয়াবলি শিক্ষার্থীদের মনে এসব বিষয় স্থায়ী রেখাপাত করে এবং শক্তিশালী এক জনমত গড়ে তোলে। জনমত গঠনের জন্য রাজনৈতিক দল একটি উল্লেখযোগ্য মাধ্যম। বিভিন্ন রাজনৈতিক দল রাষ্ট্রীয় বহুবিধ সমস্যা সম্পর্কে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের ভিত্তিতে জনমত গঠন করে। ধর্মীয় রীতিনীতি এবং বিভিন্ন ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদি জনমত গঠনের শক্তিশালী মাধ্যম। আইনসভা দেশের প্রকৃত চিত্র সম্পর্কে আলোকপাত করে সুষ্ঠু জনমত গঠনে সাহায্য করে। এছাড়া কোনো রাষ্ট্রীয় সমস্যা বেতার, টেলিভিশনের মাধ্যমে প্রচার করে সকল শ্রেণীর মানুষকে সহজেই বোঝানো যায়। ফলে জনগণও জনকল্যাণার্থে মত প্রকাশ করতে পারে। সাহিত্য ও গ্রন্থাবলিও জনমত গঠনে এক বড় মাধ্যম। সর্বোপরি সাম্প্রতিক সময়ে জনমত গঠনে জনসংযোগ ও মতবিনিময় সভা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। বিশেষ করে বিভিন্ন সংগঠন ও রাজনৈতিক দল জনমত গঠনের জন্য দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে জনসংযোগ ও মতবিনিময় সভার আয়োজন করে।

পরিশেষে বলা যায়, উদ্দীপকের জনমতের মাধ্যমটি অর্থাৎ সংবাদপত্র জনমত গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করলেও অন্যান্য মাধ্যমগুলোও জনমত গঠনের মাধ্যম হিসেবে অগ্রগণ্য।

প্রশ্ন ▶ ১৪ "একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে জনমতের প্রতি সেদেশের সরকার বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে থাকে। বিশেষ করে টিভি চ্যানেলগুলো বিশেষ ভূমিকা রাখে। তাছাড়া আরও অনেক মাধ্যম আছে যা জনগণের মতামত সংগঠিত করতে জোরালো ভূমিকা রাখে।

[আইডিয়াল কলেজ, ধানমন্ডি, ঢাকা | প্রশ্ন নং ৮]

ক. জনমত বলতে কী বোঝায়? ১

খ. রাজনৈতিক সংস্কৃতি বলতে কী বোঝ? ২

গ. "জনমত গঠনে টিভি চ্যানেলগুলো বিশেষ ভূমিকা রাখে"— উক্তিটি ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. টিভি চ্যানেল ছাড়া আরও অনেক মাধ্যম আছে যা জনমত গঠনে সাহায্য করে সেগুলো বিশ্লেষণ করো। ৪

১৪ নং প্রশ্নের উত্তর

ক জনমত হলো কল্যাণধর্মী, বলিষ্ঠ যুক্তিভিত্তিক ও সুস্পষ্ট মতামত, যা প্রধানত সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের সাথে সম্পর্কযুক্ত।

খ রাজনৈতিক সংস্কৃতি হচ্ছে রাজনৈতিক ব্যবস্থার দর্পণ। এটি রাজনৈতিক ব্যবস্থার নির্ধারক।

সাধারণ অর্থে রাজনৈতিক সংস্কৃতি বলতে রাষ্ট্রের নাগরিকদের রাজনৈতিক জীবনধারা সম্পর্কে তাদের মনোভাব, বিশ্বাস ও মূলবোধকে বোঝানো হয়। রাজনৈতিক ব্যবস্থা ও রাজনৈতিক বিষয় সম্পর্কে সমাজের সকল মনোভাব, বিশ্বাস, অনুভূতি এবং মূলবোধের সমন্বয়ে রাজনৈতিক সংস্কৃতি গঠিত হয়।

গ জনমত গঠনে টিভি চ্যানেলগুলো বিশেষ ভূমিকা রাখে—উক্তিটি যথার্থ।

আধুনিক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে জনমতের গুরুত্ব বা ভূমিকা অনস্বীকার্য। জনমত গঠন, প্রকাশ ও বিকাশের ক্ষেত্রে টেলিভিশনের ভূমিকা গঠন, প্রকাশ ও বিকাশের ক্ষেত্রে টেলিভিশনের ভূমিকা অপরিসীম। আধুনিক যান্ত্রিক সভ্যতার যুগে জনমত গঠনে টেলিভিশনের গুরুত্ব ক্রমে বেড়েই চলেছে। বিভিন্ন প্রকার গঠনমূলক আলোচনা, চিত্র প্রদর্শনী এবং চেতনা ও আদর্শমূলক ছায়াছবি প্রদর্শনের মাধ্যমে টেলিভিশন জনমতকে প্রকাশিত ও সংগঠিত করার প্রয়াস পায়। দেশের নেতৃবৃন্দের সভা-সমাবেশের বক্তৃতার গুরুত্বপূর্ণ অংশ অল্প সময়ের মধ্যেই সমগ্র দেশব্যাপী ছড়িয়ে পড়ে টেলিভিশনের মাধ্যমে। জনগণ এ বক্তৃতা হতে দেশের বিভিন্ন সমস্যা সম্পর্কে অবগত হয়ে বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে সচেতন হতে পারে এবং তাদের প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করতে পারে। বর্তমানে অনেক টিভি চ্যানেল সৃষ্টি হওয়ায় জনগণ যখনকার সংবাদ তখনই জানতে পারছে। মূলত নাটক, সিনেমা, খবরাখবর; প্রামাণ্যচিত্র, যাত্রা, গান, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানমালা, সরকার ও বিরোধী দলের বিভিন্ন কার্যক্রমের প্রচারণা বিভিন্ন টিভি চ্যানেলের মাধ্যমে প্রচারিত হওয়ায় তা জনমত গঠনে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে।

সুতরাং বলা যায়, জনমত গঠনের অন্যান্য মাধ্যমগুলোর মতো টিভি চ্যানেলগুলো জনমত গঠনে অনন্য ভূমিকা পালন করে।

ঘ উদ্দীপকের জনমতের মাধ্যমটি ছাড়া অর্থাৎ টিভি চ্যানেলটি ছাড়া জনমত গঠনে আর যেসব মাধ্যম ভূমিকা পালন করে সেগুলো নিচে আলোচনা করা হলো—

জনমত গঠনের প্রাথমিক ও প্রধান মাধ্যম হলো পরিবার। পরিবারের সদস্যরা আলাপ আলোচনার মাধ্যমে দেশ ও বিদেশের সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক বিষয় আলোচনা করলে শিশুর মধ্যে রাজনৈতিক মতামত ও দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে ওঠে। প্রতিবেশী ও বন্ধুবান্ধবদের দ্বারা মানবশিশুর আচরণ ও ধ্যান-ধারণা দারুণভাবে প্রভাবিত হয়। যা জনমত গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। আবার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পড়ানো জাতীয় বিষয়াবলি শিক্ষার্থীদের মনে এসব বিষয় স্থায়ী রেখাপাত করে

Teachingbd24.com

এবং শক্তিশালী এক জনমত গড়ে তোলে। জনমত গঠনের জন্য রাজনৈতিক দল একটি উল্লেখযোগ্য মাধ্যম। বিভিন্ন রাজনৈতিক দল রাষ্ট্রীয় বহুবিধ সমস্যা সম্পর্কে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের ভিত্তিতে জনগণ নিজ নিজ মত গঠন করে এবং নির্বাচনের সময় তা ব্যক্ত করে। ধর্মীয় রীতিনীতি এবং বিভিন্ন ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদি জনমত গঠনের শক্তিশালী মাধ্যম। আইনসভা দেশের প্রকৃত চিত্র সম্পর্কে আলোকপাত করে সুষ্ঠু জনমত গঠনে সাহায্য করে। এছাড়া সংবাদপত্র জনমত গঠনের একটি গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম। সংবাদপত্রের মাধ্যমে জনগণ দেশি-বিদেশি বিভিন্ন সংবাদ, তথ্য ও ঘটনাপ্রবাহ জানতে পারে। এ জন্য সংবাদপত্রকে বলা হয় সমাজের দর্পণস্বরূপ। ফলে জনগণও জনকল্যাণার্থে মত প্রকাশ করতে পারে। সাহিত্য ও গ্রন্থাবলিও জনমত গঠনে এক বড় মাধ্যম। সর্বোপরি সাম্প্রতিক সময়ে জনমত গঠনে জনসংযোগ ও মতবিনিময় সভা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। বিশেষ করে বিভিন্ন সংগঠন ও রাজনৈতিক দল জনমত গঠনের জন্য দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে জনসংযোগ ও মতবিনিময় সভার আয়োজন করে।

পরিশেষে বলা যায়, উদ্দীপকের জনমতের মাধ্যমটি অর্থাৎ টিভি চ্যানেল জনমত গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করলেও অন্যান্য মাধ্যমগুলোও জনমত গঠনের মাধ্যম হিসেবে অগ্রগণ্য।

প্রশ্ন ▶ ১৫ জামাল সাহেব একজন বুদ্ধিজীবী। তিনি সবসময় সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক বিষয়ের অসংগতি সম্পর্কে জনগণকে সচেতন করেন। তিনি টকশো, সভা সেমিনারে তার বক্তব্যের মাধ্যমে জনগণকে সংগঠিত করার চেষ্টা করেন যাতে জনগণ নিজেদের মতামত প্রকাশ করতে পারে। *[বিসিআইসি কলেজ, ঢাকা। প্রশ্ন নং ৭]*

ক. জনমত কী? ১

খ. রাজনৈতিক সংস্কৃতি বলতে কী বুঝায়? ২

গ. উদ্দীপকে কোন বিষয়টির ওপর গুরুত্বারোপ করা হয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকের আলোকে গণতন্ত্রের সাথে উক্ত বিষয়টির সম্পর্ক মূল্যায়ন করো। ৪

১৫ নং প্রশ্নের উত্তর

ক জনমত হলো কল্যাণধর্মী, বলিষ্ঠ যুক্তিভিত্তিক ও সুস্পষ্ট মতামত, যা প্রধানত সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের সাথে সম্পর্কযুক্ত।

খ রাজনৈতিক সংস্কৃতি হচ্ছে রাজনৈতিক ব্যবস্থার দর্পণ। এটি রাজনৈতিক ব্যবস্থার নির্ধারক।

সাধারণ অর্থে রাজনৈতিক সংস্কৃতি বলতে রাষ্ট্রের নাগরিকদের রাজনৈতিক জীবনধারা সম্পর্কে তাদের মনোভাব, বিশ্বাস ও মূলবোধকে বোঝানো হয়। রাজনৈতিক ব্যবস্থা ও রাজনৈতিক বিষয় সম্পর্কে সমাজের সকল মনোভাব, বিশ্বাস, অনুভূতি এবং মূলবোধের সমন্বয়ে রাজনৈতিক সংস্কৃতি গঠিত হয়।

গ উদ্দীপকে জনমত বিষয়টির ওপর গুরুত্বারোপ করা হয়েছে।

জনমত আধুনিক গণতন্ত্রের অন্যতম চালিকা শক্তি। এটি গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার প্রাণস্বরূপ। সাধারণত জনগণের মতামতকে জনমত বলা হয়। রাষ্ট্রবিজ্ঞানে জনমত বলতে রাজনৈতিক কিংবা সামাজিক বিষয়ে এক বা একাধিক ব্যক্তির সুস্পষ্ট কল্যাণকামী মতামতকে বোঝানো হয়।

উদ্দীপকে জামাল সাহেব একজন বুদ্ধিজীবী। তিনি সব সময় বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা, ম্যাগাজিন এবং সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক বিষয়ের বিভিন্ন অসংগতি সম্পর্কে লিখে জনগণকে সচেতন করেন। জামাল সাহেবের এ কর্মকাণ্ড জনমতকে নির্দেশ করছে। কারণ পত্র-পত্রিকা, ম্যাগাজিন জনমতের অন্যতম বাহন হিসেবে বিবেচিত। এগুলোর মাধ্যমে জাতীয় সমস্যাদির ওপর মতামত ব্যক্ত করে জনগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়। দেশের বিভিন্ন সমস্যা সম্পর্কে শিক্ষাবিদ ও জ্ঞানী ব্যক্তিদের অভিমত জনসমক্ষে তুলে ধরে জনগণকে রাষ্ট্রীয় সমস্যা সম্পর্কে সচেতন করে তোলা হয়। এছাড়াও জামাল সাহেব বিভিন্ন টক শো, সভা সেমিনারে তার বক্তব্যের মাধ্যমে জনগণকে সংগঠিত করার চেষ্টা করেন। যাতে জনগণ নিজেদের মতামত প্রকাশ করতে পারে টক শো, সভা সেমিনার জনমতের মাধ্যম হিসেবে বিবেচিত। সভা, সেমিনার, টকশো প্রভৃতির মাধ্যমে বিভিন্ন দলের বক্তারা দেশের গুরুত্বপূর্ণ সমস্যাদি সম্পর্কে জনগণকে অবহিত ও সচেতন করে তোলেন। এর পাশাপাশি সমস্যা সমাধানের পথও বিভিন্ন বক্তাদের বক্তৃতা হতে পাওয়া যায়। এছাড়া একদল অপর দলের দোষ-ত্রুটি বক্তৃতার মাধ্যমে তুলে ধরে সঠিক জনমত গঠনে বিশেষ সহায়তা করে। তাই বলা যায়, জামাল সাহেবের কর্মকাণ্ড জনমতকে নির্দেশ করছে।

ঘ উদ্দীপকের বিষয়টির সাথে অর্থাৎ, জনমতের সাথে গণতন্ত্রের নিবিড় সম্পর্ক রয়েছে।

আধুনিক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে জনমত নাগরিকের অধিকার সুরক্ষা এবং সুশাসন প্রতিষ্ঠার মূলমন্ত্র। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার সাফল্য জনমতের ওপর নির্ভরশীল। জনমতই গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের মূল চালিকাশক্তি। সরকার জনমতের চাপে জনস্বার্থ বিরোধী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা থেকে বিরত থাকে। আবার গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় সরকারের স্থায়িত্ব ও গতিশীলতা নির্ভর করে জনমতের ওপর। গণতান্ত্রিক সরকারব্যবস্থায় জনমতের ভিত্তিতে সরকার জনস্বার্থে আইন প্রণয়ন করে। জনমত দুর্নীতি রোধে সহায়ক ভূমিকা পালন করে। দুর্নীতিপ্রবণ সরকার জনমতের রোষানলে পতিত হয়। এ ভয়ে গণতান্ত্রিক সরকার দুর্নীতিমুক্ত সরকারব্যবস্থা গড়ে তুলতে সচেষ্ট থাকে। রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা গণতন্ত্রের সফলতার অপরিহার্য শর্ত। গণতন্ত্রকে কার্যকর ও শক্তিশালীকরণে জনমতের ভূমিকা অনস্বীকার্য।

গণতন্ত্রের সুষ্ঠু বিকাশ সাধন করতে হলে জনমতের বিকাশ সাধন পূর্বশর্ত। জনমতের বিকাশ ছাড়া গণতন্ত্র কল্পনা করা যায় না। এককথায় গণতন্ত্র জনমত নামক শাসনযন্ত্রের মাধ্যমে বেঁচে থাকে। জনগণের মতামতের মাধ্যমেই সরকার পরিবর্তন হয়ে থাকে। নির্বাচনের প্রাক্কালে জনমত যে রাজনৈতিক দলের পক্ষে থাকে সে দল নির্বাচনে জয়লাভ করে সরকার গঠন করে। সরকার জনমতকে উপেক্ষা করে দেশ পরিচালনা করতে পারে না। গণতান্ত্রিক সরকারের যেকোনো গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত বা কার্যাবলিতে জনমতের প্রভাব অপরিহার্য।

ওপরের আলোচনা শেষে বলা যায়, গণতন্ত্র ও জনমত ওতপ্রোতভাবে জড়িত। গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার সফলতায় জনমত অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। আবার গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা ছাড়া জনমতের প্রতিফলন দেখা যায় না।

প্রশ্ন ▶ ১৬ বেগম রোকেয়া কলেজের অধ্যাপক আশরাফুল ইসলাম জনমত সম্পর্কে শ্রেণিকক্ষে পড়াতে গিয়ে বলেন যে, সাধারণ অর্থ সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের মতকে জনমত বলা হয়। কিন্তু পৌরনীতি ও সুশাসনে সকল মতামতই জনমত নয়। একজন ছাত্রী দাঁড়িয়ে বললো যে, তাহলে কোন মতকে জনমত বলা যাবে? অধ্যাপক সাহেব বললেন যে, সুষ্ঠু ও সচেতন জনমত গণতন্ত্রের প্রাণ। *[টিংগী সরকারি কলেজ। প্রশ্ন নং ৯]*

ক. জনমত কী? ১

খ. রাজনৈতিক সংস্কৃতি বলতে কী বোঝ? ২

গ. জনমত গঠনে রাজনৈতিক দল এবং রেডিও টেলিভিশনের ভূমিকা কতটুকু? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. 'সুষ্ঠু ও সচেতন জনমত গণতন্ত্রের প্রাণ' উদ্দীপকে উল্লেখিত উক্তিটি মূল্যায়ন করো। ৪

১৬ নং প্রশ্নের উত্তর

ক সংখ্যাগরিষ্ঠের যুক্তিসিদ্ধ ও সুচিন্তিত মতামতই জনমত, যা সরকার ও জনগণকে প্রভাবিত করতে পারে।

Teachingbd24.com

খ রাজনৈতিক সংস্কৃতি বলতে কোনো দেশের বিদ্যমান রাজনৈতিক ব্যবস্থার প্রতি জনগণের মনোভাব, মূল্যবোধ, বিশ্বাস, অনুভূতি ও দৃষ্টিভঙ্গির সমষ্টিকে বোঝায়।

আমেরিকান রাষ্ট্রবিজ্ঞানী গ্যাব্রিয়েল অ্যালমন্ড তার 'The Civic Culture' গ্রন্থে রাজনৈতিক সংস্কৃতি শব্দটি প্রথম ব্যবহার করেন। তার মতে, 'রাজনৈতিক সংস্কৃতি হলো রাজনৈতিক ব্যবস্থার সদস্যদের রাজনীতি সম্পর্কে মনোভাব এবং দৃষ্টিভঙ্গির রূপ ও প্রতিকৃতি।' অর্থাৎ কোনো দেশের রাজনৈতিক ব্যবস্থাকে সে দেশের জনগণ কীভাবে গ্রহণ করছে সেটার ধরনই হলো রাজনৈতিক সংস্কৃতি। রাজনৈতিক সংস্কৃতির মাধ্যমে একটি সমাজের রাজনৈতিক ব্যবস্থার প্রতিচ্ছবি ফুটে ওঠে।

গ আধুনিক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে জনমতের গুরুত্ব বা ভূমিকা অনস্বীকার্য। কীভাবে জনমত গঠন করা যায় তা জানা একান্ত আবশ্যক। বস্তুত জনমত গঠনে কতকগুলো বাহন বা মাধ্যম রয়েছে। জনমত গঠনে রাজনৈতিক দল এবং রেডিও ও টেলিভিশনের ভূমিকা আলোচনা করা হলো—

রাজনৈতিক দল: গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে রাজনৈতিক দলই জনমত গঠনে ও প্রচারের শ্রেষ্ঠতম বাহন বলে স্বীকৃত। বস্তুত রাজনৈতিক দলকে জনমত গঠনের শিক্ষাক্ষেত্র বলা যায়। রাজনৈতিক দল রাষ্ট্রের নানাবিধ সমস্যা জনগণের সম্মুখে তুলে ধরে। রাষ্ট্রীয় সমস্যা সম্পর্কে বিভিন্ন দলের ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণের ভিত্তিতে জনগণ নিজ নিজ মত গঠন করে এবং নির্বাচনের সময় তা ব্যক্ত করে। এছাড়া রাজনৈতিক দল বিভিন্ন সভা-সমিতি এবং সংবাদপত্রের মাধ্যমে বক্তৃতা-বিবৃতি প্রদান করে এবং দলীয় পুস্তক-পত্রিকার মাধ্যমে প্রচারকার্য পরিচালনা করে জনমত গঠন করে।

রেডিও ও টেলিভিশন: জনমত গঠন, প্রকাশ ও বিকাশের ক্ষেত্রে রেডিও ও টেলিভিশনের ভূমিকা অপরিসীম। আধুনিক যান্ত্রিক সভ্যতার যুগে জনমত গঠনে এসকল বাহনের গুরুত্ব বেড়েই চলেছে। বিভিন্ন প্রকার গঠনমূলক আলোচনা, চিত্র প্রদর্শনী এবং চেতনা ও আদর্শমূলক ছায়াছবি প্রদর্শনের মাধ্যমে রেডিও ও টেলিভিশন জনমতকে প্রকাশিত ও সংগঠিত করার প্রয়াস পায়। তদুপরি রেডিও ও টেলিভিমনের মাধ্যমে প্রচারিত বক্তৃতা অতি অল্প সময়ের মধ্যেই সমগ্র দেশব্যাপী ছড়িয়ে পড়ে। এ বক্তৃতা হতে জনগণ দেশের বিভিন্ন সমস্যা সম্পর্কে অবগত হতে পারে। বর্তমানে এফএম রেডিও, স্যাটেলাইট টিভি চ্যানেলের কল্যাণে মানুষ যখনকার সংবাদ তখনই জানতে পারে।

ঘ 'সুষ্ঠু ও সচেতন জনমত গণতন্ত্রের প্রাণ' উক্তিটি যথার্থ।

গণতন্ত্র হলো জনগণের প্রতিনিধিদের দ্বারা পরিচালিত, জনগণের কল্যাণে নিয়োজিত শাসনব্যবস্থা। যে শাসনব্যবস্থায় সকলের সাধারণ জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষা প্রতিফলিত হয় তাই গণতন্ত্র।

গণতন্ত্রে জনমতের ভিত্তিতেই প্রতিনিধি নির্বাচিত হয় এবং সরকার গঠন করা হয়। জনগণের ইচ্ছা প্রকাশিত হয় জনমতের মাধ্যমে। একারণে প্রতিনিধিত্বশীল গণতন্ত্রকে সফল করতে হলে প্রয়োজন একটি সতর্ক ও সজ্ঞান জনমতের, যা জনস্বার্থকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠে। সুষ্ঠু ও সচেতন জনমত শাসন কার্যক্রম নির্ধারণে ও শাসনরীতি প্রণয়নে ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করে। সুষ্ঠু ও সচেতন জনমত আধুনিক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের ভিত্তি রচনা করে। সুষ্ঠু ও সচেতন ও জনমত ব্যতীত গণতন্ত্র সফল হয় না। জনমত সরকারের স্থায়িত্ব ও ক্ষমতার প্রকাশ বিভিন্নভাবে নিয়ন্ত্রণ করে এবং সরকারকে সঠিক পথে পরিচালিত করতে সহায়তা করে। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে জনমত গঠনই সে তার জনপ্রিয়তা ও নির্বাচিত প্রতিনিধি হওয়ার একমাত্র মাধ্যম। শুধুমাত্র জনমত গঠন করে জাতীয় ও রাজনৈতিক যেকোনো বিষয়ে গণতান্ত্রিক সরকারের অবস্থান পরিবর্তন করা সম্ভব। আর সুষ্ঠু ও সচেতন জনমত গঠনের জন্য প্রয়োজন শিক্ষা বিস্তার, রাজনৈতিক সচেতনতা, সংবাদপত্রের নিরপেক্ষতা, ব্যক্তিস্বাধীনতা,

পরিশেষে বলা যায় যে, বর্তমান বিশ্বে যেকোনো গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে জনমত একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। সুষ্ঠু ও সচেতন জনমত ব্যতীত গণতন্ত্র সফল ও স্থায়ী হয় না। এর সমর্থন ও সহযোগিতা গণতন্ত্রকে শক্তিশালী করে। তাই সুষ্ঠু ও সচেতন জনমতকে গণতন্ত্রের প্রাণ বলা হয়ে থাকে।

প্রশ্ন ▶ ১৭ বাংলাদেশের বেশ কিছু দৈনিক পত্রিকা রাজনৈতিক নেতা, বুদ্ধিজীবী, পরিবেশবিদসহ অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিদের বিভিন্ন ইস্যুতে দেয়া বক্তব্যের ওপর জরিপ চালায়। এসব বক্তব্যের পক্ষে বা বিপক্ষে মতামত চাওয়া হয়। এর ফলে সুষ্ঠু জনমত গড়ে ওঠে।

[বীরশ্রেষ্ঠ নূর মোহাম্মদ গাবলিক কলেজ, ঢাকা। প্রশ্ন নং ৯]

ক. প্রত্যক্ষ গণতন্ত্র কাকে বলে? ১

খ. জনমতের বৈশিষ্ট্যসমূহ লেখ। ২

গ. উদ্দীপকে জনমত গঠনের কোন মাধ্যমটি প্রতিফলিত হয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকের মাধ্যমটি ছাড়া বাংলাদেশে জনমত গঠনের জন্য তুমি কোন কোন মাধ্যমকে গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে কর? যুক্তি দিয়ে ব্যাখ্যা কর। ৪

১৭ নং প্রশ্নের উত্তর

ক যে শাসনব্যবস্থায় জনগণ রাষ্ট্রীয় কার্যাবলিতে সরাসরি বা প্রত্যক্ষভাবে অংশগ্রহণ করে থাকে, তাকে প্রত্যক্ষ গণতন্ত্র বলে।

খ জনমত বলতে জাতীয় কোনো ইস্যুতে জনকল্যাণার্থে প্রভাবশালী জনসাধারণের মতকে বোঝায়।

জনমতের বৈশিষ্ট্যগুলো হলো- জনকল্যাণকর, যুক্তিভিত্তিক, সুস্পষ্টতা, আস্থার দৃঢ়তা, মতৈক্য, তথ্যভিত্তিক, সুসংবদ্ধ ও সুদৃঢ়, স্থায়ী মতামত, প্রভাব বিস্তারের ক্ষমতা, সৎ উদ্দেশ্য, জাতীয় সংকট নিরসন, নৈতিক বিষয় প্রভৃতি।

গ উদ্দীপকে জনমত গঠনের সংবাদপত্র মাধ্যমটি প্রতিফলিত হয়েছে।

সংবাদপত্র জনমত গঠনের একটি গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম। সংবাদপত্র শুধু যে সংবাদ পরিবেশন করে তা নয়। এটি জাতীয় সমস্যাদির ওপর মতামত ব্যক্ত করে জনগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এদেশের বিভিন্ন সমস্যা সম্পর্কে শিক্ষাবিদ ও জ্ঞানী ব্যক্তিদের অভিমত জনসমক্ষে তুলে ধরে জনগণকে রাষ্ট্রীয় সমস্যা সম্পর্কে সচেতন করে তোলে।

উদ্দীপকে লক্ষ করা যায়, বাংলাদেশের বেশকিছু দৈনিক পত্রিকা রাজনৈতিক নেতা, বুদ্ধিজীবী, পরিবেশবিদসহ অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিদের বিভিন্ন ইস্যুতে দেয়া বক্তব্যের ওপর জরিপ চালায়। এসব বক্তব্যের পক্ষে বা বিপক্ষে মতামত চাওয়া হয়। এর ফলে সুষ্ঠু জনমত গড়ে ওঠে, যা জনমত গঠনের গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম সংবাদপত্রকে প্রতিফলিত করে।

ঘ উদ্দীপকের সংবাদপত্র মাধ্যমটি ছাড়া পরিবার, সভা-সমিতি, আইনসভা, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, পুস্তক-পুস্তিকা ও সাহিত্য, বেতার, চলচ্চিত্র ও টেলিভিশনসহ আরো বেশকিছু মাধ্যমকে বাংলাদেশে জনমত গঠনের জন্য গুরুত্বপূর্ণ বলে আমি মনে করি।

পিতামাতা ও পরিবারের অন্যান্য বয়োজ্যেষ্ঠদের মতামত ও ধ্যান-ধারণা শিশু ও কিশোর মনকে প্রভাবিত করে। পরিবারের মূল্যবোধ ও দৃষ্টিভঙ্গি সদস্যদের বিশেষভাবে প্রভাবিত করে। এ প্রভাব ভবিষ্যতে রাজনৈতিক মতামত গঠনের ক্ষেত্রে কার্যকর হয়। জনগণকে রাজনৈতিক শিক্ষায় শিক্ষিত করে সুষ্ঠু জনমত গঠন করার জন্য সভা-সমিতির গুরুত্ব অপরিসীম। আইনসভাকে জনমত গঠনের একটি উত্তম মাধ্যম বলে মনে করা হয়। আইনসভায় যে মতামত প্রকাশিত হয় তা প্রকৃতপক্ষে জনগণেরই মতামত ও চিন্তা-ভাবনা। এ মতামত ও চিন্তা-ভাবনা জনমত

দেশে বিদ্যমান শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ জনমত গঠনের ভিত্তিস্বরূপ। স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় প্রভৃতি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছাত্র-ছাত্রীরা বিভিন্ন বিষয়ে জ্ঞান লাভ করে এবং সমস্যা সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করতে শিখে। তাই সুষ্ঠু, সুসংহত, নিরপেক্ষ জনমত গঠনের ক্ষেত্রে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। বিভিন্ন প্রকার পুস্তক-পুস্তিকা, সাহিত্য জনমত গঠনের উত্তম বাহন বলে আধুনিককালে বিশেষভাবে স্বীকৃত। জনমত গঠন, প্রকাশ ও বিকাশের ক্ষেত্রে বেতার, চলচ্চিত্র ও টেলিভিশন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। বিভিন্ন প্রকার গঠনমূলক আলোচনা, চিত্র প্রদর্শনী এবং চেতনা ও আদর্শমূলক ছায়াছবি প্রদর্শনের মাধ্যমে বেতার, চলচ্চিত্র ও টেলিভিশন জনমতকে প্রকাশিত ও সংগঠিত করে। এছাড়া রাজনৈতিক দল, নির্বাচন, পোস্টার, জনসংযোগ ও মতবিনিময় সভা, ইন্টারনেটভিত্তিক সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম জনমত গঠনে ভূমিকা রাখে।

উদ্দীপকে বর্ণিত সংবাদপত্র মাধ্যমটি ছাড়াও উল্লিখিত মাধ্যমগুলো বাংলাদেশে জনমত গঠনের জন্য গুরুত্বপূর্ণ।

প্রশ্ন ▶ ১৮ রোহানদের গ্রামের পানি নিষ্কাশনের প্রধান খালটি প্রভাবশালী ব্যক্তিবর্গের দখলে চলে যাচ্ছে। রোহান তার বন্ধুদের সাথে আলোচনা করে প্রতিবাদ জানায়। কিন্তু তাতে কোন কাজ না হলে তারা মিটিং-সালিশি করে জনগণকে একত্রিত করতে থাকলে তা কয়েকটি প্রচার মাধ্যমে বেশ গুরুত্ব সহকারে প্রচার করে। বিষয়টি সরকারের নজরে আসলে তা প্রতিকারের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়।

[আবদুল কাদির মোল্লা সিটি কলেজ, নরসিংদী | প্রশ্ন নং ৮]

ক. 'Voice of the people is the voice of God' উক্তিটি কার? ১

খ. রাজনৈতিক সংস্কৃতি বলতে কী বোঝায়? ২

গ. উদ্দীপকে উল্লেখিত জনমত গঠনের মাধ্যমসমূহের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. 'সদা সতর্ক ও সুসংগঠিত মতামতকে কখনো উপেক্ষা করা যায় না'— উদ্দীপকের আলোকে বিশ্লেষণ করো। ৪

১৮ নং প্রশ্নের উত্তর

ক 'Voice of the people is the voice of God' উক্তিটি ফরাসি দার্শনিক জ্যাঁ জ্যাক রুশো-র।

খ রাজনৈতিক সংস্কৃতি হচ্ছে রাজনৈতিক ব্যবস্থার দর্পণ। এটি রাজনৈতিক ব্যবস্থার নির্ধারক।

সাধারণ অর্থে রাজনৈতিক সংস্কৃতি বলতে রাজনৈতিক জীবনধারা সম্পর্কে রাষ্ট্রের নাগরিকদের মনোভাব, বিশ্বাস ও মূলবোধকে বোঝানো হয়। রাজনৈতিক ব্যবস্থা ও রাজনৈতিক বিষয় সম্পর্কে জনগণের মনোভাব, বিশ্বাস, অনুভূতি এবং মূলবোধের সমন্বয়ে রাজনৈতিক সংস্কৃতি গঠিত হয়।

গ উদ্দীপকে উল্লিখিত জনমত গঠনের মাধ্যমসমূহ অর্থাৎ, বন্ধু-বান্ধব, এবং গণমাধ্যম জনমত গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

শিশু যখন শৈশব, কৈশোর পেরিয়ে যৌবনে পদার্পণ করে তখন আস্তে আস্তে তার বন্ধু-বান্ধবের সংখ্যা বাড়তে থাকে। তাদের সাথে পারস্পরিক আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে বিভিন্ন বিষয়ে এক ধরনের মতামত ও দৃষ্টিভঙ্গি সৃষ্টি হয়, যার মাধ্যমে তাদের মনন গড়ে ওঠে। যেমনটি উদ্দীপকে বর্ণিত রোহানের ক্ষেত্রেও দেখা যায়। রোহান তার বন্ধুদের সাথে আলোচনা করে গ্রামের প্রভাবশালী ব্যক্তিবর্গের অবৈধভাবে খাল দখলের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানায়।

গণমাধ্যম জনমত গঠনের একটি গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম। সংবাদপত্র, বেতার, চলচ্চিত্র ও টেলিভিশন প্রভৃতিতে যেসব সংবাদ ও অনুষ্ঠান প্রচারিত হয় তা জাতীয় সমস্যাদির ওপর মতামত ব্যক্ত করে জনগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। সংবাদপত্র বিভিন্ন সমস্যা সম্পর্কে শিক্ষাবিদ ও জ্ঞানী ব্যক্তিদের অভিমত জনসমক্ষে তুলে ধরে এবং বেতার, চলচ্চিত্র ও টেলিভিশন বিভিন্ন প্রকার গঠনমূলক আলোচনা, চিত্র প্রদর্শনী এবং চেতনা ও আদর্শমূলক ছায়াছবি প্রদর্শনের মাধ্যমে জনমতকে প্রকাশিত ও সংগঠিত করার প্রয়াস পায়। উদ্দীপকেও জনমত গঠনের এ মাধ্যমটির গুরুত্ব ফুটে উঠেছে।

ঘ 'সদা সতর্ক ও সুসংগঠিত মতামতকে কখনো উপেক্ষা করা যায় না'— উক্তিটি যথার্থ।

জনমত রাষ্ট্র পরিচালনার অত্যন্ত শক্তিশালী উপাদান। জনমতকে উপেক্ষা করে শাসনকার্য পরিচালনা করা অত্যন্ত কঠিন বিষয়। জনমত যদি জাতীয় সমস্যা, জনস্বার্থ বিষয়ক ও সৎ উদ্দেশ্য প্রণোদিত হয় তবে তা উপেক্ষা করার উপায় নেই। কেননা জনমতকে অবজ্ঞা করে কোনো সরকারই ক্ষমতায় টিকে থাকতে পারে না। বিশেষ করে গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় যথার্থতা নির্ভর করে সুগঠিত জনমতের ওপর। কেননা জনসম্মতির ভিত্তিতেই গণতান্ত্রিক সরকার ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়। ক্ষমতা হারানোর ভয়ে সরকারি দল জনমতের প্রতি শ্রদ্ধাশীল থাকতে বাধ্য হয়। আধুনিক প্রতিনিধিত্বমূলক গণতন্ত্রে জনপ্রতিনিধি নির্বাচন ও সরকার গঠনের ক্ষেত্রে জনমত মুখ্য ভূমিকা পালন করে। তাই জনকল্যাণকামী ও সুসংগঠিত জনমত সর্বদা গ্রহণযোগ্য হয়। উদ্দীপকে এ বিষয়েরই ইঙ্গিত রয়েছে।

উদ্দীপকে দেখা যায়, রোহানদের গ্রামের পানি নিষ্কাশনের প্রধান খালটি প্রভাবশালী ব্যক্তিবর্গের দখলে চলে যাচ্ছে। রোহান তার বন্ধুদের সাথে আলোচনা করে এর প্রতিবাদ জানায়। ঘটনাটি কয়েকটি প্রচার মাধ্যম বেশ গুরুত্বসহকারে প্রচার করায় এর বিরুদ্ধে জনমত গড়ে ওঠে। বিষয়টি সরকারের নজরে আসলে তা প্রতিকারের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। অর্থাৎ রোহানদের এলাকার খাল দখলকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা জনমত ছিল সুসংগঠিত প্রভাবশালী ও জনকল্যাণকামী।

উল্লিখিত আলোচনার ভিত্তিতে প্রতীয়মান হয়, জনগণের সুচিন্তিত, সুস্পষ্ট, যুক্তিভিত্তিক, জনকল্যাণকামী, সদা সতর্ক ও সুসংগঠিত মতামতকে কখনো উপেক্ষা করা যায় না।

প্রশ্ন ▶ ১৯ মি. জন নিয়মিত সংবাদপত্র পাঠ করেন। তার মত অসংখ্য লোক সংবাদপত্রের মাধ্যমে একই বিষয় পাঠ করলেন। তাদের মধ্যে ঐ বিষয়ে একটি অভিন্ন মত গড়ে উঠে। সে মত হয় যুক্তিযুক্ত ও কল্যাণকামী। *[সফিউদ্দীন সরকার একাডেমী এন্ড কলেজ, গাজীপুর | প্রশ্ন নং ১১]*

ক. জনমত কী? ১

খ. জনমতের দুটি বৈশিষ্ট্য লিখ। ২

গ. জনমত গঠনের বাহনগুলি বর্ণনা করো। ৩

ঘ. 'গণতন্ত্র জনগণের সম্মতির উপর প্রতিষ্ঠিত'— উক্তিটির যথার্থতা বিচার করো। ৪

১৯ নং প্রশ্নের উত্তর

ক জনমত হচ্ছে কল্যাণধর্মী, বলিষ্ঠ, যুক্তিভিত্তিক ও সুস্পষ্ট মতামত, যা সরকার ও জনগণকে প্রভাবিত করতে সক্ষম।

খ জনমতের দুটি বৈশিষ্ট্য হলো জনকল্যাণকামী এবং যুক্তিভিত্তিক।

জনমত সৎ ও জনকল্যাণকামী। জনকল্যাণকামী না হলে তাকে জনমত বলা যায় না। তাছাড়া অসৎ কোনো মত বা চিন্তা জনকল্যাণ বয়ে আনে না এবং তা জনগণ গ্রহণও করে না। এছাড়া জনমত যুক্তিভিত্তিক। ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর সংকীর্ণ স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট অযৌক্তিক মত জনমত নয়। গায়ের জোরে কোনো মত বা চিন্তা বা ইচ্ছাকে প্রতিষ্ঠিত করা অযৌক্তিক ও অগ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত হতে বাধ্য।

গ জনমত গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার প্রাণস্বরূপ। আধুনিক গণতান্ত্রিক সরকার ব্যবস্থায় জনমত সরকারকে নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালিত করে। আর এই জনমত বিভিন্ন মাধ্যম বা বাহনকে ভিত্তি করে গড়ে উঠে।

পরিবার হলো জনমতের প্রাথমিক ও প্রথম মাধ্যম বা বাহন। পরিবারের সদস্যদের মধ্যে সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ধ্যান-ধারনা ও আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন ঘটে যার ভিত্তিতে জনমত গড়ে ওঠে। সংবাদপত্র এবং অন্যান্য প্রচার মাধ্যম জনমত গঠনের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। চলচ্চিত্র, টেলিভিশন, বেতার প্রভৃতিতে বাস্তবধর্মী ছায়াছবি প্রদর্শন, সংবাদ পরিবেশন ও পর্যালোচনা, টক-শো প্রচার করা হয় তার মধ্যদিয়ে জনগণ দেশের বিভিন্ন সমস্যাদির বিষয়ে অবগত হয় এবং মতামত ব্যক্ত করে। ফলে সুষ্ঠু ও সচেতন জনমত গড়ে উঠে।

teachingbd24.com

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো জনমত গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। শিক্ষকগণ শ্রেণিকক্ষে সমাজ, রাষ্ট্র, অর্থনীতি, রাজনীতি প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আলোচনা করেন এবং কল্যাণকর ও যুক্তিযুক্ত আদর্শ ছাত্র-ছাত্রীদের সামনে তুলে ধরেন। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পাশাপাশি ধর্মীয় সংঘগুলো জনমত গঠন করে থাকে।

রাজনৈতিক দলগুলো তাদের দলীয় নীতি, আদর্শ, কর্মসূচি প্রভৃতি প্রচার করে জনসমর্থন আদায়ের মাধ্যমে জনমত গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। বিরোধী রাজনৈতিক দল সরকারি দলের ত্রুটি-বিচ্যুতি জনগণের সামনে তুলে ধরে জনমত গঠন করে থাকে। আধুনিক কালে জনমতের অন্যতম বাহন হলো আইনসভা। আইনসভায় বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে যে তর্ক-বিতর্ক হয় তা প্রচার মাধ্যমে প্রকাশিত হয়। জনগণ এসব তর্ক-বিতর্ক, বক্তব্য, বিবৃতি মূল্যায়ন করে স্বাধীনভাবে নিজ নিজ মতামত গঠন করে থাকে। উপরোক্ত মাধ্যমগুলো ছাড়াও পেশাজীবী, সংগঠন, সভা-সমিতি, নির্বাচন, গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থাদি, চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠী প্রভৃতি জনমত সংগঠনে গুরুত্বপূর্ণ বাহন হিসেবে ভূমিকা পালন করে।

ঘ 'গণতন্ত্র জনগণের সম্মতির ওপর প্রতিষ্ঠিত'— উক্তিটি যথার্থ।

গণতন্ত্র হলো জনগণের প্রতিনিধিদের দ্বারা পরিচালিত, জনগণের কল্যাণে নিয়োজিত শাসনব্যবস্থা। যে শাসনব্যবস্থায় সকল জনগণের আশা-আকাঙ্খা প্রতিফলিত হয় তাই গণতন্ত্র। প্রতিনিধিত্বশীল গণতন্ত্রে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধগণ শাসনকার্য পরিচালনা করেন।

গণতন্ত্রে জনমতের ভিত্তিতেই প্রতিনিধি নির্বাচিত হয় এবং সরকার গঠন করা হয়। জনগণের ইচ্ছা প্রকাশিত হয় জনমতের মাধ্যমে। এ কারণে প্রতিনিধিত্বশীল গণতন্ত্রকে সফল করতে হলে প্রয়োজন সতর্ক ও সজ্ঞান জনমতের, যা জনস্বার্থকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠে। সুষ্ঠু জনমত শাসন কার্যক্রম নির্ধারণে ও শাসন নীতি প্রণয়নে ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করে।

জনমত সরকারের স্থায়িত্ব ও ক্ষমতার প্রকাশ বিভিন্নভাবে নিয়ন্ত্রণ করে এবং সরকারকে সঠিক পথে পরিচালিত করতে সহায়তা করে। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে জনমত গঠনই নেতার জনপ্রিয়তা ও নির্বাচিত প্রতিনিধি হওয়ার একমাত্র মাধ্যম। শুধুমাত্র জনমত গঠন করে জাতীয় ও রাজনৈতিক যেকোনো বিষয়ে গণতান্ত্রিক সরকারের অবস্থান পরিবর্তন করা সম্ভব। অর্থাৎ জনমত গণতন্ত্রের অতন্দ্র প্রহরী। সরকার জনমতের বাইরে গিয়ে অগণতান্ত্রিক কাজ করার সুযোগ পায় না। তাই জনমত ব্যতীত গণতন্ত্র সফল ও স্থায়ী হয় না। জনমত এবং সমর্থন ও সহযোগিতা গণতন্ত্রকে শক্তিশালী করে। সুতরাং এ কথা যথার্থ যে গণতন্ত্র জনগণের সম্মতির ওপর প্রতিষ্ঠিত।

প্রশ্ন ▶ ২০ শ্রেণীকক্ষে জনমত নিয়ে আলোচনা প্রসঙ্গে বিষয় শিক্ষক বললেন যে, আধুনিককালে প্রত্যেক রাষ্ট্রের সরকার জনমতকে প্রাধান্য দিয়ে থাকে। জনমত হলো সরকার ও বিরোধী দলের জনপ্রিয়তা জনমতে ও সমর্থনের ব্যারোমিটার। সাবিনা দাঁড়িয়ে প্রশ্ন করল, জনমতের জন্য সংখ্যাগরিষ্ঠের মত পওয়া প্রয়োজন আছে কী?

[সাফিউদ্দীন সরকার একাডেমী এন্ড কলেজ, গাজীপুর। প্রশ্ন নং ৮]

ক. জনমত কী? ১

খ. জনমতের বৈশিষ্ট্য বর্ণনাগুলি কী কী? ২

গ. 'জনমত হলো সরকার ও বিরোধী দলের জনপ্রিয়তা ও জনসমর্থনের ব্যারোমিটার।' বিশ্লেষণ করো। ৩

ঘ. 'জনমতের জন্য সংখ্যাগরিষ্ঠের মতামত হওয়া কি যথেষ্ট?'— বিশ্লেষণ করো। ৪

২০ নং প্রশ্নের উত্তর

ক জনমত হচ্ছে কল্যাণধর্মী, বলিষ্ঠ, যুক্তিভিত্তিক ও সুস্পষ্ট মতামত, যা সরকার ও জনগণকে প্রভাবিত করতে পরে।

খ জনমত বলতে জাতীয় কোনো ইস্যুতে জনকল্যাণার্থে প্রভাবশালী জনসাধারণের মতকে বোঝায়।

জনমতের বৈশিষ্ট্যগুলো হলো- জনকল্যাণকর, যুক্তিভিত্তিক, সুস্পষ্টতা, আস্থার দৃঢ়তা, মতৈক্য, তথ্যভিত্তিক, সুসংবদ্ধ ও সুদৃঢ়, স্থায়ী মতামত, প্রভাব বিস্তারের ক্ষমতা, সৎ উদ্দেশ্য, জাতীয় সংকট নিরসন, নৈতিক বিষয় প্রভৃতি।

গ জনমত হলো সরকার ও বিরোধী দলের জনপ্রিয়তা ও জনসমর্থনের ব্যারোমিটার— কথাটি যথার্থ।

জনমত বলতে কল্যাণধর্মী, যুক্তিযুক্ত, বলিষ্ঠ ও সুস্পষ্ট মতামতকে বোঝায় যা জনগণ ও সরকারকে প্রভাবিত করতে সক্ষম। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় জনমতের গুরুত্ব অপরিসীম। মূলত আধুনিক প্রতিনিধিত্বমূলক গণতন্ত্রের প্রাণ হলো জনমত।

আধুনিক প্রতিনিধিত্বমূলক গণতন্ত্রে জনপ্রতিনিধি নির্বাচন ও সরকার গঠনের ক্ষেত্রে জনমত মূল ভূমিকা পালন করে। গণতন্ত্রে ক্ষমতাসীন দল এবং বিরোধী দল উভয়ে জনমতকে সমীহ করে চলে। সরকারি দল জনসমর্থন হারানোর ভয়ে জনমতের বিরুদ্ধে গিয়ে কোনো অগণতান্ত্রিক পদক্ষেপ গ্রহণ করা থেকে বিরত থাকে। সরকার জনমতের দিকে লক্ষ্য রেখেই জনকল্যাণকামী কর্মসূচি প্রণয়ন করে। আবার বিরোধী দল জনসমর্থন লাভের জন্য তাদের দলীয় নীতি ও কর্মসূচির পক্ষে জনমত গঠন করে থাকে। কোনো সরকার কতটা জনপ্রিয় তা নির্ভর করে সেই সরকার বা সরকারের গৃহীত নীতি ও কর্মসূচির পক্ষে জনমত গঠন করে থাকে। কোনো সরকার কতটা জনপ্রিয় তা নির্ভর করে সেই সরকার বা সরকারের গৃহীত নীতি ও কর্মসূচির পক্ষে জনমত কতটা শক্তিশালী তার ওপর। একই ভাবে বিরোধী দলের জনপ্রিয়তা নির্ভর করে সেই দলের বা দলের গৃহীত কর্মসূচির পক্ষে জনমত কতটা অনুকূল তার ওপর। সুতরাং বলা যায়, জনমত হলো সরকার ও বিরোধী দলের জনপ্রিয়তা ও জনসমর্থনের ব্যারোমিটার— কথাটি যথার্থ।

ঘ জনমতের জন্য সংখ্যাগরিষ্ঠের মতামত হওয়া যথেষ্ট নয়।

গণতন্ত্রের প্রাথমিক শর্ত হলো সতর্ক ও সুচিন্তিত জনমত। গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার যথার্থতা নির্ভর করে সুগঠিত জনমতের ওপর। এ জন্য জনমত গণতান্ত্রিক শাসনের একটি অপরিহার্য উপাদান।

সাধারণ অর্থে জনমত বলতে সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের মতকে বোঝায়। এ অর্থে যে কোনো বিষয়ে সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের মতামত সমষ্টিকে জনমত বলা যেতে পারে। কিন্তু পৌরনীতিতে সকল মতামতই জনমত নয়। পৌরনীতিতে জনমত বলতে সমাজের বিভিন্ন বিষয়ে জনগণের কল্যাণকামী, যুক্তিযুক্ত ও সুস্পষ্ট মতামতকে বুঝায়। এই অর্থে জনমত সংখ্যাগরিষ্ঠের মতামত হতে পারে আবার সংখ্যা লঘিষ্ঠ এমনকি একজনের মতও হতে পারে; যদি তা সমাজের জন্য কল্যাণকর ও যুক্তিসিদ্ধ মত হয়ে থাকে। অর্থাৎ জনমতকে হতে হবে জনকল্যাণকামী। আবার জনমতকে যুক্তিভিত্তিক হতে হবে। ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর সংকীর্ণ স্বার্থ সংশ্লিষ্ট অযৌক্তিক মত জনমত নয়। ভাবাবেগ তাড়িত কোনো অন্যায়, অযৌক্তিক মত জনমত হতে পারে না। জনমতকে অবশ্যই সুস্পষ্ট হতে হবে। অস্পষ্ট মত বা মতের সমষ্টি জনমত নয়। জনমত জনগণ ও সরকারকে নিয়ন্ত্রণ করতে সক্ষম হবে। সরকার জনমতের চাপে যুগোপযোগী ও প্রগতিশীল, কর্মসূচি গ্রহণ করতে বাধ্য হয়। সর্বোপরি জনমতে জনগণের আস্থার প্রতিফলন থাকতে হবে।

উপরিউক্ত বৈশিষ্ট্যগুলোকে ধারণ করে কোনো মত গড়ে উঠলে তাকে জনমত বলা যাবে। শুধুমাত্র সংখ্যাগরিষ্ঠের মতামত জনমতের জন্য যথেষ্ট নয়।

প্রশ্ন ▶ ২১ জনাব মতিউর রহমান একজন মিডিয়া ব্যক্তিত্ব। তিনি লেখনীর মাধ্যমে সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক বিষয়ের বিভিন্ন অসংগতি সম্পর্কে মানুষকে সচেতন করে তোলেন। তিনি বিভিন্ন সভা-সেমিনারে বক্তৃতার মাধ্যমে রাষ্ট্রীয় বিভিন্ন সমস্যা সমাধানে জনগণকে সংগঠিত করার চেষ্টা করেন।

[সরকারি বঙ্গবন্ধু কলেজ, গোপালগঞ্জ। প্রশ্ন নং ৮]

Teachingdeal.com

ক. জনমতের সংজ্ঞা দাও। ১
খ. রাজনৈতিক সংস্কৃতি বলতে কি বোঝ? ২
গ. উদ্দীপকে মতিউর রহমানের কর্মকাণ্ডে পাঠ্যবইয়ের কোন বিষয়টি প্রতিফলিত হয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. গণতন্ত্রের সফলতার জন্য উক্ত বিষয়টির অবদান মূল্যায়ন করো। ৪

২১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক সংখ্যাগরিষ্ঠের যুক্তিসিদ্ধ ও সুচিন্তিত মতামতই জনমত, যা সরকার ও জনগণকে প্রভাবিত করে।

খ রাজনৈতিক সংস্কৃতি হচ্ছে রাজনৈতিক ব্যবস্থার দর্পণ। এটি রাজনৈতিক ব্যবস্থার নির্ধারক।

সাধারণ অর্থে রাজনৈতিক সংস্কৃতি বলতে রাষ্ট্রের নাগরিকদের রাজনৈতিক জীবনধারা সম্পর্কে তাদের মনোভাব, বিশ্বাস ও মূলবোধকে বোঝানো হয়। রাজনৈতিক ব্যবস্থা ও রাজনৈতিক বিষয় সম্পর্কে সমাজের সকল মনোভাব, বিশ্বাস, অনুভূতি এবং মূলবোধের সমন্বয়ে রাজনৈতিক সংস্কৃতি গঠিত হয়।

গ উদ্দীপকে পাঠ্যবইয়ের জনমত বিষয়টি ফুটে উঠেছে।

জনমত আধুনিক গণতন্ত্রের অন্যতম চালিকা শক্তি। এটি গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার প্রাণস্বরূপ। সাধারণত জনগণের মতামতকে জনমত বলা হয়। রাষ্ট্রবিজ্ঞানে জনমত বলতে রাজনৈতিক কিংবা সামাজিক বিষয়ে এক বা একাধিক ব্যক্তির সুস্পষ্ট কল্যাণকামী মতামতকে বোঝানো হয়।

উদ্দীপকে মতিউর রহমান সাহেব একজন মিডিয়া ব্যক্তিত্ব। তিনি সব সময় বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক বিষয়ের বিভিন্ন অসংগতি সম্পর্কে লিখে জনগণকে সচেতন করেন। মতিউর রহমান সাহেবের এ কর্মকাণ্ড জনমতকে নির্দেশ করছে। কারণ পত্র-পত্রিকায় লেখা জনমতের অন্যতম বাহন হিসেবে বিবেচিত। এগুলোর মাধ্যমে জাতীয় সমস্যাদির ওপর মতামত ব্যক্ত করে জনগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়। এছাড়াও মতিউর রহমান সাহেব বিভিন্ন সভা-সেমিনারে তার বক্তব্যের মাধ্যমে জনগণকে সংগঠিত করার চেষ্টা করেন। যাতে জনগণ নিজেদের মতামত প্রকাশ করতে পারে। সভা-সেমিনার জনমতের মাধ্যম হিসেবে বিবেচিত। সভা-সেমিনার, প্রভৃতির মাধ্যমে বিভিন্ন দলের বক্তারা দেশের গুরুত্বপূর্ণ সমস্যাদি সম্পর্কে জনগণকে অবহিত ও সচেতন করে তোলেন। এর পাশাপাশি সমস্যা সমাধানের পথও বিভিন্ন বক্তাদের বক্তৃতা হতে পাওয়া যায়। এছাড়া একদল অপর দলের দোষ-ত্রুটি বক্তৃতার মাধ্যমে তুলে ধরে সঠিক জনমত গঠনে বিশেষ সহায়তা করে। তাই বলা যায়, মতিউর রহমান সাহেবের কর্মকাণ্ড জনমতকে নির্দেশ করছে।

ঘ উদ্দীপকে উক্ত বিষয়টি বলতে জনমতকে বোঝানো হয়েছে। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে এ প্রক্রিয়াটি তথা জনমত বিষয়টি খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

আধুনিক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে জনমতের গুরুত্ব অপরিসীম। এটি নাগরিকের অধিকার সুরক্ষা এবং সুশাসনের মূলমন্ত্র। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার সাফল্য জনমতের ওপর নির্ভরশীল। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে জনমতের গুরুত্ব নিম্নরূপ—

গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে সরকার গঠনে জনমত মুখ্য ভূমিকা পালন করে। যে রাজনৈতিক দলের প্রতি জনমত সর্বাধিক তারাই সরকার গঠন করতে পারে। তদপুরি, জনমত দ্বারা সরকার নিয়ন্ত্রিত হয়। জনমতের দিকে লক্ষ রেখে সরকারের কার্যক্রম পরিচালিত হয়। জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষাকে সরকার উপেক্ষা করতে পারে না। শাসনব্যবস্থায় স্থিতিশীলতা প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রেও জনমতের গুরুত্ব রয়েছে। জনমত যদি সরকারের বিরুদ্ধে চলে যায় তাহলে সরকারের পতন অনিবার্য।

জনমত আইনসভার কার্যক্রমকেও প্রভাবিত করে থাকে। জনকল্যাণকর আইন প্রণয়নে আইনসভাকে নির্দেশনা দেয় জনমত। এছাড়া সরকারের স্বেচ্ছাচারিতা রোধে জনমত ভূমিকা রাখে। সরকারের অগণতান্ত্রিক ও জনকল্যাণবিরোধী কর্মকাণ্ডের বিরুদ্ধে গড়ে ওঠা জনমত সরকারকে পক্ষপাতমূলক সিদ্ধান্ত গ্রহণ থেকে সংযত রাখে। জনমত ব্যক্তিস্বাধীনতার অন্যতম রক্ষক। সজাগ ও সচেতন জনমত ব্যক্তি স্বাধীনতা খর্ব হতে দেয় না।

গণতন্ত্রে জনমতই সার্বভৌম ক্ষমতার আধার বলে বিবেচিত হয়। গণতন্ত্রে বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলো জনমতের আনুকূল্য বা সমর্থন লাভের জন্য সরকারের বিভিন্ন দোষত্রুটি জনসম্মুখে তুলে ধরে। ফলে সরকার ঐসব দোষ-ত্রুটি দূরীকরণে তৎপর হয়।

পরিশেষে বলা যায়, 'সজাগ ও তীক্ষ্ণ বুদ্ধিসম্পন্ন জনমত গণতন্ত্রের প্রথম উপাদান।' জনমত গণতন্ত্রের অতন্দ্র প্রহরীর ভূমিকা পালন করে। তাই গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থায় নাগরিক অধিকার, জনস্বার্থ প্রতিষ্ঠায় জনমতের গুরুত্ব অপরিসীম।

প্রশ্ন ▶ ২২ শিক্ষার্থীর শিক্ষা জীবনে যা শেখে পরবর্তীতে তারা সেটি কর্মজীবনে কাজে লাগায়। তাদের পাঠ্যপুস্তকে অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন সমস্যা ও সমাধানের উপায়, শিক্ষকদের পরামর্শ, মতামত, উপদেশ এবং নিজেদের মধ্যে পারস্পরিক আলোচনা তাদেরকে সুস্পষ্ট ও কল্যাণকামী মতামত প্রদানে সহায়তা করে। *[বি এ এফ শাহীন কলেজ, কুর্মিটোলা | প্রশ্ন নং ৯]*

ক. জনমত কী? ১
খ. রাজনৈতিক সংস্কৃতি বলতে কি বোঝায়? ২
গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত জনমত গঠনের কোন মাধ্যমের কথা বলা হয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. 'জনমত গঠনে উক্ত মাধ্যম ছাড়াও আরো অনেক মাধ্যম রয়েছে'— আলোচনা করো। ৪

২২ নং প্রশ্নের উত্তর

ক সংখ্যাগরিষ্ঠের যুক্তিসিদ্ধ ও সুচিন্তিত মতামতই জনমত, যা সরকার ও জনগণকে প্রভাবিত করতে পারে।

খ রাজনৈতিক সংস্কৃতি বলতে কোনো দেশের বিদ্যমান রাজনৈতিক ব্যবস্থার প্রতি জনগণের মনোভাব, মূল্যবোধ, বিশ্বাস, অনুভূতি ও দৃষ্টিভঙ্গির সমষ্টিকে বোঝায়।

আমেরিকান রাষ্ট্রবিজ্ঞানী গ্যাব্রিয়েল অ্যালমন্ড তার 'The Civic Culture' গ্রন্থে রাজনৈতিক সংস্কৃতি শব্দটি প্রথম ব্যবহার করেন। তার মতে, 'রাজনৈতিক সংস্কৃতি হলো রাজনৈতিক ব্যবস্থার সদস্যদের রাজনীতি সম্পর্কে মনোভাব এবং দৃষ্টিভঙ্গির রূপ ও প্রতিকৃতি।' অর্থাৎ কোনো দেশের রাজনৈতিক ব্যবস্থাকে সে দেশের জনগণ কীভাবে গ্রহণ করছে সেটার ধরনই হলো রাজনৈতিক সংস্কৃতি। রাজনৈতিক সংস্কৃতির মাধ্যমে একটি সমাজের রাজনৈতিক ব্যবস্থার প্রতিচ্ছবি ফুটে ওঠে।

গ উদ্দীপকে জনমত গঠনের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান মাধ্যমের কথা বলা হয়েছে।

একজন মানুষের ভিতর যে আদর্শ গড়ে ওঠে সেটিতে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা অপরিসীম। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছাত্রছাত্রীরা সুষ্ঠু পরিবেশে বিভিন্ন বিষয়ে জ্ঞান লাভ করে এবং বিভিন্ন সমস্যা সম্বন্ধে নিরপেক্ষভাবে ভাবতে শেখে। আজ যারা ছাত্র-ছাত্রী, তাদের অনেকেই আগামী দিনের রাষ্ট্রনেতা বা নেত্রী হিসেবে আত্মপ্রকাশ করবে। তারা স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় থেকে যে শিক্ষা লাভ করে তা পরবর্তীকালে তাদের প্রভাবিত করে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানেই ছাত্রছাত্রীরা সমাজ ও রাষ্ট্র সম্পর্কিত বিভিন্ন বিষয়ে সঠিক ও নির্ভুল জ্ঞান অর্জন করে। এখানেই তারা জীবনের নানাবিধ সমস্যা সম্পর্কে স্বাধীন ও নিরপেক্ষভাবে চিন্তা করার সুযোগ লাভ করে। তাই শিক্ষা প্রতিষ্ঠান জনমত গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

Teachingbd24.com

উদ্দীপকে লক্ষ করা যায়, শিক্ষার্থীরা তাদের পাঠ্যপুস্তকে অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন সমস্যা ও সমাধানের উপায়, শিক্ষকদের পরামর্শ, মতামত, উপদেশ এবং নিজেদের মধ্যে পারস্পরিক আলোচনা তাদেরকে সুস্পষ্ট ও কল্যাণকামী মতামত প্রদানে সহায়তা করে। শিক্ষার্থীরা তাদের মতামত প্রদানের উল্লিখিত ভিত্তিসমূহ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকেই লাভ করে থাকে। সুতরাং বলা যায়, উদ্দীপকে জনমত গঠনের অন্যতম মাধ্যম শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কথাই প্রতিফলিত হয়েছে।

খ জনমত গঠনে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান মাধ্যমটি ছাড়াও আরও অনেক মাধ্যম রয়েছে।

জনমত গঠনের অন্যতম একটি মাধ্যম হলো শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। তবে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ছাড়াও জনমত গঠনের আরও মাধ্যম রয়েছে। যেমন- সংবাদপত্র জনমত গঠনের একটি গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম। সংবাদপত্র শুধু যে সংবাদ পরিবেশন করে তা নয়, এটি জাতীয় সমস্যাদির ওপর মতামত ব্যক্ত করে জনগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। জনগণকে রাজনৈতিক শিক্ষায় শিক্ষিত করে সুষ্ঠু জনমত গঠন করার জন্য সভা-সমিতির গুরুত্ব অপরিসীম। সভা-সমিতির মাধ্যমে বিভিন্ন বিভিন্ন দলের বক্তারা দেশের গুরুত্বপূর্ণ সমস্যাদি সম্পর্কে জনগণকে অবহিত ও সচেতন করে তোলেন। জনমত গঠন, প্রকাশ ও বিকাশের ক্ষেত্রে বেতার, চলচ্চিত্র ও টেলিভিশন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। বিভিন্ন প্রকার জাতি গঠনমূলক চিত্র প্রদর্শনী এবং চেতনা ও আদর্শমূলক ছায়াছবি প্রদর্শনের মাধ্যমে বেতার, চলচ্চিত্র ও টেলিভিশন জনমতকে প্রকাশিত ও সংগঠিত করার প্রয়াস পায়। বর্তমানে এফএম রেডিও, স্যাটেলাইট টিভি চ্যানেলের কল্যাণে মানুষ যখনকার সংবাদ তখনই জানতে পারছে। বিভিন্ন প্রকার পুস্তক-পুস্তিকা, সাহিত্য জনমত গঠনের উত্তম বাহন বলে আধুনিককালে বিশেষভাবে স্বীকৃত।

গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে রাজনৈতিক দলই জনমত গঠন ও প্রচারের শ্রেষ্ঠতম বাহন বলে স্বীকৃত। রাজনৈতিক দল রাষ্ট্রের নানাবিধ সমস্যা জনগণের সম্মুখে তুলে ধরে এবং এ সকল ব্যাপারে জনমত গড়ে তোলে। জনপ্রতিনিধিরা আইনসভায় দেশের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াদি নিয়ে আলোচনা করে। জনগণ এ আলোচনা হতে নানাবিধ তথ্য লাভ করতে পারেন। এছাড়া পরিবার, আইনসভা, ধর্মীয় সংঘ, পেশা বা ব্যবসায় ভিত্তিক সংঘ প্রভৃতিও জনমত গঠনে ভূমিকা রাখে।

উল্লিখিত আলোচনার ভিত্তিতে তাই বলা যায়, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ছাড়াও জনমত গঠনের আরও অনেক মাধ্যম রয়েছে।

প্রশ্ন ▶ ২৩ 'ক' রাষ্ট্রের একটি রাজনৈতিক দল ক্ষমতায় গিয়ে প্রজাতান্ত্রিক শানসব্যবস্থা পরিবর্তন করে রাজতন্ত্র প্রবর্তন করে। জনগণ এ পরিবর্তনের প্রচণ্ড বিরোধিতা করে। জনগণের প্রবল বিরোধিতার মুখে সরকার প্রজাতন্ত্র বহাল রাখতে বাধ্য হয়।

[নেত্রকোণা সরকারি মহিলা কলেজ। প্রশ্ন নং ৮]

ক. জনমত কী? ১

খ. জনমত গঠনের যে কোন একটি মাধ্যমের বর্ণনা কর। ২

গ. জনগণ কী কী উপায়ে সরকারের বিরোধিতা করতে পারে? ব্যাখ্যাকরো। ৩

ঘ. "গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় জনগণের মতামতের বিকল্প নেই।"— মূল্যায়ন কর। ৪

২৩ নং প্রশ্নের উত্তর

ক সংখ্যাগরিষ্ঠের যুক্তিসিদ্ধ ও সুচিন্তিত মতামতই জনমত, যা সরকার ও জনগণকে প্রভাবিত করতে পারে।

খ জনমত গঠনের একটি গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম হলো সংবাদপত্র।

সংবাদপত্র শুধু যে সংবাদ পরিবেশন করে তা নয়, এটি জাতীয় সমস্যাদির ওপর মতামত ব্যক্ত করে জনগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। দেশের বিভিন্ন সমস্যা সম্পর্কে শিক্ষাবিদ ও জ্ঞানী ব্যক্তিদের অভিমত জনসমক্ষে তুলে ধরে জনগণকে রাষ্ট্রীয় সমস্যা সম্পর্কে সচেতন করে তোলে। সংবাদপত্রকে তাই সরকারের প্রভাব ও নিয়ন্ত্রণ থেকে মুক্ত হয়ে সংবাদ পরিবেশন করা উচিৎ।

গ জনগণ জনমত গঠনের মাধ্যমে সরকারের বিরোধিতা করতে পারে।

সাধারণ অর্থে জনমত বলতে সংখ্যাগরিষ্ঠের মতামতকে বোঝায়। যেকোনো জাতীয় প্রশ্নে বিভিন্ন শ্রেণি বা মহল বিভিন্ন মত পোষণ করতে পারে। এভাবে মতামত প্রবাহিত হওয়ার সময় যে মতটি অন্যগুলোর তুলনায় প্রবল হয়, তাকেই জনমত বলে অভিহিত করা হয়। জনমত সর্বাপেক্ষা প্রভাবশালী, যুক্তিযুক্ত ও কল্যাণকর। এটি সরকারকে ব্যাপকভাবে প্রভাবিত করতে পারে।

উদ্দীপকে দেখা যায়, 'ক' রাষ্ট্রের একটি রাজনৈতিক দল ক্ষমতায় গিয়ে শাসনব্যবস্থা পরিবর্তন করে। জনগণ এ পরিবর্তনের প্রচণ্ড বিরোধিতা করে। জনগণের এ প্রবল বিরোধিতার মুখে সরকার পূর্বের শাসন ব্যবস্থা বহাল রাখতে সক্ষম হয়। এ বিষয়টি মূলত জনমতের প্রাধান্য ও শক্তিকে ইঙ্গিত করে। জনমতকে অস্বীকার করে কোনো সরকারই দীর্ঘকাল ক্ষমতায় টিকে থাকতে পারে না। জনমতের চাপে পড়ে অনেক স্বৈরাচারী সরকারের পতন হয়েছে। গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় জনমত সরকারের স্বেচ্ছাচার রোধ করে। তাই বলা যায়, জনগণ জনমত গঠনের মাধ্যমে সরকারের বিরোধিতা করতে পারে।

ঘ "গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় জনগণের মতামত তথা জনমতের বিকল্প নেই"— উক্তিটি যথার্থ।

গণতন্ত্র হলো জনগণের প্রতিনিধিদের দ্বারা পরিচালিত, জনকল্যাণে নিয়োজিত শাসনব্যবস্থা। যে শাসন ব্যবস্থায় সকল জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষা প্রতিফলিত হয় তাই গণতন্ত্র। প্রতিনিধত্বশীল গণতন্ত্রে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিগণ শাসনকার্য পরিচালনা করেন।

গণতন্ত্রে জনমতের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। জনপ্রতিনিধি নির্বাচন ও সরকার গঠনের ক্ষেত্রে জনমত মুখ্য ভূমিকা পালন করে। ক্ষমতাসীন ও বিরোধী দল জনমতের বিরুদ্ধে কোনো কাজ করে না। জনমত গণতান্ত্রিক সরকারকে সঠিক পথে পরিচালিত করে। সরকার জনকল্যাণ সাধনের জন্য যে কার্যসূচি প্রণয়ন ও কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করে তা সাধারণ জনমতের দিকে লক্ষ রেখেই করা হয়ে থাকে। জনগণের আস্থা হারালে সরকার টিকে থাকতে পারে না। জনমত রাজনৈতিক দলগুলোর মাঝে জবাবদিহিতা নিশ্চিত করে। এর ফলে রাজনৈতিক দলের স্বেচ্ছাচারিতা ও ক্ষমতার অপব্যবহারে নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠিত হয়। জনমতের চাপে সরকার রক্ষণশীল মনোভাব পরিত্যাগ করে যুগোপযোগী ও প্রগতিশীল কর্মসূচি গ্রহণ করতে বাধ্য হয়। জনমত যতক্ষণ পর্যন্ত কোনো গণতান্ত্রিক সরকারের অনুকূলে থাকে ততক্ষণ পর্যন্ত সে সরকার দক্ষতা ও ক্ষিপ্রতার সাথে যেকোনো কর্মসূচি বাস্তবায়ন করতে পারে। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় আইন প্রণীত ও পরিবর্তিত হয় জনমতের চাপে বা প্রভাবে।

উপরিউক্ত আলোচনা থেকে বোঝা যায়, শুধুমাত্র জনমত গঠন করে জাতীয় ও রাজনৈতিক যেকোনো বিষয়ে গণতান্ত্রিক সরকারের অবস্থান পরিবর্তন করা সম্ভব। তাই বলা যায়, গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় জনমতের বিকল্প নেই।

প্রশ্ন ▶ ২৪ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের শিক্ষামন্ত্রী ২০১০ সালে রংপুরস্থ কারমাইকেল কলেজ পরিদর্শনে এলে ছাত্র-শিক্ষক, স্থানীয় রাজনীতিবিদ ও সুশীল-সমাজ তাঁকে এ কলেজটিতে উচ্চ মাধ্যমিক শ্রেণিতে ছাত্র ভর্তির অনুমোদন প্রদানের জন্য অনুরোধ জানায়। তিনি বলেন যে, বর্তমান সরকার শিক্ষার প্রসারে সদা সচেষ্ট ও আন্তরিক এবং তিনি ব্যক্তিগতভাবে জনমতের প্রতি শ্রদ্ধাশীল। অচিরেই কারমাইকেল কলেজে উচ্চ মাধ্যমিক শ্রেণিতে ছাত্রভর্তির অনুমোদন দেওয়া হবে।' মন্ত্রী মহোদয় ঢাকায় ফিরে যাবার অল্পদিন পরই কলেজটি উচ্চ মাধ্যমিক শ্রেণিতে ছাত্র ভর্তির অনুমোদন লাভ করে। *[পুলিশ লাইন্স স্কুল এন্ড কলেজ, বগুড়া। প্রশ্ন নং ১০]*

ক. জনমতের সংজ্ঞা লেখ। ১

খ. জনমতের তিনটি বৈশিষ্ট্য উল্লেখ কর। ২

গ. জনমত গঠনে বর্তমানে কোন কোন মাধ্যমকে তুমি সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে কর? বর্ণনা দাও। ৩

ঘ. 'সুষ্ঠু জনমতের সাথে সুশাসনের সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ ও নিবিড়'— উক্তিটির যথার্থতা মূল্যায়ন কর। ৪

Teachingbd24.com

২৪ নং প্রশ্নের উত্তর

ক জনমত হলো কল্যাণধর্মী, বলিষ্ঠ যুক্তিভিত্তিক ও সুস্পষ্ট মতামত, যা প্রধানত সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের সাথে সম্পর্কযুক্ত।

খ জনমতের তিনটি বৈশিষ্ট্য হলো- যুক্তিভিত্তিক, সুস্পষ্টতা ও মতৈক্য। জনমত হলো যুক্তিভিত্তিক মতামত। জনমতে সাধারণত কোনো অযৌক্তিক মতামত স্থান পায় না। সুস্পষ্টতা জনমতের একটি উল্লেখযোগ্য দিক। বস্তুত সুস্পষ্ট কোনো বিষয় ছাড়া জনমত গঠন করা যায় না। জনমতে মতৈক্য একান্ত আবশ্যক। বিরোধী ও বিশৃঙ্খল কোনো মতামত জনমত নয়।

গ জনমত গঠনে বর্তমানে পরিবার, সভা-সমিতি, আইনসভা, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, পুস্তক-পুস্তিকা ও সাহিত্য, বেতার, চলচ্চিত্র ও টেলিভিশনকে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ বলে আমি মনে করি।

পিতামাতা ও পরিবারের অন্যান্য বয়োঃজ্যেষ্ঠদের মতামত ও ধ্যান-ধারণা শিশু ও কিশোর মনকে প্রভাবিত করে। পরিবারের মূল্যবোধ ও দৃষ্টিভঙ্গি সদস্যদের বিশেষভাবে প্রভাবিত করে। এ প্রভাব ভবিষ্যতে রাজনৈতিক মতামত গঠনের ক্ষেত্রে কার্যকর হয়। জনগণকে রাজনৈতিক শিক্ষায় শিক্ষিত করে সুষ্ঠু জনমত গঠন করার জন্য সভা-সমিতির গুরুত্ব অপরিসীম। আইনসভাকে জনমত গঠনের একটি উত্তম মাধ্যম বলে মনে করা হয়। আইনসভায় যে মতামত প্রকাশিত হয় তা প্রকৃতপক্ষে জনগণেরই মতামত ও চিন্তা-ভাবনা। এ মতামত ও চিন্তা-ভাবনা জনমত গঠনে ভূমিকা রাখে।

দেশে বিদ্যমান শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ জনমত গঠনের ভিত্তিস্বরূপ। স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় প্রভৃতি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছাত্র-ছাত্রীরা বিভিন্ন বিষয়ে জ্ঞান লাভ করে এবং সমস্যা সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করতে শিখে। তাই সুষ্ঠু, সুসংহত, নিরপেক্ষ জনমত গঠনের ক্ষেত্রে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। বিভিন্ন প্রকার পুস্তক-পুস্তিকা, সাহিত্য জনমত গঠনের উত্তম বাহন বলে আধুনিককালে বিশেষভাবে স্বীকৃত। জনমত গঠন, প্রকাশ ও বিকাশের ক্ষেত্রে বেতার, চলচ্চিত্র ও টেলিভিশন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। বিভিন্ন প্রকার গঠনমূলক আলোচনা, চিত্র প্রদর্শনী এবং চেতনা ও আদর্শমূলক ছায়াছবি প্রদর্শনের মাধ্যমে বেতার, চলচ্চিত্র ও টেলিভিশন জনমতকে প্রকাশিত ও সংগঠিত করে।

ঘ সুষ্ঠু জনমতের সাথে সুশাসনের সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ ও নিবিড় — উক্তিটি যথার্থ।

বর্তমান বিশ্বের জনপ্রিয় শাসনব্যবস্থা হলো গণতন্ত্র। এ গণতান্ত্রিক সরকারব্যবস্থায় সরকার জনমত ও জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণের ভিত্তিতে পরিচালিত হয়। জনমতের বিরোধী সরকার হয় স্বেচ্ছাচারী, যে সরকার খুব বেশিদিন ক্ষমতায় টিকে থাকতে পারে না। মূলত এ কারণেই সরকার সর্বদা জনমতকে প্রাধান্য দিয়ে তার কর্মকাণ্ডের জন্য জনগণের নিকট জবাবদিহি করতে বাধ্য থাকে। আর এ জবাবদিহিতা ও জনগণের অংশগ্রহণ সুশাসনের অন্যতম শর্ত। সুশাসনের একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হলো আইনের শাসন। আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা ও রক্ষায় জনমতের ভূমিকা অত্যধিক। জনমত আইনের শাসনকে নিশ্চিত করে। এ আইনের শাসন রাষ্ট্রে সুশাসন প্রতিষ্ঠা করে।

দুর্নীতি আইনের শাসন ও সুশাসন প্রতিষ্ঠার অন্যতম অন্তরায়। এই দুর্নীতির বিরুদ্ধে বাংলাদেশে জনমত গড়ে ওঠে, কেননা জনমত গঠিত হয় বিভিন্ন ধরনের সমস্যা ও তার সমাধানকে কেন্দ্র করে। এর ফলে ২০০৪ সালে দুর্নীতি দমন কমিশন সংগঠিত রূপ লাভ করে। জনগণের একটি গণতান্ত্রিক অধিকার হলো তথ্য জানার অধিকার। এ তথ্যের অবাধ ও মুক্ত প্রবাহ সুশাসনের জন্য অপরিহার্য একটি বিষয়। কারণ, অবাধ তথ্যপ্রবাহ নিশ্চিত হলে দুর্নীতির মাত্রা হ্রাস পায় এবং সুশাসন প্রতিষ্ঠিত হয়। এর জন্য প্রয়োজন গণ-আন্দোলন, যেখানে থাকবে জনমতের পূর্ণ প্রতিফলন।

ওপরের আলোচনার ভিত্তিতে তাই বলা যায়, সুষ্ঠু জনমতের সাথে সুশাসনের নিবিড় ও ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বিদ্যমান।

প্রশ্ন ▶ ২৫ দিনাজপুরের বড়পুকুরিয়া কয়লাখনি হতে দেশের জাতীয় স্বার্থে কয়লা উত্তোলন করা প্রয়োজন। কিন্তু উক্ত এলাকায় জনগণ তাদের ঘর-বাড়ির ভবিষ্যৎ নিয়ে আতঙ্কগ্রস্ত। এমতাবস্থায়, স্থানীয় সকল স্তরের জনগণ কয়লা উন্মুক্ত পদ্ধতিতে উত্তোলন না করার জন্য সরকারের প্রতি অনুরোধ জানায়। সরকার জনমতের প্রতি সাড়া দিয়ে উন্মুক্ত পদ্ধতিতে কয়লা উত্তোলন না করার সিদ্ধান্ত নেয়।

[দিনাজপুর সরকারি মহিলা কলেজ | প্রশ্ন নং ৮]

ক. রাজনৈতিক সংস্কৃতি কী? ১

খ. শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কীভাবে জনমত গঠনে ভূমিকা রাখে? ২

গ. উদ্দীপকে উল্লেখিত এলাকার জনগণের মধ্যে কোন বিষয়ের প্রতিফলন ঘটেছে? উদ্দীপকের আলোকে বিশ্লেষণ করো। ৩

ঘ. তুমি কি মনে করো, উদ্দীপকে উল্লেখিত সরকারের পদক্ষেপ সঠিক ছিল? উদ্দীপকের আলোকে মূল্যায়ন করো। ৪

২৫ নং প্রশ্নের উত্তর

ক রাজনৈতিক সংস্কৃতি বলতে সেসব মনোভাব, বিশ্বাস, অনুভূতি ও মূল্যবোধকে বোঝায় যা মানুষের রাজনৈতিক আচরণ ও মূল্যবোধকে নিয়ন্ত্রণ করে।

খ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান জনমত গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নির্দিষ্ট পাঠক্রম, পাঠদান পদ্ধতি, শিক্ষকদের শিক্ষাদান এবং সহপাঠীদের সাথে মেলামেশার ফলে নতুন নতুন দৃষ্টিভঙ্গির সাথে শিক্ষার্থীরা পরিচিত হয়। ফলে তাদের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি পায়। আবার বাংলাদেশসহ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে রাজনৈতিক দলের অঙ্গসংগঠন হিসেবে ছাত্রসংগঠন রয়েছে। এসব সংগঠনের বিভিন্ন কর্মসূচি জনমত গঠনে বিশেষভাবে ভূমিকা রাখে। উল্লিখিত সকল কিছুই জনমত গঠনে সহায়ক ভূমিকা পালন করে।

গ উদ্দীপকে উল্লিখিত জনগণের মধ্যে জনমত-এর প্রতিফলন ঘটেছে।

জনমত হচ্ছে কল্যাণধর্মী, বলিষ্ঠ যুক্তিভিত্তিক ও সুস্পষ্ট মতামত যা সরকার ও জনগণকে প্রভাবিত করে। আর তাই সুষ্ঠু ও সচেতন জনমতের ওপর প্রতিনিধিত্বমূলক গণতন্ত্রের সাফল্য নির্ভর করে।

উদ্দীপকে দেখা যাচ্ছে, সরকার দেশের স্বার্থে দিনাজপুরের বড় পুকুরিয়া কয়লাখনির কয়লা উত্তোলন করতে চেয়েছিল। কিন্তু ঐ এলাকার লোকজন তাদের ঘর-বাড়ির ভবিষ্যৎ নিয়ে আতঙ্কিত বিধায় কয়লা উত্তোলন না করতে সরকারের প্রতি আহ্বান জানায়। সরকার তাদের আহ্বানে সাড়া দিয়ে কয়লা উত্তোলন স্থগিত রাখে। সরকারের এ সিদ্ধান্তে জনমতের প্রতিফলন ঘটেছে। এ ঘটনা থেকে বলা যায়, জাতীয় কোনো প্রশ্নে সংখ্যাগরিষ্ঠের মতই যে সর্বদা জনমত বলে স্বীকৃত হবে তা ঠিক নয়; কখনও কখনও সংখ্যালঘিষ্ঠের জনকল্যাণমূলক মতামতও জনমত হতে পারে যদি তা যুক্তিযুক্ত ও কল্যাণমূলক হয়।

উদ্দীপকের বর্ণনায় দেখা যায়, দেশের স্বার্থে কয়লা উত্তোলন জরুরি থাকা সত্ত্বেও স্থানীয় লোকদের অসুবিধার কথা চিন্তা করে সরকার তার সিদ্ধান্তকে জনগণের ওপর চাপিয়ে দেয়নি। যা স্পষ্টতই জনগণের মতামতকে প্রাধান্য দেওয়ার একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

Teachinbd24.com

ঘ হ্যাঁ, আমি মনে করি উদ্দীপকে উল্লিখিত ঘটনায় সরকারের পদক্ষেপ সঠিক ছিল।

আধুনিক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে জনমতের ওপর ভিত্তি করে সরকার গঠিত হয়। আর জনগণের রায় নিয়ে যে সরকার গঠিত হয় সে সরকার জনমতের চাপে জনকল্যাণমুখী কর্মসূচি প্রদান, পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করার চেষ্টা করে। কারণ সরকারের নীতি বা সিদ্ধান্ত জনমতের বিপক্ষে গেলে সরকার পরিবর্তন হওয়ার ঝুঁকি থাকে। আর এজন্যই সরকার জনস্বার্থ-বিরোধী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা থেকে বিরত থাকে।

উদ্দীপকে আমরা দেখি, সরকার জনমতকে প্রাধান্য দিয়ে প্রতিনিধিত্বমূলক গণতন্ত্রের পথ সুগম করার প্রয়াস চালিয়েছে। ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও সরকার জনমতকে উপেক্ষা করেনি। প্রতিনিধিত্বমূলক গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় সরকারের সিদ্ধান্ত যে সঠিক ছিল এতে সেটাই প্রমাণিত হয়।

উপর্যুক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায়, জনমত গণতন্ত্রের ধারক ও বাহক। জনমতকে উপেক্ষা করে সরকার টিকে থাকতে পারে না। তাই কয়লা না তুলে জনমতকে প্রাধান্য দেওয়ার সরকারি সিদ্ধান্ত যথার্থ ছিল।

প্রশ্ন ▶ ২৬ আধুনিক প্রতিনিধিত্বমূলক গণতন্ত্রে জনমতের ভূমিকা সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে অধ্যাপক মাজহার ছাত্র-ছাত্রীদের বললেন, সাধারণ অর্থে সংখ্যাগরিষ্ঠের মতামতকে জনমত বলা হয়। কিন্তু পৌরনীতি ও সুশাসনে সকল মতামতই জনমত নয়। তাসিন নামক একজন ছাত্র বলল যে, তাহলে কোন মতকে জনমত বলা যাবে? তিনি বললেন যে, সুষ্ঠু ও সচেতন জনমত গণতন্ত্রের প্রাণ। জনমত গঠনে বেশ কিছু মাধ্যম বা বাহন রয়েছে।

[ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল ও কলেজ, লালমনিরহাট | প্রশ্ন নং ৯]

ক. কিম্বল ইয়ং প্রদত্ত জনমতের সংজ্ঞাটি লেখ। ১

খ. রাজনৈতিক সংস্কৃতি বলতে কী বোঝ? ২

গ. জনমত গঠনে রাজনৈতিক দলের ভূমিকা কতটুকু? উদ্দীপকের আলোকে ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. "সুষ্ঠু ও সচেতন জনমত গণতন্ত্রের প্রাণ"— উদ্দীপকের উল্লিখিত বাক্যটি মূল্যায়ন কর। ৪

২৬ নং প্রশ্নের উত্তর

ক কিম্বল ইয়ং প্রদত্ত জনমতের সংজ্ঞাটি হলো- 'একটি নির্দিষ্ট সময়ে জনগণ যে মতামত পোষণ করেন, তাই জনমত।"

খ রাজনৈতিক সংস্কৃতি হচ্ছে রাজনৈতিক ব্যবস্থার দর্পণ। এটি রাজনৈতিক ব্যবস্থার নির্ধারক।

সাধারণ অর্থে রাজনৈতিক সংস্কৃতি বলতে রাষ্ট্রের নাগরিকদের রাজনৈতিক জীবনধারা সম্পর্কে তাদের মনোভাব, বিশ্বাস ও মূলবোধকে বোঝানো হয়। রাজনৈতিক ব্যবস্থা ও রাজনৈতিক বিষয় সম্পর্কে সমাজের সকল মনোভাব, বিশ্বাস, অনুভূতি এবং মূলবোধের সমন্বয়ে রাজনৈতিক সংস্কৃতি গঠিত হয়।

গ জনমত গঠনে যে সকল বাহন ভূমিকা পালন করে তাদের মধ্যে রাজনৈতিক দল অন্যতম। আধুনিক গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় জনমত সংগঠনে রাজনৈতিক দলের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে।

গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় রাজনৈতিক দল গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে জনমত গঠনের শ্রেষ্ঠ মাধ্যম। প্রতিটি রাজনৈতিক দলই কতগুলো আদর্শের ভিত্তিতে গড়ে ওঠে। দলীয় আদর্শকে সামনে রেখে তারা নির্বাচনি কর্মসূচি ঘোষণা ও প্রচার করে জনসমর্থন লাভের চেষ্টা করে। সরকারি দল তাদের দলীয় কর্মসূচিকে জনগণের মাঝে জনপ্রিয় করে তোলার সর্বাত্মক চেষ্টা করে। বিপরীতে বিরোধী দলগুলো সরকারি কর্মকাণ্ডের কঠোর সমালোচনা করে নিজেদের কর্মসূচিকে উত্তম বলে দাবি করে প্রচারণা চালায়।

উপরিউক্ত নানামুখী প্রচারণায় জনগণের মধ্যে রাজনৈতিক শিক্ষার বিস্তার ঘটে এবং সুস্থ ও সংহত জনমত গড়ে ওঠে।

ঘ 'সুস্থ ও সচেতন জনমত গণতন্ত্রের প্রাণ'— উদ্দীপকে উল্লিখিত বাক্যটি যথার্থ।

গণতন্ত্র হলো জনগণের প্রতিনিধিদের দ্বারা পরিচালিত, জনগণের কল্যাণে নিয়োজিত শাসনব্যবস্থা। যে শাসনব্যবস্থায় সকল জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষা প্রতিফলিত হয় তাই গণতন্ত্র। প্রতিনিধিত্বশীল গণতন্ত্রে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিগণ শাসনকার্য পরিচালনা করেন।

গণতন্ত্রে জনমতের ভিত্তিতেই প্রতিনিধি নির্বাচিত হয় এবং সরকার গঠন করা হয়। জনগণের ইচ্ছা প্রকাশিত হয় জনমতের মাধ্যমে। এ কারণে প্রতিনিধিত্বশীল গণতন্ত্রকে সফল করতে হলে প্রয়োজন সতর্ক ও সজ্ঞান জনমতের, যা জনস্বার্থকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠে। জনমত আইনসভার কার্যক্রমকেও প্রভাবিত করে থাকে। জনকল্যাণকর আইন প্রণয়নে আইনসভাকে নির্দেশনা দেয় জনমত। এছাড়া সরকারের স্বেচ্ছাচারিতা রোধে জনমত ভূমিকা রাখে। সরকারের অগণতান্ত্রিক ও জনকল্যাণবিরোধী কর্মকাণ্ডের বিরুদ্ধে গড়ে ওঠা জনমত সরকারকে পক্ষপাতমূলক সিদ্ধান্ত গ্রহণ থেকে সংযত রাখে। সজাগ ও সচেতন জনমত ব্যক্তি স্বাধীনতা খর্ব হতে দেয় না।

জনমত সরকারের স্থায়িত্ব ও ক্ষমতার প্রকাশ বিভিন্নভাবে নিয়ন্ত্রণ করে এবং সরকারকে সঠিক পথে পরিচালিত করতে সহায়তা করে। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে জনমত গঠনই নেতার জনপ্রিয়তা ও নির্বাচিত প্রতিনিধি হওয়ার একমাত্র মাধ্যম। শুধুমাত্র জনমত গঠন করে জাতীয় ও রাজনৈতিক যেকোনো বিষয়ে গণতান্ত্রিক সরকারের অবস্থান পরিবর্তন করা সম্ভব। আর এ কারণসমূহের জন্যই জনমতকে গণতন্ত্রের প্রাণ বলা হয়।

প্রশ্ন ▶ ২৭ আদনান বাবার সাথে একবার প্রথম ঢাকায় এসে রাস্তায় ছবিসহ নানান বক্তব্য, দাবি-দাওয়া, শ্লোগান সম্পর্কিত ব্যানার, ফেস্টুন, বিলবোর্ড প্রভৃতি দেখতে পায়। এ বিষয়ে জিজ্ঞাসা করলে বাবা তাকে জানালেন, মানুষকে আকর্ষণ এবং প্রভাবিত করার জন্য এমনটি করা হয়েছে।

[জয়পুরহাট সরকারি মহিলা কলেজ | প্রশ্ন নং ১]

ক. জনমত কী? ১

খ. রাজনৈতিক সংস্কৃতি বলতে কী বোঝায়? ২

গ. উদ্দীপকে জনমত সংগঠনের জন্য যে মাধ্যমের কথা বলা হয়েছে তা ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকের আলোকে গণতন্ত্রে জমতের ভূমিকা ব্যাখ্যা করো। ৪

২৭ নং প্রশ্নের উত্তর

ক সংখ্যাগরিষ্ঠের যুক্তিসিদ্ধ ও সুচিন্তিত মতামতই জনমত। যা সরকার ও জনগণকে প্রভাবিত করতে পারে।

খ রাজনৈতিক সংস্কৃতি হচ্ছে রাজনৈতিক ব্যবস্থার দর্পণ। এটি রাজনৈতিক ব্যবস্থার নির্ধারক।

সাধারণ অর্থে রাজনৈতিক সংস্কৃতি বলতে রাজনৈতিক জীবনধারা সম্পর্কে রাষ্ট্রের নাগরিকদের মনোভাব, বিশ্বাস ও মূলবোধকে বোঝানো হয়। রাজনৈতিক ব্যবস্থা ও রাজনৈতিক বিষয় সম্পর্কে জনগণের মনোভাব, বিশ্বাস, অনুভূতি এবং মূলবোধের সমন্বয়ে রাজনৈতিক সংস্কৃতি গঠিত হয়।

গ উদ্দীপকে জনমত সংগঠনের যে মাধ্যমের কথা বলা হয়েছে তা হচ্ছে প্রচার মাধ্যম।

বর্তমানে দেয়ালে নানা ধরনের লিখন জনমত গঠনের মাধ্যম হিসেবে কাজ করে। নির্বাচনকালে প্রার্থীর পক্ষে প্রচারণায় দেয়ালে দেয়ালে নানা ধরনের লিখন চোখে পড়ে। তাছাড়া বড় বড় বিল বোর্ডে ছবিসহ বক্তব্য কিংবা বিরোধী দল কর্তৃক সরকারি দলের সমালোচনা বিলবোর্ড বা

Teachingbd24.com

পোস্টারে প্রকাশের মাধ্যমে জনমত গঠনের প্রয়াস চালানো হয়। তাছাড়া বিভিন্ন স্লোগানসংবলিত ব্যানার ও ফেস্টুন নিয়েও নির্বাচনকালীন প্রার্থীরা জনমত গঠনের চেষ্টা চালান।

উদ্দীপকে আদনান ঢাকায় এসে দেয়ালে নানা ধরনের লিখন, বড় বড় বিলবোর্ডে ছবিসহ বক্তব্য, স্লোগানসংবলিত ব্যানার, ফেস্টুন ইত্যাদি দেখতে পায়। তার দেখা জিনিসগুলো জনমত সংগঠনের প্রচার মাধ্যমের অন্তর্ভুক্ত।

ঘ গণতন্ত্রের জনমতের ভূমিকা ব্যাপক।

আধুনিক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে জনমতের গুরুত্ব অপরিসীম। এটি নাগরিকের অধিকার সুরক্ষা এবং সুশাসনের মূলমন্ত্র। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার সাফল্য জনমতের ওপর নির্ভরশীল।

গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে সরকার গঠনে জনমত মুখ্য ভূমিকা পালন করে। যে রাজনৈতিক দলের প্রতি জনমত সর্বাধিক তারাই সরকার গঠন করতে পারে। তদপুরি, জনমত দ্বারা সরকার নিয়ন্ত্রিত হয়। জনমতের দিকে লক্ষ রেখে সরকারের কার্যক্রম পরিচালিত হয়। জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষাকে সরকার উপেক্ষা করতে পারে না। শাসনব্যবস্থায় স্থিতিশীলতা প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রেও জনমতের গুরুত্ব রয়েছে। জনমত যদি সরকারের বিরুদ্ধে চলে যায় তাহলে সরকারের পতন অনিবার্য।

জনমত আইনসভার কার্যক্রমকেও প্রভাবিত করে থাকে। জনকল্যাণকর আইন প্রণয়নে আইনসভাকে নির্দেশনা দেয় জনমত। এছাড়া সরকারের স্বেচ্ছাচারিতা রোধে জনমত ভূমিকা রাখে। সরকারের অগণতান্ত্রিক ও জনকল্যাণবিরোধী কর্মকাণ্ডের বিরুদ্ধে গড়ে ওঠা জনমত সরকারকে পক্ষপাতমূলক সিদ্ধান্ত গ্রহণ থেকে সংযত রাখে। জনমত ব্যক্তিস্বাধীনতার অন্যতম রক্ষক। সজাগ ও সচেতন জনমত ব্যক্তি স্বাধীনতা খর্ব হতে দেয় না।

গণতন্ত্রে জনমতই সার্বভৌম ক্ষমতার আধার বলে বিবেচিত হয়। নির্বাচনে ভোটাধিকার প্রয়োগের মাধ্যমে এ ক্ষমতার বহিঃপ্রকাশ ঘটে। জনপ্রতিনিধিগণ জনমতের প্রতি লক্ষ রেখে শাসনকার্য পরিচালনা করে। গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় রক্ষণশীল রাজনৈতিক দলের প্রগতিবিরোধী মনোভাব দূর করে জনমত গণতন্ত্রের গতিসঞ্চার করে যাতে সরকারি উন্নয়ন কর্মকাণ্ড ত্বরান্বিত হয়। এতে গণতান্ত্রিক রীতিনীতির বিকাশ ঘটে। গণতন্ত্রে বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলো জনমতের আনুকূল্য বা সমর্থন লাভের জন্য সরকারের বিভিন্ন দোষ-ত্রুটি জনসম্মুখে তুলে ধরে। ফলে সরকার ঐসব দোষ-ত্রুটি দূরীকরণে তৎপর হয়।

পরিশেষে বলা যায়, 'সজাগ ও তীক্ষ্ণ বুদ্ধিসম্পন্ন জনমত গণতন্ত্রের প্রথম উপাদান।' জনমত গণতন্ত্রের অতন্দ্র প্রহরীর ভূমিকা পালন করে। তাই গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থায় নাগরিক অধিকার, জনস্বার্থ প্রতিষ্ঠায় জনমতের গুরুত্ব অপরিসীম।

প্রশ্ন ▶ ২৮ মি. হ্যামিলটনের দেশের সরকার ধূমপান নিষিদ্ধ ঘোষণা করার পর এক জরিপে দেখা গেল শতকরা ৮০% জনগণ ধূমপানের পক্ষে এবং ২০% জনগণ ধূমপানের বিপক্ষে।

[ঈশ্বরদী মহিলা কলেজ, পাবনা। প্রশ্ন নং ৯]

ক. জনমতের ইংরেজী প্রতিশব্দ কী? ১

খ. জনমতের মূল কথা বলতে কী বোঝায়? ২

গ. উদ্দীপকের ২০% জনগণের মতামতকে কী জনমত বলা যায়? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. 'সুস্থ ও যুক্তি ভিত্তিক জনমত গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে সুদৃঢ় করে'— বিশ্লেষণ করো। ৪

২৮ নং প্রশ্নের উত্তর

ক জনমতের ইংরেজী প্রতিশব্দ হলো— Public Opinion.

খ সাধারণত অর্থে 'জনমত' হলো জনগণের বেশির ভাগ অংশের মতামত। এ অর্থে কোনো বিষয়ে সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের মতের সমষ্টিকে জনমত বোঝায়। তবে পৌরনীতিতে জনমতের অর্থ সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের মতামতকে বোঝায় না, এর অর্থ একটু ভিন্নতর। এখানে সমাজের প্রভাবশালী, যৌক্তিক, স্পষ্ট, কল্যাণকামী, মতামতকে জনমত বলা হয়। লর্ড ব্রাইস বলেছেন, "জনমত হলো সম্প্রদায়ের স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয়ে জনগণের অভিমতের সমষ্টি।" জে. এস. মিল বলেছেন, "কোনো নির্দিষ্ট জাতীয় সমস্যার ওপর জনগণের সংগঠিত অভিমতের নাম জনমত।"

গ হ্যাঁ, উদ্দীপকের ২০ ভাগ জনগণের মতামতকে জনমত বলা যায়। উদ্দীপকে মি. হ্যামিলটনের দেশের সরকার ধূমপান নিষিদ্ধ ঘোষণার পর পরিচালিত এক জরিপে দেখা যায় ৮০ ভাগ জনগণ ধূমপানের পক্ষে এবং ২০ ভাগ জনগণ ধূমপানের বিপক্ষে।

আমরা জানি, জনমত গঠিত হয় দেশ ও জাতির কল্যাণের লক্ষ্যে। সংখ্যাগরিষ্ঠের মত যদি জনস্বার্থ পরিপন্থি হয় তবে তাকে জনমত বলা যাবে না আবার একজনের মতও যদি জনকল্যাণধর্মী হয় এবং দেশ ও সমাজের মঙ্গল বয়ে আনতে পারে তবে ওই মতকে জনমত বলা যেতে পারে। জনমতের প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো জনকল্যাণ।

জনমত সরকার ও জনগণকে নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতা রাখে। যে মতামত কল্যাণকর ও সময়োপযোগী সে মতামতের বাইরে যেসব জনগণ তারা স্বাভাবিকভাবেই কল্যাণকর মতামত মেনে নিতে বাধ্য থাকে। জনমতের পক্ষে যুক্তি থাকতে হবে। এখানে ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর অযৌক্তিক মতের কোনো মূল্য নেই।

পরিশেষে বলা যায়, উদ্দীপকের দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণ ধূমপানের পক্ষে থাকলেও তা জনমত নয়। কারণ তা দেশ ও জাতির জন্য অকল্যাণকর। অন্যদিকে, মাত্র ২০ ভাগ জনগণ ধূমপানের বিপক্ষে থাকলেও তা জনগণের জন্য কল্যাণকর হওয়ায় জনমত হিসেবে বিবেচিত হবে।

ঘ সূক্ষ্ম ও যুক্তিভিত্তিক জনমত গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে সুদৃঢ় করে— উক্তিটি যথার্থ।

আধুনিক সরকার গণতান্ত্রিক উপায়ে জনগণ দ্বারা ক্ষমতায় যায় এবং জনমতের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হয়ে শাসনকার্য পরিচালনা করে। প্রত্যেক সরকারই জনমত নিজের পক্ষে রাখতে চায়। কেননা জনমত অবজ্ঞা করে কোনো সরকারই ক্ষমতায় টিকে থাকতে পারে না। তাই জনমত ও গণতন্ত্র সমার্থক শব্দ। যে সরকার জনমত দ্বারা নিয়ন্ত্রিত না হয় সে সরকার স্বেচ্ছাচারী হওয়ার আশঙ্কা থাকে। জনমত জনগণের মৌলিক অধিকার রক্ষায় সব সময় সচেষ্ট থাকে। যুক্তিভিত্তিক, জ্ঞানপূর্ণ, কল্যাণকামী ও জাতীয় মঙ্গলে গঠিত জনমত গণতন্ত্রের চালিকাশক্তি। গণতন্ত্রকে গড়ে তুলতে হয়, লালন করতে হয়, বিকশিত হওয়ার সুযোগ দিতে হয়, সর্বোপরি গণতন্ত্রকে সরকারের রক্তচক্ষু হতে রক্ষা করতে হয়। এসব ক্ষেত্রে জনমতের গুরুত্ব সর্বাধিক। জবাবদিহিতা গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার প্রাণ। আর জনমতের মাধ্যমেই সরকারের এই জবাবদিহিতা নিশ্চিত হয়।

উপর্যুক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে তাই বলা যায়, সুস্থ ও যুক্তিভিত্তিক জনমত গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে সুদৃঢ় করে।

প্রশ্ন ▶ ২৯ জনাব 'ক' একটি সংগঠনের সদস্য। সংগঠনটির কর্মকাণ্ড সারা দেশে বিস্তৃত। উক্ত সংগঠনটি ভোটাধিকার প্রতিষ্ঠা, মানবাধিকার প্রতিষ্ঠা, জাতীয় সদস্য সংক্রান্ত বিষয়সমূহ বিভিন্ন মাধ্যমে তুলে ধরার পাশাপাশি সমাধানের জন্য কর্মসূচি প্রণয়ন করে। অন্যদিকে 'ক' এর বন্ধু অন্য একটি সংগঠনের সদস্য। সংগঠনটি মুনাফা লাভের জন্য বিভিন্ন মাধ্যমকে ব্যবহারে সচেষ্ট থাকে। *[নওগাঁ সরকারি কলেজ। প্রশ্ন নং ৩]*

teachingbd24.com

ক. জনমত কী? ১
খ. জনসেবা বলতে কী বোঝ? ২
গ. উদ্দীপকে বর্ণিত 'ক' এর সংগঠনটি প্রধানত কোন কোন মাধ্যমকে ব্যবহার করে কর্মসূচি প্রণয়ন করে? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকে বর্ণিত সংগঠন দুটির মধ্যে কার কার্যক্রম জনমত গঠনে ভূমিকা পালন করে? বিশ্লেষণ করো। ৪

২৯ নং প্রশ্নের উত্তর

ক সংখ্যাগরিষ্ঠের যুক্তিসিদ্ধ ও সুচিন্তিত মতামতই জনমত। যা সরকার ও জনমতকে প্রভাবিত করতে পারে।

খ অন্যের কল্যাণে আত্মত্যাগের মহান ব্রতের নামই জনসেবা।
জনসেবা বলতে এক মহান হৃদয়বৃত্তিকে বোঝায়, যার ফলে আত্মত্যাগের মাধ্যমে অন্যের কল্যাণ সাধিত হয়। উদার হৃদয়ে নিজ স্বার্থ বিসর্জন দিয়ে, প্রতিদানের আশা ব্যতিরেকে অপরের দুঃখ-কষ্টে, সমস্যায় পাশে দাঁড়ানো, বিপদে-আপদে সাহায্য করার নামই হলে জনসেবা। এছাড়া অনেকের পেশার সাথেও জনসেবা বিষয়টি জড়িত থাকে। সমাজের প্রতি দায়বদ্ধ থেকেও পেশার খাতিরে জনকল্যাণ সাধন করাকেও জনসেবা বলে।

গ উদ্দীপকে বর্ণিত 'ক'-এর সংগঠনটি মূলত রাজনৈতিক দল। রাজনৈতিক দল সংবাদপত্র, প্রচার পুস্তিকা, প্রচারপত্র, সভা-সমিতি প্রভৃতি মাধ্যমকে ব্যবহার করে নিজ নিজ দলীয় কর্মসূচি প্রণয়ন করে।
উদ্দীপকের 'ক'-এর সংগঠনের কর্মকাণ্ড সারা দেশে বিস্তৃত। উক্ত সংগঠন ভোটাধিকার প্রতিষ্ঠা, মানবাধিকার প্রতিষ্ঠা, জাতীয় সমস্যা বিভিন্ন মাধ্যমে তুলে ধরার পাশাপাশি সমাধানের জন্য কর্মসূচি প্রণয়ন করে। 'ক'-এর সংগঠনের এসব কার্যক্রম রাজনৈতিক দলের কার্যক্রমের অনুরূপ।

রাজনৈতিক দল সংবাদপত্র, প্রচার পুস্তিকা, প্রচারপত্র, সভা-সমিতি প্রভৃতির মাধ্যমে নিজ নিজ দলীয় নীতি ও কর্মসূচি প্রচার করে জনসমর্থন লাভের চেষ্টা করে। এক্ষেত্রে সরকারি দল এসব মাধ্যমে নিজের সফলতাকে প্রকাশ ও প্রচার করে জনমত গঠনের চেষ্টা করে। অন্যদিকে, বিরোধী দলগুলো সরকারের বিভিন্ন ত্রুটি-বিচ্যুতি এসব মাধ্যমে জনগণের সামনে তুলে ধরার প্রচেষ্টা চালায়। উল্লিখিত মাধ্যমে প্রচারিত রাজনৈতিক দলের কর্মসূচি জনগণকে রাজনৈতিক দিক থেকে সচেতন করে তোলে।

ঘ সৃজনশীল ৫ এর 'ঘ' নং প্রশ্নোত্তর দেখো।

প্রশ্ন ▶ ৩০ 'ক' একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র। দেশের জনগণ স্বাধীনভাবে তাদের মতামত প্রকাশ করতে পারে। এখানে সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহ স্বাধীন এবং গণমাধ্যমের স্বাধীনতা বিদ্যমান। 'খ' তার প্রতিবেশী একটি দেশ। সে দেশটিকে 'ক' রাষ্ট্রের মতো জনগণের মত প্রকাশ, প্রতিষ্ঠানের ও প্রচার মাধ্যমের স্বাধীনতা নেই বললেই চলে। এ নিয়ে জনগণের মধ্যে রয়েছে অসন্তোষ।

[বি এ এফ শাহীন কলেজ, চট্টগ্রাম | প্রশ্ন নং ১০]

ক. জনমত কী? ১
খ. রাজনৈতিক সংস্কৃতি বলতে কী বোঝ? ২
গ. 'ক' রাষ্ট্রে জনমত ও রাজনৈতিক সংস্কৃতির কোন বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান? বর্ণনা করো। ৩
ঘ. 'খ' রাষ্ট্রে বিদ্যমান দিকগুলো কীসের অন্তরায়? বিশ্লেষণ করো। ৪

৩০ নং প্রশ্নের উত্তর

ক সংখ্যাগরিষ্ঠের যুক্তিসিদ্ধ ও সুচিন্তিত মতামতই জনমত, যা সরকার ও জনগণকে প্রভাবিত করতে পারে।

খ রাজনৈতিক সংস্কৃতি বলতে কোনো দেশের বিদ্যমান রাজনৈতিক ব্যবস্থার প্রতি জনগণের মনোভাব, মূল্যবোধ, বিশ্বাস, অনুভূতি ও দৃষ্টিভঙ্গির সমষ্টিকে বোঝায়।
আমেরিকান রাষ্ট্রবিজ্ঞানী গ্যাব্রিয়েল অ্যালমন্ড তার 'The Civic Culture' গ্রন্থে রাজনৈতিক সংস্কৃতি শব্দটি প্রথম ব্যবহার করেন। তার মতে, 'রাজনৈতিক সংস্কৃতি হলো রাজনৈতিক ব্যবস্থার সদস্যদের রাজনীতি সম্পর্কে মনোভাব এবং দৃষ্টিভঙ্গির রূপ ও প্রতিকৃতি।' অর্থাৎ কোনো দেশের রাজনৈতিক ব্যবস্থাকে সে দেশের জনগণ কীভাবে গ্রহণ করছে সেটার ধরনই হলো রাজনৈতিক সংস্কৃতি। রাজনৈতিক সংস্কৃতির মাধ্যমে একটি সমাজের রাজনৈতিক ব্যবস্থার প্রতিচ্ছবি ফুটে ওঠে। একটি দেশের রাজনৈতিক ব্যবস্থার গতি প্রকৃতি দেখে সে দেশের রাজনৈতিক সংস্কৃতি সম্পর্কে ধারণা লাভ করা যায়। কোনো অঞ্চলের মানুষ রাজনৈতিক বিষয়ে কী চিন্তা করে তা রাজনৈতিক সংস্কৃতির মধ্যদিয়েই প্রকাশিত হয়।

গ সৃজনশীল ৪ এর 'গ' নং প্রশ্নোত্তর দেখো।

ঘ 'খ' রাষ্ট্রে বিদ্যমান দিকগুলো সুশাসন প্রতিষ্ঠার অন্তরায়।
উদ্দীপকে লক্ষ করা যায়, 'খ' রাষ্ট্রের জনগণের, প্রতিষ্ঠানের ও প্রচার মাধ্যমের কোনো স্বাধীনতা নেই। অর্থাৎ সেখানে জনমত প্রকাশের কোনো স্বাধীনতা নেই, যা সুশাসন প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে বাধা সৃষ্টি করে। রাষ্ট্রীয় জীবনে জনমত প্রকাশের স্বাধীনতা প্রদানের গুরুত্ব অপরিসীম। কেননা জনমত প্রকাশের স্বাধীনতা না থাকলে সে রাষ্ট্রে সুশাসন প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব নয়।
আধুনিক প্রতিনিধিত্বমূলক গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থায় জনমত ও সুশাসনের গুরুত্ব অপরিসীম। ক্ষমতাসীন দল ও বিরোধী দল জনমতকে ভয় করে চলে। জনমত গণতান্ত্রিক সরকারকে সঠিক পথে পরিচালিত করে। জনমতের চাপে সরকার যুগোপযোগী ও প্রগতিশীল কর্মসূচি গ্রহণ করতে বাধ্য হয়। সুশাসনের জন্য সরকার এবং প্রশাসনের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠা করতে হয়। সুষ্ঠু জনমত গড়ে তুলতে হলেও প্রশাসনিক স্বচ্ছতা জরুরি। কারণ জনমতের চাপে সরকার দুর্নীতি দূর করতে সচেষ্ট হয়। জনমতের চাপে সরকার প্রশাসনকে দক্ষ ও গতিশীল করে তোলার ক্ষেত্রেও তৎপর হয়ে ওঠে। তাছাড়া জনগণের গঠনমূলক সমালোচনার ভয়ে সরকার রাষ্ট্রে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করতে বাধ্য হয়। আর এভাবেই রাষ্ট্রে গঠনমূলক জনমতের মাধ্যমে সুশাসন প্রতিষ্ঠিত হয়।
উপর্যুক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায়, সুশাসন প্রতিষ্ঠায় জনমত অগ্রণী ভূমিকা পালন করে থাকে। কিন্তু 'খ' রাষ্ট্র এ গণতান্ত্রিক আচরণ চর্চার অভাব রয়েছে।

প্রশ্ন ▶ ৩১ একটি দেশে গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা বিদ্যমান। এ দেশে বিদ্যমান রাজনৈতিক দলগুলো পরস্পরের প্রতি সহনশীল। একদল অপর দলের সাথে সহযোগিতার মনোভাব নিয়ে কাজ করে। জনগণের মধ্যে শিক্ষার ব্যাপক প্রসার লক্ষ্য করা যায়। ফলে রাজনৈতিক নেতৃত্বের মধ্যে ঐক্য ও সমঝোতার দৃষ্টিভঙ্গি কাজ করে।

[নীলফামারী সরকারি মহিলা কলেজ | প্রশ্ন নং ৬]

ক. রাজনৈতিক সংস্কৃতি কী? ১
খ. বিচার বিভাগের স্বাধীনতা বলতে কী বোঝ? ২
গ. উক্ত উদ্দীপকে বর্ণিত দেশটির রাজনৈতিক সংস্কৃতি কোন ধরনের ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকের আলোকে রাজনৈতিক সংস্কৃতি ও জনমতের সম্পর্ক ব্যাখ্যা করো। ৪

৩১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক রাজনৈতিক ব্যবস্থার প্রতি জনগণের মনস্তাত্ত্বিক অবস্থা, অনুভূতি ও প্রবণতার এক সমন্বিত রূপকেই বলা হয় রাজনৈতিক সংস্কৃতি।

খ বিচারকার্য সম্পাদনের ক্ষেত্রে সর্বপ্রকার পারিপার্শ্বিক প্রভাবমুক্ত হয়ে নিরপেক্ষ রায় প্রদানের জন্য বিচারকের স্বাধীনতাকেই বিচার বিভাগের স্বাধীনতা বলে।

Teachingbook.com

প্রকৃতপক্ষে বিচার বিভাগের স্বাধীনতার অর্থ হলো কর্তব্য পালনে বিচারকদের স্বাধীনতা। বিচারকগণ যখন রায় প্রদানের ক্ষেত্রে সর্বপ্রকার সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক প্রভাব এবং সরকারি কর্মচারীদের নিয়ন্ত্রণ হতে মুক্ত থাকবেন তখনই বিচার বিভাগের সত্যিকার স্বাধীনতা রক্ষিত হবে।

গ উদ্দীপকের রাষ্ট্রটিতে গণতান্ত্রিক বা অংশগ্রহণমূলক রাজনৈতিক সংস্কৃতির ধারা বর্তমান।

রাজনৈতিক ব্যবস্থা সম্পর্কে ব্যক্তিবর্গের ধ্যান-ধারণা, আদর্শ, লালিত কর্মপরিকল্পনাই হলো রাজনৈতিক সংস্কৃতি। এ রাজনৈতিক সংস্কৃতি কোথাও সচল ও দ্রুত গতিসম্পন্ন হয়, আবার কোথাও এর গতি থাকে মন্থর। অংশগ্রহণমূলক রাজনৈতিক সংস্কৃতিতে প্রত্যেক নাগরিক রাজনৈতিক বিষয়ে সক্রিয়ভাবে উদ্যোগী ভূমিকা গ্রহণ করে থাকে। এখানে বিদ্যমান রাজনৈতিক দলগুলো সহনশীলতার ভিত্তিতে সহযোগিতার মনোভাব নিয়ে কাজ করে। এ ব্যবস্থায় রাষ্ট্রের প্রতিটি নাগরিক নিজেকে রাজনৈতিক ব্যবস্থার সক্রিয় কর্মী হিসেবে বিবেচনা করে। ফলে রাজনৈতিক ব্যবস্থায় নাগরিকের অধিকার ও কর্তব্য সুচারুরূপে পালিত হয়। এ ব্যবস্থায় জনগণ সরকারের কাজের মূল্যায়ন ও গঠনমূলক সমালোচনা করে থাকে। এ ব্যবস্থায় সরকার জনস্বার্থবিরোধী কর্মকাণ্ড করতে উদ্যত হলে রাজনৈতিক ব্যবস্থায় অংশগ্রহণকারী সচেতন নাগরিকগোষ্ঠীর বাধার সম্মুখীন হয়।

উদ্দীপকের রাষ্ট্রটির জনগণ রাজনৈতিকভাবে সচেতন। এখানকার দলগুলো পরস্পরের প্রতি সহনশীল সহযোগিতার মনোভাব সম্পন্ন। জনগণের মধ্যে শিক্ষার প্রসার হওয়ায় তারা রাজনীতি সচেতন। তাদের এই সচেতনতাই উক্ত রাষ্ট্রের রাজনৈতিক ব্যবস্থাকে সচল রাখতে সহায়তা করছে। তাই বলা যায় রাষ্ট্রটিতে অংশগ্রহণমূলক রাজনৈতিক সংস্কৃতি বিদ্যমান।

ঘ উদ্দীপকের আলোকে জনমত ও রাজনৈতিক সংস্কৃতির সম্পর্ক ব্যাখ্যা করা হলো—

জনমত বলতে মূলত কোনো বিষয়ে জনগণের যুক্তিযুক্ত সচেতন মতামতকে বোঝায়। জনমত হতে হলে তা সকলের মতামত হতে হবে এমন কোনো কথা নেই। মুষ্টিমেয় এমনকি একজন ব্যক্তির মতও যদি জাতীয় স্বার্থ ও কল্যাণে হয় তাহলেও সেটি জনমত বলে বিবেচিত হয়। আবার রাজনৈতিক সংস্কৃতি হলো রাজনৈতিক বিষয়াদি সম্পর্কে জনগণের বিশ্বাস, মনোভাব, অনুভূতি ও মূল্যবোধের সমষ্টি। জনমত ও রাজনৈতিক সংস্কৃতির সম্পর্ক বেশ ঘনিষ্ঠ। সুষ্ঠু জনমতের জন্য প্রয়োজন সুস্থ ও উন্নত ধরনের রাজনৈতিক সংস্কৃতি। উন্নত রাজনৈতিক সংস্কৃতির অনুপস্থিতিতে সুস্থ ও উন্নত জনমত গড়ে উঠতে পারে না।

উন্নত রাজনৈতিক সংস্কৃতিতে জনমত ও জনমতের প্রতিফলন অনুযায়ী রাজনৈতিক সিদ্ধান্তগুলো গ্রহণ করা হয়। জনমত জরিপের ফলাফলের মাধ্যমে সরকার নাগরিকদের মনোভাব বুঝতে সক্ষম হয় এবং সে অনুযায়ী পদক্ষেপ গ্রহণ করে। উন্নত বিশ্বে সরকারের বছর পূর্তির সঙ্গে সঙ্গে গণমাধ্যমগুলো সরকারের এক বছরের কর্মকাণ্ড সম্পর্কে জনমত জরিপ প্রকাশ করে। এতে সরকারি দলের পাশাপাশি বিরোধী দলের কর্মকাণ্ডের ওপরও জনমত তুলে ধরা হয়। ফলে সরকার ও বিরোধীদল তাদের কর্মকাণ্ডের ভুলত্রুটি শোধরানোর সুযোগ পায়। কিন্তু অনুন্নত রাজনৈতিক সংস্কৃতিতে জনমত জরিপের স্বাধীন প্রতিষ্ঠানগুলো কার্যকর থাকে না। ফলে রাজনৈতিক সিদ্ধান্তকে প্রভাবিত করার ক্ষেত্রে জনমত তেমন ভূমিকা পালন করতে পারে না।

ওপরের আলোচনা থেকে বলা যায়, যে রাজনৈতিক সংস্কৃতি জনমতকে মূল্যায়ন করে সেই রাজনৈতিক সংস্কৃতি উন্নত হতে বাধ্য। আর জনমতকে গুরুত্ব না দিলে রাজনৈতিক সংস্কৃতি পশ্চাতপদই থেকে যায়। তাই বলা যায়, রাজনৈতিক সংস্কৃতির সাথে জনমতের সম্পর্ক অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ।

প্রশ্ন ▶ ৩২ আহসান এবারই প্রথম তার বাবার সাথে ঢাকায় এসেছে। রাস্তা দিয়ে চলার সময় সে আগ্রহ সহকারে রাস্তায় বিভিন্ন বিষয় প্রত্যক্ষ করে। সেগুলোর মধ্যে দেয়ালে নানা ধরনের লিখন, বড় বড় বিলবোর্ডে ছবিসহ বক্তব্য, বিভিন্ন স্লোগান ব্যানার, ফেস্টুন ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। এ সম্পর্কে আহসান তার বাবাকে জিজ্ঞাসা করলে বাবা তাকে বললেন, মানুষকে আকর্ষণ ও প্রভাবিত করার জন্য এরূপ প্রচার করা হয়েছে।

[বান্দরবান ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল ও কলেজ। প্রশ্ন নং ১১]

ক. অর্থনৈতিক অধিকার কী? ১

খ. রাজনৈতিক সংস্কৃতির সাথে গণতন্ত্রের সম্পর্ক লেখ। ২

গ. উদ্দীপকে জনমত সংগঠনের যে মাধ্যমের কথা বলা হয়েছে তা ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকে বর্ণিত "জনমত সংগঠনের মাধ্যমগুলো নির্বাচনি প্রচারণায় বহুল ব্যবহৃত হয়"— উক্তিটি ব্যাখ্যা কর। ৪

৩২ নং প্রশ্নের উত্তর

ক অর্থনৈতিক অধিকার হচ্ছে সেইসব অধিকার যেগুলো অভাব-অনটন ও অনিশ্চয়তা থেকে মুক্তি দিয়ে মানুষের জীবনকে সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যপূর্ণ ও নিরাপদ করে তোলে।

খ রাজনৈতিক সংস্কৃতির সাথে গণতন্ত্রের সম্পর্ক ওতপ্রোতভাবে জড়িত।

রাজনৈতিক সংস্কৃতি হলো যেসব মনোভাব, বিশ্বাস, অনুভূতি ও মূল্যবোধ যা মানুষের রাজনৈতিক আচরণ ও মূল্যবোধকে নিয়ন্ত্রণ করে। মূলত রাজনৈতিক ব্যবস্থা ও রাজনৈতিক বিষয় সম্পর্কে সমাজের মানুষের মনোভাব, বিশ্বাস, অনুভূতি এবং মূল্যবোধের সমন্বয়ে রাজনৈতিক সংস্কৃতি গড়ে ওঠে। অন্যদিকে, গণতন্ত্র হলো এমন এক ব্যবস্থা যেখানে সর্বস্তরের জনগণের অংশগ্রহণের সুযোগ থাকে। এ ব্যবস্থার সফলতা-ব্যর্থতা অনেকাংশে নির্ভর করে সে দেশের রাজনৈতিক সংস্কৃতির ওপর। কেননা, কোনো দেশের রাজনৈতিক সংস্কৃতি নিম্নমানের হলে তথা রাজনীতির প্রতি নাগরিকদের মূল্যবোধ, বিশ্বাস, মনোভাব ও দৃষ্টিভঙ্গির নেতিবাচক হলে সে দেশে গণতন্ত্রের বিকাশ ব্যাহত হয়।

গ উদ্দীপকে জনমত সংগঠনের জন্য দেয়াল লিখন, বিলবোর্ড, ব্যানার ও ফেস্টুন ইত্যাদি মাধ্যম অর্থাৎ প্রচার মাধ্যমের কথা বলা হয়েছে।

বর্তমানে দেয়ালে নানা ধরনের লিখন জনমত গঠনের মাধ্যম হিসেবে কাজ করে। নির্বাচনকালে প্রার্থীর পক্ষে প্রচারণায় দেয়ালে দেয়ালে নানা ধরনের লিখন চোখে পড়ে। নির্বাচনি জনমত সৃষ্টি অথবা বিশেষ কোনো ইস্যুকে কেন্দ্র করে জনমত সৃষ্টির জন্য এ ধরনের ব্যবস্থা করা হয়ে থাকে। তাছাড়া বড় বড় বিলবোর্ডে ছবিসহ বক্তব্য কিংবা বিরোধী দল কর্তৃক সরকারি দলের সমালোচনা বিলবোর্ড বা পোস্টারে প্রকাশের মাধ্যমে জনমত গঠনের প্রয়াস চালানো হয়। তাছাড়া বিভিন্ন স্লোগান সংবলিত ব্যানার ও ফেস্টুন নিয়েও নির্বাচনকালীন প্রার্থীরা জনমত গঠনের চেষ্টা চালান।

উদ্দীপকের আহসান ঢাকায় এসে দেয়ালে নানা ধরনের লিখন, বড় বড় বিলবোর্ডে ছবিসহ বক্তব্য, স্লোগান সংবলিত ব্যানার, ফেস্টুন ইত্যাদি দেখতে পায়। তার দেখা জিনিসগুলো জনমত গঠনের প্রচার মাধ্যমের অন্তর্ভুক্ত।

ঘ উদ্দীপকে বর্ণিত 'জনমত সংগঠনের মাধ্যমগুলো নির্বাচনি প্রচারণায় বহুল ব্যবহৃত হয়'— উক্তিটি যথার্থ।

নির্বাচন এবং নির্বাচনের প্রাক্কালে বিভিন্ন প্রার্থী দেয়ালে এবং বড় বড় বিলবোর্ডে ছবিসহ বক্তব্য লিখে তার নিজের পক্ষে প্রচারণা চালিয়ে জনমত সৃষ্টির চেষ্টা করে। জনগণ তাদের যাতায়াতের পথে গুরুত্বপূর্ণ স্থানসমূহে এই প্রচারণাগুলো দেখে এবং বাস, লঞ্চ, স্টিমার চায়ের দোকান, হাট-বাজারে সর্বত্র এগুলো আলোচনা করতে থাকে। জনগণের এই আলোচনা থেকে জনমত গড়ে ওঠে।

Teachingbd24.com

বর্তমান গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক ব্যবস্থায় প্রচারমাধ্যম- বিশেষ করে দেয়াল লিখন, বিলবোর্ড, ব্যানার, ফেস্টুন ইত্যাদির গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। উল্লিখিত মাধ্যমগুলো নির্বাচনি প্রচারণার ক্ষেত্রে বহুল ব্যবহৃত হয়। স্থানীয়ভাবে এ মাধ্যমগুলো ব্যবহার করে সহজেই জনগণকে প্রভাবিত করা যায়।

উপর্যুক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায়, জনমত সংগঠনের মাধ্যমগুলো অর্থাৎ দেয়াল লিখন, বড় বড় বিলবোর্ড, ব্যানার, ফেস্টুন ইত্যাদি নির্বাচনি প্রচারণায় বহুল ব্যবহৃত হয়— উক্তিটি যথার্থ।

প্রশ্ন ▶ ৩৩ জনাব সাহেদ তানভীর আসন্ন খুলনা সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনে মেয়র পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে চান। এ জন্য তিনি বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করছেন। তিনি সংবাদপত্রে নিজের কাজের সংবাদ প্রকাশের ব্যবস্থা করছেন। লিফলেট, পোস্টারের মাধ্যমে নিজের যোগ্যতার প্রচার করছেন।

[বাংলাদেশ নৌবাহিনী স্কুল এন্ড কলেজ, খুলনা | প্রশ্ন নং ১০]

ক. সুশাসন কাকে বলে? ১

খ. রাজনৈতিক সংস্কৃতি কি? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকে জনাব সাহেদ তানভীর নির্বাচনে অংশগ্রহণের পূর্বে যে কাজ করছেন উক্ত কাজ নির্বাচনের ক্ষেত্রে কোন পর্যায়ে পড়ে ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. জনাব সাহেদ তানভীর নির্বাচনের পূর্বে আর কি কি কাজ করতে পারে বলে তুমি মনে করো? কাজসমূহ বিশ্লেষণ করো। ৪

৩৩ নং প্রশ্নের উত্তর

ক সরকারের স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা এবং জনগণের অংশগ্রহণের ভিত্তিতে শাসনকার্য পরিচালনাই হচ্ছে সুশাসন।

খ রাজনৈতিক সংস্কৃতি হচ্ছে রাজনৈতিক ব্যবস্থার দর্পণ। এটি রাজনৈতিক ব্যবস্থার নির্ধারক।

সাধারণ অর্থে রাজনৈতিক সংস্কৃতি বলতে রাজনৈতিক জীবনধারা সম্পর্কে রাষ্ট্রের নাগরিকদের মনোভাব, বিশ্বাস ও মূলবোধকে বোঝানো হয়। রাজনৈতিক ব্যবস্থা ও রাজনৈতিক বিষয় সম্পর্কে জনগণের মনোভাব, বিশ্বাস, অনুভূতি এবং মূলবোধের সমন্বয়ে রাজনৈতিক সংস্কৃতি গঠিত হয়।

গ উদ্দীপকে জনাব সাহেদ তানভীর নির্বাচনে অংশগ্রহণের পূর্বে যে কাজ করেছেন তা নির্বাচনের ক্ষেত্রে জনমত গঠনের পর্যায়ে পড়ে।

কোনো সময়ের ব্যাপক আলোচিত বিষয়টির পক্ষে বা বিপক্ষে গোটা জনগণ বা তার বৃহত্তর অংশ যে মত পোষণ করে তাই হলো জনমত। জনমত আধুনিক গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার প্রাণস্বরূপ। জনমত গঠনের ক্ষেত্রে রাজনৈতিক দলগুলো এবং তার নেতারা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। তাদের জনমত গঠনের প্রধান উদ্দেশ্য হলো জনগণের সমর্থন নিয়ে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হওয়া। স্থানীয় বা জাতীয় পর্যায়ের নির্বাচনে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিরা জনমত গঠনে সক্রিয় থাকে। এসময় তারা মিটিং-মিছিল, পোস্টার, ব্যানার, পত্র-পত্রিকা প্রভৃতি মাধ্যম ব্যবহার করে থাকে।

উদ্দীপকে জনাব সাহেদ তানভীর খুলনা সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনে মেয়র পদে একজন প্রার্থী। তিনি নির্বাচনের পূর্বে সংবাদপত্রে নিজেদের কাজের সংবাদ প্রকাশের ব্যবস্থা করেছেন। লিফলেট, পোস্টারের মাধ্যমেও নিজের যোগ্যতার প্রচার করছেন। তিনি এসব মূলত তার পক্ষে জনমত গঠনের জন্য করছেন। তাই বলা যায়, উদ্দীপকের জনাব সাহেদ তানভীরের কাজ জনমত গঠনের পর্যায়ে পড়ে।

ঘ সাহেদ তানভীর জনমত গঠনে কাজ করছেন। তিনি উদ্দীপকে বর্ণিত কাজ ছাড়া আরো অনেক কাজ করতে পারে বলে আমি মনে করি।

জনমত গঠনে বিভিন্নভাবে কাজ করা যায়। এগুলোকে জনমত গঠনের মাধ্যম বলে। উদ্দীপকে সাহেদ তানভীরের করা কাজ সংবাদপত্রে খবর প্রকাশ, লিফলেট ও পোস্টার জনমত গঠনের অন্যতম মাধ্যম। তিনি এছাড়াও সভা-সমিতি, বেতার, টেলিভিশন ও চলচ্চিত্র, দেয়াল লিখন, জনসংযোগ ও মতবিনিময় সভা ও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ব্যবহার করে কাজ করতে পারেন।

সুষ্ঠু জনমত গঠনে সভা-সমিতির গুরুত্ব অনেক। এতে একদল অপর দলের দোষ-ত্রুটি বক্তৃতার মাধ্যমে তুলে ধরে সঠিক জনমত গঠনে সহায়তা করে। জনমত গঠন ও প্রকাশের ক্ষেত্রে বেতার, চলচ্চিত্র ও টেলিভিশন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। বর্তমানে এফএম রেডিও, স্যাটেলাইট টিভি চ্যানেলের কল্যাণে মানুষ যখনকার সংবাদ তখনই জানতে পারছে। বর্তমানে দেয়াল লিখনও জনমত গঠনের অন্যতম বাহন হিসেবে কাজ করে। নির্বাচনি জনমত সৃষ্টিতে এ ধরনের ব্যবস্থা অনেক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। বর্তমানে রাজনৈতিক দল জনমত গঠনের জন্য দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে জনসংযোগ ও মতবিনিময় সভার আশ্রয় গ্রহণ করছে, যা জনমত গঠনে কার্যকর ও ফলপ্রসূ বলে বিবেচিত। এছাড়া বর্তমান তরুণ প্রজন্মের কাছে ইন্টারনেট একটি জনপ্রিয় মাধ্যম। বিশেষ করে ইন্টারনেটভিত্তিক সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ফেসবুক, টুইটার, ইউটিউব প্রভৃতির মাধ্যমে নির্বাচনি জনমত গড়ে তোলা বর্তমান প্রেক্ষাপটে বেশ সহজসাধ্য।

উপরিউক্ত আলোচনা থেকে দেখা যায়, নির্বাচনের পূর্বে জনমত গঠনের অনেক মাধ্যম রয়েছে। উদ্দীপকের সাহেদ তানভীর এসব মাধ্যম ব্যবহার করে কাজ করতে পারেন।

প্রশ্ন ▶ ৩৪ টকশো প্রতিটি টিভি চ্যানেলের প্রতি রাতের এই ধরনের অনুষ্ঠানে দেশের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক সামাজিক বিষয়গুলোর বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে আলোচনা হয়। দেশের বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কিত অভিজ্ঞ ব্যক্তিবর্গ অংশগ্রহণ করে। সুতরাং এই ধরনের অনুষ্ঠান জনগণের মধ্যে কল্যাণকামী ও যুক্তি সংগত মতামত গড়ে তুলতে সাহায্য করে।

[চট্টগ্রাম সরকারি মহিলা কলেজ | প্রশ্ন নং ৪]

ক. রাজনৈতিক সংস্কৃতি কি? ১

খ. রাজনৈতিক সংস্কৃতির সাথে গণতন্ত্রের সম্পর্ক লিখ? ২

গ. উদ্দীপকে বর্ণিত বিষয়টি তোমার পাঠ্য বিষয়ের আলোকে ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে বর্ণিত কল্যাণকামী ও যুক্তিসংগত মতামত গঠনের মাধ্যমটির গুরুত্ব বিশ্লেষণ করো। ৪

৩৪ নং প্রশ্নের উত্তর

ক রাজনৈতিক সংস্কৃতি হলো সেসব মনোভাব, বিশ্বাস, অনুভূতি ও মূল্যবোধ যা মানুষের রাজনৈতিক আচরণ ও মূল্যবোধকে নিয়ন্ত্রণ করে।

খ রাজনৈতিক সংস্কৃতির সাথে গণতন্ত্রের সম্পর্ক ওতপ্রোতভাবে জড়িত।

রাজনৈতিক সংস্কৃতি গণতন্ত্রকে অর্থবহ করে তোলে। রাজনৈতিক সংস্কৃতি দ্বারা উদ্দীপ্ত জনগোষ্ঠী রাজনৈতিকভাবে সংস্কৃতিবান থাকে বলেই রাজনৈতিক ব্যবস্থায় সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী কর্তৃপক্ষ জনমতকে উপেক্ষা করতে পারে না। কোনো রাজনৈতিক ব্যবস্থায় বিরাজমান উন্নত রাজনৈতিক সংস্কৃতির ওপর গণতন্ত্রের সফলতা অনেকাংশে নির্ভরশীল। অন্যদিকে, গণতন্ত্রের আদর্শে উজ্জীবিত জনগোষ্ঠী রাজনৈতিক সংস্কৃতি বিকাশের অপরিহার্য শর্ত হিসেবেও প্রভাব রাখে। ফলে রাজনৈতিক সংস্কৃতি ও গণতন্ত্র পারস্পরিক সম্পর্কযুক্ত এবং একটির অগ্রগতি অন্যটির অগ্রগতিকে প্রভাবিত করে।

Teachingbd24.com

গ উদ্দীপকে বর্ণিত বিষয়টি হলো জনমত।

সাধারণ অর্থে সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের মতকে জনমত বলা হয়। কিন্তু পৌরনীতিতে কেবল প্রভাবশালী, যুক্তিযুক্ত, স্পষ্ট এবং কল্যাণকামী মতামতই জনমত হিসেবে গণ্য হয়। জনমত ব্যতীত দেশের সার্বিক উন্নয়ন সম্ভব নয়। বিশেষ করে প্রতিনিধিত্বমূলক গণতন্ত্রে জনপ্রতিনিধি নির্বাচন ও সরকার গঠনের ক্ষেত্রে জনমত মুখ্য ভূমিকা পালন করে। জনমত গণতান্ত্রিক সরকারকে সঠিক পথে পরিচালিত করে। সরকার জনকল্যাণ সাধনের জন্য যে কর্মসূচি প্রণয়ন ও কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করে থাকে তা সাধারণ জনমতের দিকে লক্ষ রেখেই করা হয়ে থাকে। জনমতের স্বার্থের প্রতিকূলে কোনো সিদ্ধান্ত গণতান্ত্রিক সরকার গ্রহণ করেনা বা করলেও জনমতের বিরোধিতার কারণে তা বাস্তবায়ন সম্ভব হয় না। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে সুশাসন প্রতিষ্ঠায়ও জনমত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। সুষ্ঠু জনমত গড়ে তুলতে হলে প্রশাসনিক স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে হয়। এছাড়াও গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে আইন প্রণীত ও পরিবর্তিত হয় জনমতের চাপে বা প্রভাবে।

উদ্দীপকে দেখা যায়, টিভি টকশোতে দেশের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক বিষয়গুলোর বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে আলোচনা করা হয়। এর মাধ্যমে জনগণের মধ্যে কল্যাণকামী ও যুক্তিসংগত মতামত গড়ে ওঠে। এ বিষয়টি মূলত জনমতকে নির্দেশ করে।

ঘ উদ্দীপকে বর্ণিত কল্যাণকামী ও যুক্তিসংগত মতামত তথা জনমত গঠনের মাধ্যমটি হলো টেলিভিশন।

সুষ্ঠু জনমত গঠন ও প্রচারের ওপরই গণতান্ত্রিক সরকারের সাফল্য নির্ভর করে। এই জনমত গঠনে বিভিন্ন মাধ্যম ব্যবহার করা হয়। এসব মাধ্যম ব্যতীত জনমত গঠন অসম্ভব। জনগণ ও সরকারকে প্রভাবিত করার জন্য এসব মাধ্যমের ভূমিকা অপরিসীম।

উদ্দীপকে জনমত গঠনের মাধ্যম হিসেবে টেলিভিশনকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। জনমত গঠন, প্রকাশ ও বিকাশের ক্ষেত্রে টেলিভিশন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। আধুনিক যান্ত্রিক সভ্যতার যুগে জনমত গঠনে এর গুরুত্ব বেড়েই চলেছে। বিভিন্ন প্রকার গঠনমূলক আলোচনা, চিত্র প্রদর্শনী, টকশো এবং চেতনা ও আদর্শমূলক ছায়াছবি প্রদর্শনের মাধ্যমে টেলিভিশন জনমতকে প্রকাশিত ও সংগঠিত করার প্রয়াস পায়। টেলিভিশনের মাধ্যমে প্রচারিত বক্তৃতা অতি অল্প সময়ের মধ্যেই সমগ্র দেশব্যাপী ছড়িয়ে পড়ে। এ বক্তৃতা হতে জনগণ দেশের বিভিন্ন সমস্যা সম্পর্কে অবগত হতে পারে। বর্তমানে স্যাটেলাইট টিভি চ্যানেলের কল্যাণে মানুষ যখনকার সংবাদ তখনই জানতে পারছে। এর মাধ্যমে সকল শ্রেণির মানুষকে সংগঠিত করা সম্ভব হয়। ফলে সুষ্ঠু জনমত গড়ে উঠতে পারে।

উপরিউক্ত আলোচনা থেকে বলা যায়, সুষ্ঠু ও সংগঠিত জনমত গঠনে টেলিভিশন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

প্রশ্ন ▶ ৩৫ নিজ কলেজের সামনে গাড়ী চাপা পড়ে দুই শিক্ষার্থীর মৃত্যুকে কেন্দ্র করে সাড়া দেশের ছাত্র সমাজ রাস্তায় নেমে বিক্ষোভে ফেটে পড়ে। টানা তিনদিন ধরে নিরাপদ সড়কের দাবীতে শান্তিপূর্ণ আন্দোলন চলতে থাকে। সর্বস্তরের জনগণ এই বিক্ষোভকে সমর্থন দেয়। ফলে সরকার এর গুরুত্ব অনুধাবন করে জাতীয় সংসদে নিরাপদ সড়ক আইন পাস করে। *[বেপজা পাবলিক স্কুল ও কলেজ, চট্টগ্রাম। প্রশ্ন নং ৫]*

ক. গণতন্ত্রের প্রাণ বলা হয় কোনটিকে? ১

খ. রাজনৈতিক সংস্কৃতি কী? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. নিরাপদ সড়ক আইন পাসের ক্ষেত্রে কোন বিষয়ের প্রতিফলন ঘটেছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে যে বিষয়ের ইঙ্গিত প্রদান করা হয়েছে তা গণতন্ত্র ও সুশাসন প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ—তুমি কি এ বিষয়ে একমত? ব্যাখ্যা দাও। ৪

৩৫ নং প্রশ্নের উত্তর

ক গণতন্ত্রের প্রাণ বলা হয় জনমতকে।

খ রাজনৈতিক সংস্কৃতি হচ্ছে রাজনৈতিক ব্যবস্থার দর্পণ। এটি রাজনৈতিক ব্যবস্থার নির্ধারক।

সাধারণ অর্থে রাজনৈতিক সংস্কৃতি বলতে রাষ্ট্রের নাগরিকদের রাজনৈতিক জীবনধারা সম্পর্কে তাদের মনোভাব, বিশ্বাস ও মূলবোধকে বোঝানো হয়। রাজনৈতিক ব্যবস্থা ও রাজনৈতিক বিষয় সম্পর্কে সমাজের সকল মনোভাব, বিশ্বাস, অনুভূতি এবং মূলবোধের সমন্বয়ে রাজনৈতিক সংস্কৃতি গঠিত হয়।

গ নিরাপদ সড়ক আইন পাসের ক্ষেত্রে জনমতের প্রতিফলন ঘটেছে।

সাধারণত জনমত বলতে বুঝায় জনগণের বেশির ভাগ লোকের মতামতকে। এ অর্থে কোনো বিষয়ে সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের মতের সমষ্টিকে জনমত বোঝায়। তবে পৌরনীতিতে এর অর্থ একটু ভিন্ন। এখানে সমাজে, প্রভাবশালী, যৌক্তিক, স্পষ্ট, কল্যাণকামী মতামতকে জনমত বলা হয়। এই অর্থে জনমত সংখ্যাগরিষ্ঠের মতামত বা সংখ্যালঘিষ্ঠ এমনকি একজনের মতও হতে পারে; যদি তা সমাজের জন্য কল্যাণকর যুক্তিসিদ্ধ মত হয়ে থাকে।

উদ্দীপকে দেখা যায়, গাড়ি চাপা পড়ে নিজ কলেজের সামনে দুই শিক্ষার্থীর মৃত্যুর প্রতিবাদে ছাত্র সমাজ রাস্তায় নেমে বিক্ষোভে ফেটে পড়ে। তারা নিরাপদ সড়কের দাবিতে শান্তিপূর্ণ আন্দোলনে দাঁড়ায়। তাদের এই যৌক্তিক দাবি গণমাধ্যম প্রচার করায় সমাজের নানা শ্রেণীভুক্ত মানুষ আন্দোলনকারীদের দাবির প্রতি সমর্থন জানায়। আর এ সমর্থন জানানোই হচ্ছে জনমত। জনমতের ফলেই সরকার এর গুরুত্ব অনুধাবন করে জাতীয় সংসদে নিরাপত্তা সড়ক আইন পাস করে। সুতরাং উপরিউক্ত আলোচনা থেকে বলা যায়, উদ্দীপকে জনমতের বিষয়টি প্রতিফলিত হয়েছে।

ঘ উদ্দীপকে জনমত বিষয়টির প্রতি ইঙ্গিত প্রদান করা হয়েছে, যা গণতন্ত্র ও সুশাসন প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং আমি এ বিষয়ের সাথে একমত।

জনমত হলো রাজনৈতিক কিংবা সামাজিক বিষয়ে জনগণের সুস্পষ্ট ও কল্যাণকামী মতামত। গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা হলো জনমতভিত্তিক শাসনব্যবস্থা এবং এর সাফল্য বহুলাংশে নির্ভর করে জনমতের ওপর। আর রাষ্ট্রীয় কাঠামো, আইনি ব্যবস্থা, যোগ্য নেতৃত্ব, সদা জাগ্রত জনমত সুশাসন নিশ্চিত করার জন্য অপরিহার্য।

সরকার গঠনে জনমত মুখ্য ভূমিকা রাখে। যে রাজনৈতিক দলের প্রতি জনমত সর্বাধিক তারাই সরকার গঠন করতে পারে। জনমত দ্বারা সরকার নিয়ন্ত্রিত হয়। জনমতের দিকে লক্ষ্য রেখে সরকারের কার্যক্রম পরিচালিত হয়। শাসন ব্যবস্থায় স্থিতিশীলতা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে জনমতের গুরুত্ব রয়েছে। জনকল্যাণকর আইন প্রণয়নে আইনসভাকে নির্দেশনা দেয় জনমত। সজাগ ও সচেতন জনমত ব্যক্তি স্বাধীনতাকে খর্ব হতে দেয় না। সমাজের সর্বাঙ্গীণ কল্যাণ নিশ্চিত করার জন্য জনমত গঠিত ও পরিচালিত হয়ে থাকে। অন্যদিকে, জনমত সুশাসন প্রতিষ্ঠার সহায়ক শক্তি হিসেবে কাজ করে। জনমত সুশাসনের পক্ষে সংগঠিত হয়। সুশাসনের জন্য আইনের শাসন প্রয়োজন। আর এর জন্য প্রয়োজন যুক্তিভিত্তিক জনমত। জনমত দায়বদ্ধ ও জবাবদিহিমূলক শাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠায় ভূমিকা রাখে। জনমতের চাপে সরকার তার কর্মকাণ্ডের জন্য প্রতিনিয়তই জবাবদিহি করতে বাধ্য। জনমত শাসনব্যবস্থার স্বচ্ছতা প্রতিষ্ঠিত করে। সুশাসনের জন্য মুক্ত স্বাধীন সংবাদমাধ্যমের প্রয়োজন। জনমতের চাপে সরকার সংবাদ মাধ্যমের ওপর কোনো হস্তক্ষেপ করতে পারে না। এভাবে সংবাদ মাধ্যমের স্বাধীনতা রক্ষা করে জনমত সুশাসন প্রতিষ্ঠায় সাহায্য করে।

উপরিউক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায়, গণতন্ত্র ও সুশাসন প্রতিষ্ঠায় জনমতের গুরুত্ব সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয়েছে।

teachinbd24.com

প্রশ্ন ▶ ৩৬ 'চ' অঞ্চলের জনগণ শহর থেকে অনেক দূরে অবস্থান করে। তারা রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়া সম্পর্কে মোটেও অবগত নয়। 'ছ' অঞ্চলের জনগণ রাজনৈতিকভাবে সচেতন। তারা সরকারি সিদ্ধান্তসমূহের দিকে লক্ষ্য রাখেন এবং সরকারের নিকট দাবি উত্থাপন করেন। *[কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া সরকারি কলেজ। প্রশ্ন নং ৮]*

ক. জনমতের দুটি বাহনের নাম লিখ। ১

খ. জনমত গঠনের উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত দুটি অঞ্চলে বিদ্যমান রাজনৈতিক সংস্কৃতির প্রকৃতি ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত দুটি অঞ্চলে বিদ্যমান রাজনৈতিক সংস্কৃতির কোনটি কাম্য? যুক্তিসহ বর্ণনা কর। ৪

৩৬ নং প্রশ্নের উত্তর

ক জনমতের দুটি বাহন হলো— সংবাদপত্র ও রাজনৈতিক দল।

খ রাষ্ট্রীয় বিভিন্ন ক্ষেত্রে সঠিক সিদ্ধান্ত নেওয়ার উদ্দেশ্যে প্রধানত জনমত গঠিত হয়।

জনমত হলো কল্যাণধর্মী, যুক্তিভিত্তিক ও সুস্পষ্ট মতামত, যা সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের সাথে সম্পর্কযুক্ত। যেকোনো জাতীয় প্রসঙ্গে সিদ্ধান্ত নেওয়ার প্রয়োজন হলে বিভিন্ন মহল বিভিন্ন মত পোষণ করতে পারে। এই মতামত প্রবাহিত হওয়ার ধারায় সঠিক ও সর্বাপেক্ষা কল্যাণকর সিদ্ধান্ত নেওয়ার উদ্দেশ্যে জনমত গঠন করা হয়। অর্থাৎ জনগণের সুচিন্তিত মতামত গ্রহণের উদ্দেশ্যেই জনমত গঠন করা হয়।

গ উদ্দীপকে 'চ' অঞ্চলে সংকীর্ণ এবং 'ছ' অঞ্চলে অংশগ্রহণমূলক রাজনৈতিক সংস্কৃতি বিদ্যমান রয়েছে।

যেখানে জনগণ রাজনৈতিক ব্যবস্থা বা সরকার, তার নিয়মনীতি এবং রাজনৈতিক ব্যবস্থায় অংশগ্রহণকারী হিসেবে তাদের ভূমিকা সম্পর্কে অসচেতন সেখানকার রাজনৈতিক সংস্কৃতি সংকীর্ণ। অপরদিকে, সেখানকার জনগণ রাজনৈতিক ব্যবস্থা এবং নিজেদের ভূমিকা সম্পর্কে সম্পূর্ণ সচেতন সেখানকার রাজনৈতিক সংস্কৃতি অংশগ্রহণমূলক।

উদ্দীপকে দেখা যায়, 'চ' অঞ্চলের জনগণ শহর থেকে দূরে থাকে। তারা রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়া সম্পর্কে অবগত নয়। কিন্তু 'ছ' অঞ্চলের জনগণ রাজনৈতিকভাবে সচেতন। তারা সরকারি সিদ্ধান্তসমূহের দিকে লক্ষ রাখেন এবং সরকারের নিকট দাবি দাওয়া তুলে ধরেন। যা অংশগ্রহণমূলক রাজনৈতিক সংস্কৃতির প্রকৃতির সাথে মিলে যায়। কিন্তু, 'চ' অঞ্চলের রাজনৈতিক সংস্কৃতি সংকীর্ণ। কেননা এ রাজনৈতিক সংস্কৃতির মূল বৈশিষ্ট্য হলো জাতীয় ও রাজনৈতিক ব্যবস্থা ও জীবন সম্পর্কে জনগণ সচেতন নয়। তাই বলা যায়, 'চ' অঞ্চলের রাজনৈতিক সংস্কৃতির প্রকৃতি সংকীর্ণ এবং 'ছ' অঞ্চলের রাজনৈতিক সংস্কৃতির প্রকৃতি অংশগ্রহণমূলক।

ঘ উদ্দীপকে উল্লিখিত দুটি অঞ্চলের মধ্যে 'ছ' অঞ্চলের অর্থাৎ অংশগ্রহণমূলক রাজনৈতিক সংস্কৃতি কাম্য।

রাজনৈতিক সংস্কৃতি হচ্ছে রাজনৈতিক ব্যবস্থা সম্পর্কে জনগণের বিশ্বাস, অনুভূতি ও মূল্যায়ন। রাজনৈতিক সংস্কৃতিকে বলা হয় রাজনৈতিক ব্যবস্থার দর্পণ। যে রাজনৈতিক সংস্কৃতিতে জনগণ রাজনৈতিক ব্যবস্থা সম্পর্কে অবগত এবং রাজনৈতিক ব্যবস্থার সক্রিয় সদস্য তাকে অংশগ্রহণমূলক রাজনৈতিক সংস্কৃতি বলে।

উদ্দীপকের 'ছ' অঞ্চলের অংশগ্রহণমূলক রাজনৈতিক সংস্কৃতিই সব সমাজের ক্ষেত্রে কাম্য। কেননা এ ধরনের রাজনৈতিক সংস্কৃতিতে জনগণ তাদের অধিকার এবং দায়-দায়িত্ব সম্পর্কে সম্পূর্ণ সচেতন থাকে। জনগণ রাজনৈতিক ব্যবস্থার সক্রিয় সদস্য হিসেবে বিভিন্ন রাজনৈতিক কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করে থাকে। জনগণ সরকার এবং তাদের কর্মকান্ড সম্পর্কে সচেতন থাকে বলে স্বেচ্ছাচারিতা তৈরি হতে পারে না। এ ধরনের রাজনৈতিক সংস্কৃতিতে গণতন্ত্র পরিপূর্ণভাবে কার্যকর করা যায়। কারণ জনগণ প্রত্যক্ষভাবে রাজনৈতিক কর্মকান্ডে অংশগ্রহণ করে এবং তাদের দাবি-দাওয়া তুলে ধরতে পারে। জনগণ সরকারি সিদ্ধান্তসমূহের দিকে খেয়াল রাখেন বলে সরকার ইচ্ছেমতো সিদ্ধান্ত নিতে পারে না। জনমতের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত নেয়। ফলে সুশৃঙ্খল এবং জবাবদিহিমূলক শাসনব্যবস্থা তৈরি হয়।

উপরিউক্ত আলোচনা থেকে বোঝা যায়, অংশগ্রহণমূলক রাজনৈতিক সংস্কৃতি জনকল্যাণমূলক এবং উন্নত সমাজকে প্রতিফলিত করে। তাই বলা যায়, 'ছ' অঞ্চলের অংশগ্রহণমূলক রাজনৈতিক সংস্কৃতি কাম্য।

প্রশ্ন ▶ ৩৭ শহীদ রমিজউদ্দীন ক্যান্টনমেন্ট কলেজের দুই শিক্ষার্থী সড়ক দুর্ঘটনায় নিহত হবার পর বিক্ষুব্ধ ছাত্রসমাজ রাস্তায় নেমে আসে। হাজারো মানুষের মতামত ও অংশগ্রহণে এক ব্যাপক আলোড়ন সৃষ্টি হয়। অবশেষে সরকারও এই চাওয়ার যৌক্তিকতা বুঝতে পারে এবং বেপরোয়া চালকদের জন্য শাস্তির বিধান রেখে সড়ক নিরাপত্তা আইন প্রণয়ন করে। *[নবাবগঞ্জ সরকারি কলেজ, চাঁপাইনবাবগঞ্জ। প্রশ্ন নং ৫]*

ক. জনমত কী? ১

খ. জনমতের বৈশিষ্ট্যগুলো লেখ। ২

গ. সড়ক নিরাপত্তায় ছাত্রদের মতামতকে কী জনমত বলা যায়? ৩

ঘ. সুষ্ঠু জনমত গঠনে গণমাধ্যমের ভূমিকা আলোচনা করো। ৪

৩৭ নং প্রশ্নের উত্তর

ক জনমত হলো সংখ্যাগরিষ্ঠের যুক্তিসিদ্ধ ও সুচিন্তিত মতামত, যা সরকার ও জনগণকে প্রভাবিত করতে পারে।

খ জনমত বলতে জাতীয় কোনো ইস্যুতে জনকল্যাণার্থে প্রভাবশালী জনসাধারণের মতকে বোঝায়।

জনমতের বৈশিষ্ট্যগুলো হলো- জনকল্যাণকর, যুক্তিভিত্তিক, সুস্পষ্টতা, আস্থার দৃঢ়তা, মতৈক্য, তথ্যভিত্তিক, সুসংবদ্ধ ও সুদৃঢ়, স্থায়ী মতামত, প্রভাব বিস্তারের ক্ষমতা, সৎ উদ্দেশ্য, জাতীয় সংকট নিরসন, নৈতিক বিষয় প্রভৃতি।

গ হ্যাঁ, সড়ক নিরাপত্তায় ছাত্রদের মতামতকে জনমত বলা যায়।

জনমত হলো কল্যাণধর্মী, বলিষ্ঠ যুক্তিভিত্তিক ও সুস্পষ্ট মতামত, যা প্রধানত সামাজিক, রাজনৈতিক অর্থনৈতিক ও জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের সাথে সম্পর্ক যুক্ত যা সরকার ও জনগণকে প্রভাবিত করে। যেকোনো একটি মত প্রাধান্য বিস্তার করলে বা সবাই মেনে নিলে সেই মতকে জনমত বলে।

উদ্দীপকে দেখা যায়, শহীদ রমিজউদ্দীন ক্যান্টনমেন্ট কলেজের দুই শিক্ষার্থী সড়ক দুর্ঘটনায় নিহত হবার পর বিক্ষুব্ধ ছাত্রসমাজ রাস্তায় নেমে আসে। হাজারো মানুষের মতামত ও অংশগ্রহণে এক ব্যাপক আলোড়ন সৃষ্টি হয়। অবশেষে সরকারও এই চাওয়ার যৌক্তিকতা বুঝতে পেরে বেপরোয়া চালকদের জন্য শাস্তির বিধান রেখে সড়ক নিরাপত্তা আইন প্রণয়ন করে। যা জনমতের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ।

ঘ সুষ্ঠু জনমত গঠনে গণমাধ্যমের ভূমিকা অপরিসীম। গণমাধ্যম বলতে সাধারণত সংবাদপত্র, রেডিও, চলচ্চিত্র ও টেলিভিশনকে বোঝায়। নিচে সুষ্ঠু জনমত গঠনে গণমাধ্যমের ভূমিকা সম্পর্কে আলোচনা করা হলো।

Teachingbd24.com

সংবাদপত্র জনমত গঠনে একটি গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম। এটি রাষ্ট্রের দর্পণ স্বরূপ। সংবাদপত্র শুধু যে সংবাদ পরিবেশন করে তা নয়, এটি জাতীয় সমস্যাদির ওপর মতামত ব্যক্ত করে জনগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। দেশের বিভিন্ন সমস্যাদি সম্পর্কে শিক্ষাবিদ ও জ্ঞানী ব্যক্তিদের অভিমত জনসমক্ষে তুলে ধরে জনগণকে রাষ্ট্রীয় সমস্যা সম্পর্কে সচেতন করে তোলে। সংবাদপত্রের মাধ্যমে জনগণ দেশি-বিদেশী বিভিন্ন সংবাদ, তথ্য ও ঘটনাপ্রবাহ জানতে পারে। এছাড়াও সংবাদপত্রের গঠনমূলক আলোচনা, সমালোচনা, সম্পাদকীয় এবং ব্যঙ্গচিত্র জনমত গঠনের ক্ষেত্রে এক শক্তিশালী বাহন হিসেবে কাজ করে।

জনমত গঠন, প্রকাশ ও বিকাশের ক্ষেত্রে রেডিও, চলচ্চিত্র ও টেলিভিশনের ভূমিকা অপরিসীম। আধুনিক যান্ত্রিক সভ্যতার যুগে জনমত গঠনে এ সকল বাহনের গুরুত্ব বেড়েই চলেছে। বিভিন্ন প্রকার গঠনমূলক আলোচনা, চিত্র প্রদর্শনী এবং চেতনা ও আদর্শমূলক ছায়াছবি প্রদর্শনের মাধ্যমে রেডিও, চলচ্চিত্র ও টেলিভিশন জনমতকে প্রকাশিত ও সংগঠিত করার প্রয়াস পায়। তদুপরি রেডিও ও টেলিভিশনের মাধ্যমে প্রচারিত বক্তৃতা অতি অল্প সময়ের মধ্যেই সমগ্র দেশব্যাপী ছড়িয়ে পড়ে। এ বক্তৃতা হতে পারে। বর্তমানে এফএম রেডিও, স্যাটেলাইট চ্যানেলের কল্যাণে মানুষ যখনকার সংবাদ তখনই জানতে পারছে।

উপরিউক্ত আলোচনার সুষ্ঠু জনমত গঠনে গণমাধ্যমের ভূমিকা ফুটে উঠেছে।

প্রশ্ন ▶ ৩৮ আড়িয়াল বিলে রয়েছে প্রচুর মৎস্য সম্পদ। এই বিলকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে মানুষের জীবিকা। এই বিলের প্রাকৃতিক সৌন্দর্যও অপরূপ। এই বিলে সরকার একটি আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর করতে চাইলে এলাকাবাসী তীব্র প্রতিবাদ জানায় এবং ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন গড়ে তোলে। দেশের প্রচারমাধ্যম এই বিষয়ে ব্যাপক সংবাদ পরিবেশন করে। বিলের প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরে প্রচারমাধ্যমগুলো সচিত্র প্রতিবেদন প্রকাশ করে। দেশের সর্বস্তরের মানুষ এলাকাবাসীকে সমর্থন জানায়। অবশেষে সরকার বিমানবন্দর নির্মাণের সিদ্ধান্ত থেকে সরে আসে। *[বৃন্দাবন সরকারি কলেজ, হবিগঞ্জ। প্রশ্ন নং ১১]*

ক. রাজনৈতিক সংস্কৃতি কী? ১

খ. জনমত গঠনে পরিবারের ভূমিকা ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকে ঘটনার সাথে তোমার পাঠ্যবইয়ের কোন বিষয়ের মিল রয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকের বিষয়টি গণমাধ্যমের ভূমিকাকে তুমি কীভাবে মূল্যায়ন করবে? ৪

৩৮ নং প্রশ্নের উত্তর

ক রাজনৈতিক সংস্কৃতি বলতে কোনো দেশে বিদ্যমান রাজনৈতিক ব্যবস্থার প্রতি জনগণের মনোভাব, মূল্যবোধ, বিশ্বাস, অনুভূতি ও দৃষ্টিভঙ্গির সমষ্টিকে বোঝায়।

খ পরিবার হলো জনমত গঠনের প্রাথমিক ও প্রথম মাধ্যম। পরিবার সামাজিক জীবনের চিরন্তন বিদ্যাপীঠ। পিতামাতা ও পরিবারের অন্যান্য বয়োজেষ্ঠ্যদের মতামত ও ধ্যান-ধারণা শিশু ও কিশোর মনকে প্রভাবিত করে। পরিবারের মূল্যবোধ ও দৃষ্টিভঙ্গি সদস্যদের বিশেষভাবে প্রভাবিত করে। পরিবারের মধ্যে দেশের সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ঘটনাপ্রবাহ, সমস্যা ইত্যাদি বিষয় নিয়ে যেসব আলাপ-আলোচনা হয় তার মধ্য দিয়ে জনমত গড়ে ওঠে।

গ উদ্দীপকের ঘটনার সাথে আমার পাঠ্যবইয়ের 'জনমত'-এর মিল রয়েছে।

জনমত বলতে সমাজের বিভিন্ন বিষয়ে জনসাধারণের কল্যাণকামী, যুক্তিভিত্তিক ও সুস্পষ্ট মতামতকে বোঝায়। গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় একটি অপরিহার্য উপাদান হলো জনমত। জনমতের চাপে সরকার স্বেচ্ছাচারী হতে পারে না এবং কোনো জনস্বার্থ বিরোধী পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারে না। ফলে জনমতের মাধ্যমে গণতন্ত্র তাৎপর্যপূর্ণ হয়। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় সরকার সর্বদা জনমতের ওপর সজাগ দৃষ্টি রেখেই বিভিন্ন নীতিমালা প্রণয়ন ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। জনমত পরিবর্তন হলে সরকারের কার্যনীতি ও সিদ্ধান্তেরও পরিবর্তন ঘটে।

উদ্দীপকে দেখা যায়, মৎস্য সম্পদে ভরপুর আড়িয়াল বিল ঐ এলাকার মানুষের জীবিকা নির্বাহের অন্যতম উৎস। বিলটির প্রাকৃতিক সৌন্দর্যও অপরূপ। কিন্তু সরকার জনগণের মতামত না গ্রহণ করেই সেই বিলে একটি আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর করতে চাইলে এলাকাবাসী তীব্র প্রতিবাদ জানায়। বিলে প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরে সংবাদ মাধ্যমগুলো ব্যাপক প্রচার-প্রচারণা চালায়। দেশের সর্বস্তরের মানুষ এলাকাবাসীকে সমর্থন জানায়। আড়িয়াল বিলে বিমানবন্দর করার বিষয়ে সরকারি সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে যে প্রতিবাদ গড়ে ওঠে তা জনমতকেই নির্দেশ করে। আর এ জনমতের চাপেই সরকার বিমানবন্দর নির্মাণের সিদ্ধান্ত থেকে সরে আসে।

ঘ উদ্দীপকের ঘটনায় অর্থাৎ জনমত সৃষ্টিতে গণমাধ্যম গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে।

জনমত সমাজের বিভিন্ন বিষয়ে জনসধারণের কল্যাণকামী, যুক্তিভিত্তিক ও সুস্পষ্ট মতামতকে বোঝায়। গণতন্ত্রের একটি অপরিহার্য উপাদান হলো জনমত। আর এই জনমত গড়ে ওঠার কতগুলো বাহন রয়েছে। গণমাধ্যম হলো জনমতের একটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে গণমাধ্যম জনমত গঠনে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে। সংবাদপত্র, পুস্তক-পুস্তিকা প্রভৃতি প্রচার মাধ্যমে সাহায্যে জনসাধারণ দেশ-বিদেশের বিভিন্ন খবরাখবর সম্পর্কে জানতে পারে। গণমাধ্যমের সম্পাদকীয়তে বিভিন্ন পণ্ডিত ব্যক্তি বা বুদ্ধিজীবী মহলের বিশ্লেষণধর্মী প্রবন্ধ ছাপা হয় যা থেকে জনগণ দেশ-বিদেশের চলমান সমস্যা সম্পর্কে জানতে পারে। গণমাধ্যমের প্রচারিত এসকল খবরের ভিত্তিতে জনসাধারণের মধ্যে পক্ষে-বিপক্ষে জনমত গড়ে ওঠে।

উদ্দীপকে দেখা যায়, অপার সৌন্দর্য আর স্থানীয় মানুষের জীবিকা নির্বাহের উৎস আড়িয়াল বিলে সরকার আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর করতে চাইলে এলাকাবাসী এর বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানায়। গণমাধ্যম বিষয়টির যৌক্তিকতা বিশ্লেষণ করে সচিত্র প্রতিবেদন প্রচার করলে দেশবাসীর মাধ্যমে এলাকাবাসীর পক্ষে সমর্থন গড়ে ওঠে। আর এই জনমতের চাপেই সরকার শেষ পর্যন্ত বিমানবন্দর নির্মাণ করার সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার করে।

ওপরের আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায়, জনমত সৃষ্টিতে গণমাধ্যমের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। উদ্দীপকের ঘটনায় গণমাধ্যমের কল্যাণেই দেশব্যাপী সরকারের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে জনমত গড়ে উঠেছিল।

Teachingbd24.com

অষ্টম অধ্যায়: জনমত ও রাজনৈতিক সংস্কৃতি

★ জনমতের ধারণা

১. 'জনমতের জন্যে সংখ্যাগরিষ্ঠের মতই যথেষ্ট নয় এবং সব বিষয়ে ঐকমত্য অপরিহার্য নয়'—উক্তিটি কার? [জ্ঞান]
ক অস্টিন রেনি খ অধ্যাপক লাওয়েল
গ জন স্টুয়ার্ট মিল ঘ কিম্বল ইয়ং **খ**

২. জনমতের বৈশিষ্ট্য কোনটি? [অনুধাবন]
ক জনমত সৎ ও জনকল্যাণধর্মী
খ জনমত সুচিন্তিত মতের বিরোধী
গ জনমত সুনির্দিষ্ট ও সুস্পষ্ট নয়
ঘ জনমত অযুক্তিভিত্তিক **ক**

৩. "একটি নির্দিষ্ট সময়ে জনগণ যে মতামত পোষণ করে তাই জনমত"— এটি কার উক্তি? [জ্ঞান]
ক ই এম সেইট খ ই এম হোয়াইট
গ এল ডব্লিউ ডুব ঘ কিম্বল ইয়ং **ঘ**

৪. জনগণের কল্যাণকামী যুক্তিভিত্তিক ও সচেতন মতের সমষ্টি কী? [জ্ঞান]
ক রাজনৈতিক সংহতি
খ গণতন্ত্র
গ রাজনৈতিক সংস্কৃতি
ঘ জনমত **ঘ**

৫. কোন দার্শনিকের লেখনীতে সর্বপ্রথম জনমত শব্দটি ব্যবহৃত হয়? [জ্ঞান]
ক টমাস হবস খ জ্যাঁ জ্যাক রুশো
গ জন লক ঘ মন্টেস্কু **খ**

৬. সুনির্দিষ্ট, সুচিন্তিত, সংখ্যাগরিষ্ঠের যুক্তিভিত্তিক মত— এগুলো নিচের কোনটির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ? [অনুধাবন]
ক রাজনৈতিক সংস্কৃতি
খ জনমত
গ গণতন্ত্র ঘ সুশাসন **খ**

৭. 'The Voice of the people may be voice of God.' - এটি কোন যুগের ধারণা? [জ্ঞান]
ক প্রাচীন যুগের খ মধ্য যুগের
গ আধুনিক যুগের ঘ অতি আধুনিক যুগের **খ**

৮. "বিশ্বে পরিণত উন্নত, অনুন্নত ও নিম্নমানের সংস্কৃতি লক্ষ করা যায়।"— কথাটি কে বলেছেন? [জ্ঞান]
ক ম্যাকাইভার খ অ্যালমন্ড
গ ফাইনার ঘ লুসিয়ান পাই **গ**

৯. জনমত কী? [ঢা. বো. '১৬; চ. বো. '১৬; সি. বো. '১৬]
ক সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের কল্যাণকামী ও যুক্তিযুক্ত মতামত
খ কয়েকজন লোকের কল্যাণকামী মতামত
গ বুদ্ধিজীবীদের কল্যাণকামী মতামত
ঘ জনগণের বুদ্ধিদীপ্ত মতামত **ক**

১০. জনমত বলতে বোঝায়— [ঢা. বো. '১৫; সি. বো. ২. বো. য. বো. ২০১৫]
ক প্রভাবশালী ব্যক্তির মতকে
খ বহু ব্যক্তির মতকে
গ কল্যাণকামী ও যুক্তিসিদ্ধ মতকে
ঘ সংগঠিত মতকে **গ**

১১. 'জনমত আইনের অন্যতম উৎস'— উক্তিটি কার? [মোহাম্মদ মোহসিন কলেজ, ময়মনসিংহ; প্রভাষক আমিন একাডেমী স্কুল এন্ড কলেজ, চট্টগ্রাম]
ক ওপেন হেইম খ জন লক
গ জন অস্টিন ঘ লাস্কি **ক**

১২. পৌরনীতি ও সুশাসনের ভাষায় জনমত হলো— [মিডিলিন মডেল স্কুল এন্ড কলেজ, ঢাকা]
i সুস্পষ্ট মতামত
ii কল্যাণকামী মতামত
iii যুক্তিভিত্তিক মতামত
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i খ ii
গ i ও iii ঘ i, ii ও iii **ঘ**

১৩. সুষ্ঠু জনমত ব্যাহত হয়— [অনুধাবন]
i কুসংস্কারের মধ্যে
ii ব্যক্তিগত স্বার্থ ও সংকীর্ণতার মধ্যে
iii প্রগতিশীলতার মধ্যে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ ii ও iii
গ i ও iii ঘ i, ii ও iii **ক**

★★ জনমত গঠনের মাধ্যমে বা বাহনসমূহ

১৪. কোনটি রাজনৈতিক ব্যবস্থার দর্পণ? [জ্ঞান]
ক সরকার খ জনমত
গ আইনসভা ঘ রাজনৈতিক সংস্কৃতি **ঘ**

১৫. সুষ্ঠু জনমত গঠনে কীসের গুরুত্ব অপরিসীম? [অনুধাবন]
ক শিক্ষার প্রসার খ সামাজিক স্বার্থ
গ মতামত প্রকাশের স্বাধীনতা
ঘ ঐক্য ও সংহতির মনোভাব **গ**

১৬. কোনটি জনমতের শ্রেষ্ঠ মাধ্যম? [জ্ঞান]
ক সংবাদপত্র খ জাতিসংঘ
গ ধর্মীয় সংঘ ঘ রাজনৈতিক দল **ঘ**

১৭. সুষ্ঠু জনমত গঠনে কোনটি অপরিহার্য? [সি. বো. '১৬; ১৫; চ. বো. '১৫]
ক শিক্ষার প্রসার
খ মতামত প্রকাশের স্বাধীনতা
গ সামাজিক স্বার্থ ঘ একতা **খ**

১৮. কোথায় রাজনৈতিক সংস্কৃতির শিকড় গ্রোথিত থাকে? [সরকারি শহীদ কুলরুল আলম কলেজ, পাবনা]
ক নির্বাচনের মধ্যে
খ রাজনৈতিক দলের মধ্যে
গ সমাজের গভীরে
ঘ পরিবারের অভ্যন্তরে **খ**

১৯. রাজনৈতিক দলগুলো জনমত গঠন করে কীভাবে? [জ্ঞান]
ক অস্ত্রের জোরে খ নির্বাচনের মাধ্যমে
গ প্রচারণার মাধ্যমে ঘ সরকারের আনুকূল্যে **গ**

২০. রেডিও-টেলিভিশন এখন জনমত গঠনে ভূমিকা রাখছে—
i উন্নত রাষ্ট্রসমূহে
ii অনুন্নত রাষ্ট্রসমূহে
iii উন্নয়নশীল রাষ্ট্রসমূহে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ ii ও iii
গ iii ঘ i, ii ও iii **ঘ**

★ গণতন্ত্র ও জনমত

২১. গণতান্ত্রিক সরকারকে সঠিক পথে পরিচালিত করে— [জ্ঞান]
ক জনমত খ মন্ত্রিসভা
গ উপদেষ্টামণ্ডলী ঘ রাজনৈতিক দল **ক**

২২. জনসাধারণের ইচ্ছা কীসের মাধ্যমে প্রকাশিত হয়? [জ্ঞান]
ক সভা-সমিতি খ জনমত
গ সংবাদপত্র ঘ আইন পরিষদ **খ**

২৩. গণতান্ত্রিক বিশ্বে জনগণের বাণী কীসের বাণীর মতো? [জ্ঞান]
ক ঈশ্বরের খ ধর্মীয় গুরুর
গ মহান নেতার ঘ মনীষীর **ক**

২৪. সংবাদপত্রে মিথ্যা ও বিকৃত সংবাদ পরিবেশন করা উচিত নয়। কারণ এর ফলে রাষ্ট্রে সৃষ্টি হয়— [অনুধাবন]
ক বিশৃঙ্খলা খ বিদ্রোহ
গ গৃহযুদ্ধ ঘ অনৈক্য **ক**

Teachingbd.xyz

২৫. কীসের ওপর প্রতিনিধিত্বমূলক গণতন্ত্রের সাফল্য নির্ভর করে? [অনুধাবন]
ক নেতাকর্মীদের ওপর
খ নির্বাচনের ওপর
গ অধিক ভোট প্রাপ্তির ওপর
ঘ সুস্থ ও সচেতন জনমতের ওপর **ঘ**

২৬. নিচের কোনটিকে স্বাধীনতার রক্ষাকবচ বলা হয়? [বি বো ১৫]
ক সমাজতন্ত্র খ গণতন্ত্র
গ একনায়কতন্ত্র ঘ রাজতন্ত্র **খ**

২৭. গণতন্ত্রে ক্ষমতাসীন দল জনমতের প্রতি শ্রদ্ধাশীল থাকে কেন? [বি বো ১৫]
ক বিরোধীদলের সমালোচনার ভয়ে
খ সেনাবাহিনীর ভয়ে
গ গৃহযুদ্ধের আশংকায়
ঘ ক্ষমতা হারানোর ভয়ে **ক**

২৮. কোন ধরনের শাসনব্যবস্থা জনমতের ওপর নির্ভরশীল? [জ্ঞান]
ক রাজতন্ত্র খ স্বৈরতন্ত্র
গ সমাজতন্ত্র ঘ গণতন্ত্র **ঘ**

২৯. জনমতের ফসল হলো— [অনুধাবন]
i স্বচ্ছ ব্যালট বক্স
ii ছবিযুক্ত ভোটার তালিকা
iii স্বেচ্ছাচারিতার প্রসার
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii **ক**

৩০. গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে জনমত গঠনের পূর্বশর্ত হলো– [কু বো ১৫]
i উপযুক্ত শিক্ষা বিস্তার
ii মত প্রকাশের স্বাধীনতা
iii রাজনৈতিক সচেতনতা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii **ঘ**

৩১. আমজাদ সাহেব টেলিভিশনে টকশো দেখছিলেন। টকশোর এক বক্তা একপর্যায়ে বলেন, গণতান্ত্রিক বিশ্বে জনগণের বাণী হলো দৈব বাণীর মতো। তিনি একথা বলার কারণ হলো— [প্রয়োগ]
i জনমত আইনের ভিত্তি
ii জনমত আইন পরিষদের প্রতিচ্ছবি
iii জনমতের কর্মপন্থা লক্ষ্যহীন
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i খ ii ও iii
গ i ও ii ঘ i, ii ও iii **গ**

উদ্দীপকটি পড় এবং ৩২ ও ৩৩ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:
হুসনী মোবারক মিশরে দীর্ঘদিন যাবৎ ক্ষমতায় ছিলেন। তার শাসনআমলে জনগণ প্রায় সকল গণতান্ত্রিক অধিকার থেকে বঞ্চিত ছিল। জনগণ ঐক্যবদ্ধ হয়ে তাহরির স্কয়ারে সমবেত হয়ে সরকারের পতনের দাবিতে জোরালো বিক্ষোভ করতে থাকে। মিশরের নিরাপত্তা বাহিনীসহ সকলে এই গণদাবির প্রতি সমর্থন জানায়। অতপর হুসনী মোবারক সরকারের পতন ঘটে।

৩২. কোন বিষয়টি গড়ে উঠেছিল মিশরের জনগণের মধ্যে? [প্রয়োগ]
ক রাজনৈতিক চেতনা
খ গণতান্ত্রিক চেতনা
গ স্বাধীনতা
ঘ রাজনৈতিক সংস্কৃতি **খ**

৩৩. উদ্দীপকে উল্লিখিত বিষয় ছাড়া আরো যে বিষয়গুলো ফুটে উঠেছে? [উচ্চতর দক্ষতা]
i সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের মত
ii গণতান্ত্রিক চেতনা
iii রাজনৈতিক দলের দাবি
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii **ক**

উদ্দীপকটি পড়ো এবং ৩৪ ও ৩৫ নং প্রশ্নের উত্তর দাও।
সাইফ সাহেব একটি পত্রিকার রিপোর্টার। তিনি কুমিল্লা শহরের একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থানের রাস্তা মেরামত করার ব্যাপারে একটি রিপোর্ট ছাপান। ফলে দেখা গেল কিছু দিনের মধ্যেই সরকারি লোকজন রাস্তাটি পরিদর্শন করল এবং দ্রুত মেরামতের কাজ শুরু করল।

৩৪. পত্রিকার রিপোর্টের মাধ্যমে সরকার জনগণের কোন বিষয়ে জানতে পারল? [প্রয়োগ]
ক দাবি দাওয়া খ অভাব অভিযোগ
গ আলাপ আলোচনা ঘ ক্ষোভ চাওয়া **খ**

৩৫. রিপোর্টটির মাধ্যমে যোগাযোগ বৃদ্ধি পায়— [উচ্চতর দক্ষতা]
i রিপোর্টারের
ii সরকারের
iii সরকারি কর্মকর্তাদের
নিচের কোনটি সঠিক ?
ক i খ ii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii **গ**

★★ সুশাসন প্রতিষ্ঠায় জনমত

৩৬. গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে জনমতকে অগ্রাহ্য করার অর্থ— [অনুধাবন]
ক সরকারের পতন ডেকে আনা
খ সরকারের ক্ষমতা শক্ত হওয়া
গ জনগণের শক্তি বৃদ্ধি করা
ঘ সরকারের স্থায়িত্ব কাল বৃদ্ধি করা **ক**

৩৭. সুশাসনের অন্যতম বাধা কোনটি? [জ্ঞান]
ক ধর্ম খ সাম্প্রদায়িকতা
গ দুর্নীতি
ঘ রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা **গ**

৩৮. জনমতের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়— [আইডিয়াল স্কুল এন্ড কলেজ, মতিঝিল, ঢাকা]
i বিচার প্রক্রিয়া
ii শাসননীতি
iii রাজনৈতিক দল
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii **ঘ**

৩৯. দুর্নীতির মাত্রা হ্রাস পাবে— [অনুধাবন]
i অবাধ তথ্য প্রবাহ নিশ্চিত হলে
ii ন্যায়পাল নিযুক্ত হলে
iii আমলাতান্ত্রিক জটিলতা বৃদ্ধি পেলে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii **ক**

★ রাজনৈতিক সংস্কৃতির ধারণা

৪০. রাজনৈতিক সংস্কৃতি হলো— [অনুধাবন]
ক রাজনৈতিক আদর্শ
খ রাজনৈতিক ধ্যান-ধারণা
গ রাজনৈতিক আবেগ
ঘ রাজনৈতিক মনোভাব ও দৃষ্টিভঙ্গির সুনির্দিষ্ট প্রতিকৃতি **ঘ**

৪১. 'রাজনৈতিক সংস্কৃতি হলো রাজনৈতিক ধ্যান-ধারণা, বিশ্বাস ও অনুভূতির এক সমষ্টি যা রাজনৈতিক কার্যাবলিকে অর্থপূর্ণ করে তোলে, সুশৃঙ্খল ভাবের অভিব্যক্তি ঘটায় এবং অন্তর্নিহিত ও মনস্তাত্ত্বিক দিকের প্রকাশ ঘটায়'- উক্তিটি কার? [জ্ঞান]
ক লুসিয়ান ডব্লিউ পাই
খ জি.এ আলমন্ড
গ লোয়েল ঘ ব্রাইস **ক**

Teachingbd.com

৪২. মনোভাব, বিশ্বাস, অনুভূতি ও মূল্যবোধের সমষ্টি কী? [ব. বো. '১৫; চ. বো. '১৫]
ক জনমত খ গণতন্ত্র
গ রাজনৈতিক মতৈক্য
ঘ রাজনৈতিক সংস্কৃতি **ঘ**

৪৩. রাজনৈতিক সংস্কৃতি হলো– [ব. বো. '১৫; কু. বো. '১৫]
ক রাজনৈতিক আদর্শ
খ রাজনৈতিক আবেগ
গ রাজনৈতিক ধ্যান ধারণা
ঘ রাজনৈতিক মনোভাব ও দৃষ্টিভঙ্গির সমষ্টি **ঘ**

৪৪. রাজনৈতিক সংস্কৃতির দৃষ্টিভঙ্গি কত প্রকার? [জ্ঞান]
ক দুই খ তিন
গ চার ঘ পাঁচ **খ**

৪৫. রাজনৈতিক সংস্কৃতি কীরূপ? [জ্ঞান]
ক নিরপেক্ষ খ পক্ষপাতদুষ্ট
গ সংবেদনশীল ঘ বিশৃঙ্খলা **ক**

৪৬. রাজনৈতিক সংস্কৃতি দুর্বল হলে সৃষ্টি হয়—
i যে কোনো উপায়ে ক্ষমতা লাভের মোহ
ii রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা
iii উপদলীয় কোন্দল
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i খ ii
গ iii ঘ i, ii ও iii **ঘ**

৪৭. রাজনৈতিক সংস্কৃতি বলতে বোঝায়– [ব. বো. '১৫]
i রাজনৈতিক আচরণের সমষ্টি
ii রাজনৈতিক দলকে নিয়ন্ত্রণ
iii রাজনৈতিক মূল্যবোধের পছন্দ
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii **ঘ**

৪৮. রাজনৈতিক সংস্কৃতির দৃষ্টিভঙ্গি— [অনুধাবন]
i জ্ঞানসংক্রান্ত
ii অনুভূতিমূলক
iii মূল্যায়ন সংক্রান্ত
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i খ i ও ii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii **ঘ**

উদ্দীপকটি পড়ে ৪৯ ও ৫০নং প্রশ্নের উত্তর দাওঃ
উন্নত রাজনৈতিক সংস্কৃতিতে প্রায়শই পরিলক্ষিত হয় যে, নির্বাচনে পরাজিত দল সাধারণত ফলাফল মেনে নিয়ে বিজয়ী প্রার্থীকে অভিনন্দন জানায়। আর বিজয়ী দল পরাজিত প্রধান প্রধান দলের সহযোগিতায় সরকার পরিচালনা করে। [ব. বো. '১৫]

৪৯. উদ্দীপকে বর্ণিত বিষয়টিতে কী ফুটে উঠেছে?
ক বিজয়ী দলের মন জয় করা
খ রাজনৈতিক সংস্কৃতি
গ জনমত ঘ রাজনৈতিক অস্থিরতা **খ**

৫০. উদ্দীপকের রাজনৈতিক অবস্থানের ওপর নির্ভর করে জনগণের–
i রাজনৈতিক উন্নতি
ii অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি
iii শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii **ঘ**

উদ্দীপকটি পড়ে ৫১ ও ৫২ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :
গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র হিসেবে 'ক' রাষ্ট্রটিতে জনগণ সরকারের নীতিনির্ধারণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। তাদের সক্রিয় অংশগ্রহণে এক সময়ের রাজনৈতিক সংকট কাটিয়ে উঠেছে দেশটি। তাই দেশটির প্রশাসনে জনগণের প্রভাব খুবই তাৎপর্যপূর্ণ।

৫১. উদ্দীপকে দেশটির স্বরূপ প্রকাশ পেয়েছে— [প্রয়োগ]
i জনমত
ii রাজনৈতিক সংস্কৃতি
iii জনগণের স্বেচ্ছাচারিতা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii **ক**

৫২. 'দেশটির প্রশাসনে জনগণের প্রভাব খুবই তাৎপর্যপূর্ণ।' উদ্দীপকের এ উক্তিটির দ্বারা নিচের কোনটি প্রকাশ পেয়েছে? [উচ্চতর দক্ষতা]
ক রাজনৈতিক সংস্কৃতি
খ জনমত
গ স্বাধীনচেতা জনগণের স্বরূপ
ঘ সরকারের দুর্বলতা **খ**

★★ জনমত ও রাজনৈতিক সংস্কৃতি

৫৩. রাজনৈতিক সংস্কৃতি অনেকটা কী রকম? [অনুধাবন]
ক মানুষের সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি
খ মানুষের সজাগ দৃষ্টিভঙ্গি
গ মানুষের অজ্ঞান দৃষ্টিভঙ্গি
ঘ মানুষের মূল্যবোধহীন দৃষ্টিভঙ্গি **খ**

৫৪. রাজনৈতিক সংস্কৃতিতে জনমত জরিপের জন্য বিভিন্ন ধরনের প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে কোন দেশগুলোতে? [অনুধাবন]
ক যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডা
খ ব্রুনাই ও সিঙ্গাপুর
গ লাওস ও ভিয়েতনাম
ঘ ওমান ও কুয়েত **খ**

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ো এবং ৫৫ ও ৫৬ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:
ঢাকা শহরে যানজট একটি ভয়াবহ সমস্যা। প্রতিদিনই অফিস-আদালত ও অন্যান্য জায়গায় যেতে মানুষকে ভোগান্তির শিকার হতে হয়। এইজন্য সরকার বিভিন্ন জায়গায় ফ্লাইওভার নির্মাণের পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। সমস্যা যুক্ত এলাকার ফ্লাইওভার নির্মিত হলে জনগণের সমস্যার সমাধান হবে। সরকারের এই পদক্ষেপ নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয়।

৫৫. উদ্দীপকে উল্লিখিত ফ্লাইওভার নির্মাণের ফলে— [প্রয়োগ]
i সরকারের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল হবে
ii সময় বাঁচবে
iii যানজট নিরসন হবে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ ii ও iii
গ i ও iii ঘ i, ii ও iii **ঘ**

৫৬. উদ্দীপকে উল্লিখিত বিষয়টির সাথে নিচের যে বিষয়ের সম্পর্ক রয়েছে— [উচ্চতর দক্ষতা]
i সময়োপযোগী ও সুষ্ঠু পদক্ষেপ
ii অর্থের অপচয় বৃদ্ধি
iii উন্নয়নের পূর্বশর্ত উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii **খ**

Teachingbd.com